২০টি প্রশ্নে বিধ্বস্ত বিবর্তনবাদ

মূলঃ
হারুন ইয়াহিয়া

অনুবাদঃ
খোন্দকার রোকনুজ্জামান

www.draminlibrary.com

বিশটি প্রশ্নে
বিধ্বস্ত বিবর্তনবাদ

মূলঃ হারুন ইয়াহিয়া

অনুবাদঃ খোন্দকার রোকনুজ্জামান

www.draminlibrary.com

নিবেদিত-
পরম শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষাগুরু
অধ্যাপক সদরুদ্দীন আহমেদ
দস্ত মুবারকে।

www.draminlibrary.com

পাঠকের উদ্দেশ্যে দু'টি কথা

হারুন ইয়াহিয়ার লেখা প্রতিটি পুস্তকে বিশ্বাস সম্পর্কিত বিষয়গুলি কুরআনের বাণীর আলোকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। সেই সাথে মানুষকে আহ্বান করা হয়েছে আল্লাহ্র বাণী জেনে নিয়ে তদনুসারে জীবন যাপন করতে। যে-সব বিষয় আল্লাহ্র বাণীর সাথে সম্পর্কযুক্ত, সেগুলি এমনভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে যেন পাঠকচিত্তে কোন প্রশ্নবোধক চিহ্নের স্থান না থাকে। পুস্তকগুলি রচিত হয়েছে আন্তরকতাপূর্ণ, সহজ-সরল এবং স্বচ্ছন্দ রচনাশৈলীতে যেন সব বয়সের, সব সামাজিক শ্রেণির পাঠক এগুলি সহজে বুঝতে পারে। এই ফলপ্রসূ, সহজবোধ্য ভাষার কারণে এক বৈঠকে পড়ে শেষ করা সম্ভব হয়ে ওঠে। এমনকি যারা আধ্যাত্মিকতাকে প্রবলভাবে প্রত্যাখ্যান করেন, তারাও এই পুস্তকগুলিতে উপস্থাপিত বাস্তবতা দ্বারা প্রভাবিত হন এবং বিষয়বস্তুর সত্যতা খণ্ডন করতে পারেন না।

এই পুস্তকসহ হারুন ইয়াহিয়ার যে-কোন রচনা ব্যক্তিগতভাবে পাঠ করা যেতে পারে কিংবা পাঠচক্রে আলোচনা করা যেতে পারে। যে-সকল পাঠক এ-সব পুস্তক থেকে উপকৃত হতে ইচ্ছুক, তারা দেখবেন যে, পারস্পরিক আলোচনা খুবই সহায়ক হবে এই জন্য যে, তারা আপন চিন্তা-ভাবনা এবং অভিজ্ঞতা পরস্পরের সঙ্গে বিনিময় করতে পারবেন।

তাছাড়া, এ-সব পুস্তক অন্যের কাছে পেশ করা কিংবা প্রচার করাটা ধর্মের এক বড় খিদমত হতে পারে, যেহেতু এ-গুলি একমাত্র আল্লাহ্র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে লিখিত হয়েছে। লেখকের প্রতিটি পুস্তক অত্যন্ত বিশ্বাস জাগানিয়া। এ-জন্য যারা অন্যদের কাছে ধর্মকে উপস্থাপন করতে চান, তাদেরকে এ-সকল পুস্তক পাঠে উদ্বুদ্ধ করাটা অন্যতম ফলদায়ক পদ্ধতি হতে পারে।

আশা করা যায়, পাঠক একটু সময় দেবেন পুস্তকগুলির শেষের দিকের পৃষ্ঠাগুলিতে অন্যান্য পুস্তক সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা অংশে; এতে করে তারা বিশ্বাস-সংক্রান্ত সমৃদ্ধ উৎসের মূল্যায়ন করতে পারবেন । এ-গুলি খুবই সহায়ক এবং সুখপাঠ্য হবে।

অন্য কিছু পুস্তকের মত এ-সকল পুস্তকে পাঠক লেখকের ব্যক্তিগত মতামত পাবেন না, অস্পষ্ট উৎসের উপরে ভিত্তিশীল ব্যাখ্যা পাবেন না, বিষয়বস্তুর পবিত্রতার বিবেচনায় রচনাশৈলীতে শ্রদ্ধাবোধের অভাব পাবেন না, কিংবা নিরাশা, সন্দেহ উদ্রেককারী এবং হতাশাব্যঞ্জক বিবরণ পাবেন না যা হৃদয়কে বিপথগামী করে।

লেখক পরিচিতি

হারুন ইয়াহিয়া ছদ্মনামে লিখে চলেছেন তিনি। জন্ম ১৯৫৬ সালে আঙ্কারায়। তিনি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা গ্রহন করেন আঙ্কারা থেকে। পরবর্তীতে ইস্তাম্বুলের মিমার সিনান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কলা বিভাগে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি এবং ইস্তাম্বুল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দর্শনশাস্ত্রে উচ্চতর ডিগ্রি অর্জন করেন। ১৯৮০ এর দশক থেকে তিনি রাজনীতি, বিশ্বাস-সম্পৃক্ত বিষয় এবং বৈজ্ঞানিক বিষয় নিয়ে অনেক গ্রন্থ রচজনা করেন। বিবর্তনবাদের জালিয়াতি, তাদের দাবীর অসারতা, ডারউইনবাদ এবং ফ্যাসিবাদ ও সমাজতন্ত্রের মত হিংসাত্মক মতবাদের মধ্যকার যোগ-সাজস প্রকাশ করে হারুন ইয়াহিয়া অনেক গুরুত্বপূর্ণ পুস্তক রচনার জন্য প্রসিদ্ধ।

তিনি ছদ্মনামটি গ্রহন করেছেন দু'জন মহান নবী হারুন (আঃ) ও ইয়াহিয়া (আঃ) এর নামানুসারে যাঁরা বিশ্বাসহীনতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিলেন। তাঁর রচিত পুস্তকের প্রচ্ছদে মহানবী (সাঃ)-এর সীলমোহর প্রতীকী অর্থ বহন করে এবং বিষয়বস্তুর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। এটি হল আল কুরআন (সর্বশেষ ধর্মগ্রন্থ) এবং শেষ নবী ও রাসূল মুহাম্মদ (সাঃ)-এর প্রতীক। আল কুরআন ও সুন্নাহ্‌র দিকনির্দেশনা মোতাবেক লেখক হারুন ইয়াহিয়া স্রষ্টাবিমুখ যত মৌলিক দর্শন রয়েছে তা ভুল প্রমান করাকে এবং ধর্মের বিরুদ্ধে আরোপিত সকল আপত্তিকে সম্পূর্ণ স্তব্ধ করে দেবার জন্য "চূড়ান্ত কথা" বলাটাকে জীবনের উদ্দেশ্য হিসাবে গ্রহন করে নিয়েছেন। সর্বশেষ নবী (সাঃ), যিনি চূড়ান্ত জ্ঞান ও নৈতিক পরিশুদ্ধি অর্জন করেছিলেন, তাঁর সীলমোহর ব্যবহার করা হয়েছে এই চূড়ান্ত কথার চিহ্ন হিসাবে।

লেখকের সকল রচনা একই উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করে আবর্তিত: মানুষের নিকট আল কুরআনের বাণী পৌঁছে দেওয়া, তাদেরকে মৌলিক বিশ্বাসসম্পর্কিত বিষয়গুলি নিয়ে চিন্তা করতে উদ্বুদ্ধ করা (যেমন আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব, তাঁর একত্ববাদ, পরকাল), এবং স্রষ্টাহীন সমাজের দুর্বল ভিত্তি ও বিকৃত মতাদর্শ তুলে ধরা।

www.draminlibrary.com

হারুন ইয়াহিয়ার বিপুল পাঠকগোষ্ঠী রয়েছে ভারত থেকে আমেরিকা, ইংল্যাণ্ড থেকে ইন্দোনেশিয়া, পোল্যাণ্ড থেকে বসনিয়া, এবং স্পেন থেকে ব্রাজিল পর্যন্ত। তাঁর রচিত কিছু পুস্তক ইংরেজি, ফরাসী, জার্মান, স্প্যানিশ, ইতালিয়ান, পোর্তুগীজ, উর্দূ, আরবী, আলবেনীয়, রুশ, বসনীয়, পোলিশ, মালয়, উইগুর-তুর্কি এবং ইন্দোনেশীয় ভাষায় পাওয়া যায়। এ-সকল পুস্তক পৃথিবীব্যপী পাঠক-সমাদৃত।

পৃথিবীব্যাপী অত্যন্ত সমাদৃত এই পুস্তকগুলি অনেক মানুষের আল্লাহ্‌তে বিশ্বাস ফিরিয়ে এনেছে। অনেকের বিশ্বাসের সাথে গভীর উপলব্ধি যোগ করেছে। প্রজ্ঞা এবং আন্তরিক ও সহজবোধ্য রচনাশৈলী এ-সব পুস্তককে স্বাতন্ত্রের পরশ দিয়েছে যা পাঠককে সরাসরি প্রভাবিত করে। এই পুস্তকগুলি সমূহ আপত্তি অগ্রাহ্য করার যোগ্য হওয়া ছাড়াও দ্রুত প্রভাবদায়ক, সুনির্দিষ্ট ফলাফল অকাট্য যুক্তির গুণে ঋদ্ধ। যারা এই পুস্তকগুলি পাঠ করেন এবং বিষয়গুলি নিয়ে গুরুত্বসহকারে চিন্তা-ভাবনা করেন, তাদের পক্ষে নিষ্ঠার সাথে বস্তুবাদী দর্শন, নাস্তিকতা কিংবা অন্য কোন বিকৃত মতবাদ বা দর্শনের সমর্থন করা সম্ভব নয়। যদি তারা সে-সব সমর্থন করেও চলেন, তবে তা করেন আবেগতাড়িত জিদের বশে। কারণ, এই পুস্তকগুলি ঐসব মতাদর্শের ভিত্তিকেই খণ্ডন করে দিয়েছেন। অস্বীকৃতির সকল সমকালীন আন্দোলন আজ আদর্শিকভাবে পরাজিত; হারুন ইয়াহিয়ার লিখিত গ্রন্থাবলীকে ধন্যবাদ।

এ-ব্যাপারে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই যে, এই সব বৈশিষ্ট্য হল আল কুরআনের জ্ঞান ও সরলতার ফল। লেখকের সবিনয় আকাঙ্খা হল আল্লাহ্‌র দেওয়া সঠিক পথ লাভের যে মানবীয় আকাঙ্খা, তা পূরণের মাধ্যম হওয়া। এই গ্রন্থগুলি প্রকাশের মাধ্যমে বস্তুগতভাবে লাভবান হবার আকাঙ্খা লেখকের নেই।

এই বিষয়গুলি বিবেচনায় রেখে যারা মানুষকে এই বইগুলি পড়তে উৎসাহিত করেন, যা অন্তর-চক্ষু খুলে দিয়ে পাঠককে আল্লাহ্‌র আরো অনুগত বান্দাহ হবার পথ দেখায়, তারা সত্যের অমূল্য সেবা করে থাকেন।

অপরপক্ষে, অন্যকোন ধরণের বই প্রচার করাটা সময় ও শক্তির অপচয়মাত্র, যে-সব বই মানবমনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি ক'রে মানুষকে আদর্শিক বিশৃঙ্খল অবস্থার দিকে নিয়ে যায়, যে-গুলি মানবমনের সংশয় দূর করার মত জোরালো ও যথাযথ প্রভাব সৃষ্টি করতে পারে না; এটা পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে সত্য বলে প্রমাণিত। এটা স্পষ্ট যে, যে-সব পুস্তকে মানুষকে

www.draminlibrary.com

বিশ্বাস হারানো থেকে রক্ষা করার মহান উদ্দেশ্যের পরিবর্তে লেখকের সাহিত্যিক যোগ্যতার উপরে জোর দেওয়া হয়, সেগুলির পক্ষে এত বিপুল প্রভাব সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। যারা এটা সন্দেহ করেন, তারা রেডিলি দেখতে পারেন যে, হারুন ইয়াহিয়ার পুস্তকের একমাত্র লক্ষ্য হল, অবিশ্বাস জয় করা এবং আল কুরআনের নৈতিক মূল্যবোধ ডিসসেমিনেট করা। এই খিদমতের সফলতা ও প্রভাব পাঠকচিত্তের প্রত্যয় থেকে স্পষ্ট হয়ে যায়।

একটি বিষয় মনে রাখা উচিত। চলমান নির্মমতার প্রধান কারণ, দ্বন্দ্ব, এবং সংখ্যাগুরু মানুষ সমূহ অগ্নিপরীক্ষার সম্মুখীন হয় তা হল বিশ্বাসহীনতার আদর্শগত প্রচার-প্রসার। এই অবস্থার সমাপ্তি ঘটতে পারে কেবল বিশ্বাসহীনতার আদর্শগত পরাজয়ের মাধ্যমে এবং সৃষ্টির বিস্ময় ও আল কুরআনের নৈতিকতা প্রচারের মাধ্যমে যেন মানুষ এটার অধীনে জীবন যাপন করতে পারে। আজকের বিশ্বের অবস্থা বিবেচনা করে, যা মানুষকে সহিংসতা, দুর্নীতি এবং সংঘাতের নিম্নমুখী পেঁচানো সিঁড়ির দিকে ঠেলে দিচ্ছে, এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, এই খিদমত আঞ্জাম দিতে হবে আরো দ্রুততার সাথে ও ফলদায়কভাবে। অন্যথায় অনেক দেরি হয়ে যাবে।

একথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে, হারুন ইয়াহিয়ার পুস্তক-সম্ভার এ-ক্ষেত্রে অগ্রনী ভূমিকা পালন করছে। আল্লাহ্ চাহেন তো, এই পুস্তকগুলির মাধ্যমে একবিংশ শতাব্দীর মানুষ আল কুরআনের প্রতিশ্রুত শান্তি, ন্যায়বিচার এবং সুখ লাভ করবে।

লেখকের গ্রন্থাবলীর মধ্যে রয়েছে ***The New Masonic Order, Judaism and Freemasonry, Global Freemasonry, Kabbalah and Freemasonry, Knight Templars, Philosophy of Zionism, Kabbalah and Zionism, Islam Denounces Terrorism, Terrorism:The Ritual of the Devil, The Disasters Darwinism Brought to Humanity, Communism in Ambush, Fascism:The Bloody Ideology of Darwinism, The 'Secret Hand' in Bosnia, Behind the Scenes of The Holocaust, Behind the Scenes of Terrorism, Israel's Kurdish Card, The Oppression Policy of Communist China and Eastern Turkestan, Palestine, Solution: The Values of the Qur'an, The Winter of Islam and Its Expected Spring, Articles 1-2-3, A Weapon of Satan:Romanticism, The Light of the Qur' an Destroyed Satanism, Signs from the Chapter of the Cave to the Last Times, Signs of the Last Day, The Last Times and The Beast of the Earth, Truths 1-2,***

The Western World Turns to God, The Evolution Deceit, Precise Answers to Evolutionists, The Blunders of Evolutionists, Confessions of Evolutionists, The Misconception of the Evolution of the Species, The Qur'an Denies Darwinism, Perished Nations, For Men of Understanding, The Prophet Musa, The Prophet Yusuf, The Prophet Muhammad (saas), The Prophet Sulayman, The Golden Age, Allah's Artistry in Colour, Glory is Everywhere, The Importance of the Evidences of Creation, The Truth of the Life of This World, The Nightmare of Disbelief, Knowing the Truth, Eternity Has Already Begun, Timelessness and the Reality of Fate, Matter:Another Name for Illusion, The Little Man in the Tower, Islam and the Philosophy of Karma, The Dark Magic of Darwinism, The Religion of Darwinism, The Collapse of the Theory of Evolution in 20 Questions, Engineering in Nature, Technology Mimics Nature, The Impasse of Evolution I (Encyclopedic), The Impasse of Evolution II(Encyclopedic), Allah is Known Through Reason, The Qur'an Leads the Way to Science, The Real Origin of Life, Consciousness in the Cell, Technology Imitates Nature, A String of Miracles, The Creation of the Universe, Miracles of the Qur'an, The Design in Nature, Self-Sacrifice and Intelligent Behaviour Models in Animals, The End of Darwinism, Deep Thinking, Never Plead Ignorance, The Green Miracle: Photosynthesis, The Miracle in the Cell, The Miracle in the Eye, The Miracle in the Spider, The Miracle in the Gnat, The Miracle in the Ant, The Miracle of the Immune System, The Miracle of Creation in Plants, The Miracle in the Atom, The Miracle in the Honeybee, The Miracle of Seed, The Miracle of Hormone, The Miracle of the Termite, The Miracle of the Human Body, The Miracle of Man's Creation, The Miracle of Protein, The Miracle of Smell and Taste, The Miracle of Microworld, The Secrets of DNA.

শিশু-কিশোরদের জন্য তিনি লিখেছেন: ***Wonders of Allah's Creation, The World of Animals, The Glory in the Heavens, Wonderful Creatures, Let's Learn Our Islam, The Miracles in Our Bodies, The World of Our Little Friends:The Ants, Honeybees That Build Perfect Combs, Skillful Dam Builders:Beavers.***

আল কুরআনের বিষয়বস্তুর উপরে তাঁর রচনাগুলি হল: ***The Basic Concepts in the Qur'an, The Moral Values of the Qur'an, Quick Grasp of Faith 1-2-3, Ever***

Thought About the Truth?, Crude Understanding of Disbelief, Devoted to Allah, Abandoning the Society of Ignorance, The Real Home of Believers: Paradise, Knowledge of the Qur'an, Qur'an Index, Emigrating for the Cause of Allah, The Character of the Hypocrite in the Qur'an, The Secrets of the Hypocrite, The Names of Allah, Communicating the Message and Disputing in the Qur'an, Answers from the Qur'an, Death Resurrection Hell, The Struggle of the Messengers, The Avowed Enemy of Man: Satan, The Greatest Slander: Idolatry, The Religion of the Ignorant, The Arrogance of Satan, Prayer in the Qur'an, The Theory of Evolution, The Importance of Conscience in the Qur'an, The Day of Resurrection, Never Forget, Disregarded Judgements of the Qur'an, Human Characters in the Society of Ignorance, The Importance of Patience in the Qur'an, General Information from the Qur'an, The Mature Faith, Before You Regret, Our Messengers Say, The Mercy of Believers, The Fear of Allah, Jesus WillReturn, Beauties Presented by the Qur'an for Life, A Bouquet of the Beauties of Allah 1-2-3-4, The Iniquity Called "Mockery," The Mystery of the Test, The True Wisdom According to the Qur'an, The Struggle Against the Religion of Irreligion, The School of Yusuf, The Alliance of the Good, Slanders Spread Against Muslims Throughout History, The Importance of Following the Good Word, Why Do You Deceive Yourself?, Islam: The Religion of Ease, Zeal and Enthusiasm Described in the Qur'an, Seeing Good in All, How do the Unwise Interpret the Qur'an?, Some Secrets of the Qur'an, The Courage of Believers, Being Hopeful in the Qur'an, Justice and Tolerance in the Qur'an, Basic Tenets of Islam, Those Who do not Listen to the Qur'an, Taking the Qur'an as a Guide, A Lurking Threat:Heedlessness, Sincerity in the Qur'an, The Religion of Worshipping People, The Methods of theLiar in the Qur' an, The Happiness of Believers

www.draminlibrary.com

সূচিপত্র

◆ভূমিকা

১. বিবর্তনবাদ কেন বৈজ্ঞানিকভাবে গ্রহনযোগ্য নয়? ◆
২. বিবর্তনবাদের পতন কিভাবে পরিকল্পিত সৃষ্টিকে সত্যায়ন করে? ◆
৩. মানুষের পদাঙ্ক অতীতে কতদূর পর্যন্ত গেছে? এ-গুলি কেন বিবর্তনবাদকে সমর্থন করে না? ◆
৪. বিবর্তনবাদ কেন "জীব বিজ্ঞানের ভিত্তি" নয়? ◆
৫. বিভিন্ন নর-গোষ্ঠীর অস্তিত্ব কেন বিবর্তনবাদের পক্ষে যুক্তি নয়? ◆
৬. মানুষ এবং নর-বানরের জিনোম শতকরা ৯৯ ভাগ সাদৃশ্যপূর্ণ– এই দাবী কেন বিবর্তনবাদকে অসত্য প্রমাণ করে? ◆
৭. ডাইনোসর বির্তিত হয়ে পাখি হয়েছে– এই দাবী কেন অবৈজ্ঞানিক মিথ? ◆
৮. "মানব-ভ্রূণের ফুলকা আছে"– এটার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা কল্পকাহিনির কি বৈজ্ঞানিক জালিয়াতি আছে? ◆
৯. বিবর্তনবাদের প্রমান হিসাবে ক্লোনিং চিত্র অঙ্কন করা কেন প্রতারণামূলক? ◆
১০. জীবন কি পৃথিবীর বাইরে থেকে আসতে পারে? ◆
১১. পৃথিবীর বয়স যে চারশ' কোটি বছর– এই বাস্তবতা কেন বিবর্তনবাদকে সমর্থন করে না? ◆
১২. আক্কেল দাঁত কেন বিবর্তনবাদের প্রমান নয়? ◆
১৩. সবচেয়ে প্রাচীন প্রাণির জটিল দেহকাঠামো কিভাবে বিবর্তনবাদকে বাতিল করে দেয়? ◆
১৪. বিবর্তনবাদ প্রত্যাখ্যান করাকে কেন উন্নয়ন ও প্রগতিকে প্রত্যাখ্যান হিসাবে চিহ্নিত করা হয়? ◆
১৫. এই ভাবনা কেন ভ্রান্ত যে, স্রষ্টা বিবর্তনের মাধ্যমে জীবের সৃষ্টি করে থাকতে পারেন? ◆
১৬. এটা চিন্তা করা কেন সঠিক নয় যে, ভবিষ্যতে বিবর্তনবাদের নিশ্চিত প্রমান পাওয়া যাবে? ◆
১৭. কেন আকারগত পরিবর্তন বিবর্তনবাদের প্রমান নয়? ◆
১৮. ডি,এন,এ কে "আকস্মিকতা"-র ফসল বলা অসম্ভব কেন? ◆
১৯. এন্টিবায়োটিকের প্রতি ব্যাক্টেরিয়ার প্রতিরোধী হয়ে ওঠা বিবর্তনের উদাহরণ নয় কেন? ◆
২০. সৃষ্টিতত্ত্ব ও বিবর্তনের মধ্যে কি ধরণের সম্পর্ক বিদ্যমান? ◆

◆তথ্যসূত্র

www.draminlibrary.com

ভূমিকা

বিবর্তনবাদ নামক মতবাদটি মোটামুটি একশ' বছর যাবৎ প্রচলিত আছে এবং বিশ্বজগত সম্পর্কে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গীকে দারুণভাবে প্রভাবিত করেছে। এই মতবাদ মানুষকে এক মিথ্যা ধারণা প্রদান করে। সেটা হল, এই জগতে তার আগমন আকস্মিকতার ফল স্বরূপ এবং 'অনেক প্রজাতির জানোয়ারের মধ্যে মানুষও একটি'। তাছাড়া, এই মতবাদ শিক্ষা দেয় যে, জীবনের একমাত্র আইন হল টিকে থাকা এবং জীবিত থাকার স্বার্থপর সংগ্রাম। এই ধারণার প্রভাব স্পষ্ট লক্ষ্য করা যায় ঊনবিংশ এবং বিংশ শতাব্দীতেঃ মানুষের ক্রমবর্ধমান স্বার্থপরতা, সমাজে নৈতিকতার অবক্ষয়, নিজ-সুবিধাবাদের দ্রুত বিস্তার, নির্মমতা এবং সহিংসতা, প্রতিদ্বন্দী-বিনাশক রক্তক্ষয়ী মতাদর্শের বিকাশ (যেমন ফ্যাসিবাদ ও সমাজতন্ত্র), সামাজিক এবং ব্যক্তি পর্যায়ের সংকট (যেহেতু মানুষ ধর্মীয় নৈতিকতা থেকে দূরে সরে যায়)।

বিবর্তনবাদের সামাজিক কুফল এই লেখকের অন্যান্য গ্রন্থে আলোচিত হয়েছে দেখুন হারুন ইয়াহিয়ার The Disaster Darwinism Brought to Humanity, Communism Lies in Ambush, The Black Magic of Darwinism এবং The Religion of Darwinism) এসব গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে, এই মতবাদের (যা 'বৈজ্ঞানিক' হবার দাবী করে) আদৌ কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। এটা সকল বাস্তব ঘটনার বিপরীতে একগুঁয়েমি করে রক্ষা করা এক দৃশ্যকল্প। বহু কুসংস্কারের সমন্বয়ে এটা গঠিত।

বিবর্তনবাদ ও ডারউইনীয় "জগত-দর্শন" যা বিগত ১৫০ বছর পৃথিবীকে পদ্ধতিগতভাবে টেনে নামিয়েছে সহিংসতা, নির্মমতা এবং দ্বন্দ-সংঘাতের দিকে, সেটা সম্পর্কে যারা জানতে ইচ্ছুক, তাদের এসব গ্রন্থ পাঠ করা আবশ্যক।

বর্তমান গ্রন্থটি তুলনামূলকভাবে বেশি সাধারণ পর্যায়ে বিবর্তনবাদ তত্ত্বের অগ্রহনযোগ্যতা উপস্থাপন করবে । কয়েকটি ব্যাপারে বিবর্তনবাদীদের দাবীর জবাব দেওয়া হবে এমন কিছু প্রশ্নের সাহায্যে যা সচরাচর জিজ্ঞাসা করা হয়, তার উত্তর সম্পূর্ণ বোধগম্য হয় না। এই গ্রন্থে প্রদত্ত উত্তরগুলি আরো বিস্তারিত বৈজ্ঞানিক বিবরণসহ পাওয়া যাবে এই লেখকের অন্যান্য গ্রন্থে, যেমন The Evolution Deceit এবং Darwinism Refuted.

www.draminlibrary.com

১

বিবর্তনবাদ কেন বৈজ্ঞানিকভাবে গ্রহনযোগ্য নয়?

বিবর্তনবাদ দাবী করে যে, ভূপৃষ্ঠে প্রাণের উদ্ভব ঘটেছিল আকস্মিকভাবে। প্রাণ প্রাকৃতিক অবস্থা থেকে স্বয়ং উদ্ভুত হয়েছিল। এই তত্ত্ব কোন বৈজ্ঞানিক সূত্র নয় অর্থাৎ প্রমাণিত ব্যাপার নয়। বৈজ্ঞানিক অবয়বের আড়ালে এটা হল বস্তুবাদী জগৎ-দর্শন যা ডারউইনপন্থীরা সমাজের উপর চাপিয়ে দেবার প্রয়াস পান। এই মতবাদের ভিত্তি হল প্রস্তাবনা ও প্রচারণার পদ্ধতি (যা প্রতিটি ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের দ্বারা ভুল প্রমাণিত হয়েছে) যার মধ্যে রয়েছে প্রতারণা, মিথ্যা, বৈপরিত্য এবং হাতের কারসাজি।

বিবর্তনবাদ পেশ করা হয়েছিল ঊনবিংশ শতকের প্রাচীন বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের পরিমণ্ডলে এক কাল্পনিক যুক্তিধারা হিসাবে এবং আজ পর্যন্ত কোন বৈজ্ঞানিক আবিস্কার বা পরীক্ষা-নিরীক্ষা দ্বারা এটি সমর্থিত হয়নি। পক্ষান্তরে, এই মতবাদকে নিশ্চিত করার জন্য যে-সব পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে, সে-সব কেবল এটার অগ্রহনযোগ্যতা প্রমান করেছে।

যাহোক, এমনকি আজকের দিনেও অনেকে মনে করেন যে, এই মতবাদ মাধ্যাকর্ষণ বা প্লবতা সূত্রের মত একটি প্রমাণিত বিষয়। কারণ, প্রথমেই উল্লেখ করা হয়েছে, বিবর্তনবাদের প্রকৃতি সাধারণভাবে যা ধারণা করা হয় তার থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। এই কারণে কিছু লোক জানে না যে, এই মতবাদের ভিত্তি কতটা পঁচা, প্রতিটি বাঁকে কিভাবে বিজ্ঞানের দ্বারা ভুল প্রমাণিত হয়েছে এবং কিভাবে বিবর্তনবাদীরা সচেষ্ট রয়েছেন এই মতবাদকে মৃত্যুদশা থেকে বাঁচিয়ে রাখতে। দুর্বল যুক্তিধারা, পক্ষপাতদুষ্ট এবং অবাস্তব মন্তব্য, কাল্পনিক চিত্রকর্ম, মনস্তাত্ত্বিক প্রস্তাবনা পদ্ধতি, অসংখ্য মিথ্যাচার এবং হাত-সাফাই কৌশল ছাড়া বিবর্তনবাদীদের অন্য কোন অবলম্বন নেই ।

Nothing was known in Darwin's time about the complex structure of the cell.

আজকের দিনে বিজ্ঞানের আধুনিক সব শাখা, যেমন জীবাশ্ম বিজ্ঞান, বংশগতি বিজ্ঞান, প্রাণ-রসায়ন বিজ্ঞান এবং অণুজীব বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে যে, আকস্মিকভাবে প্রাণের অস্তিত্বলাভ এবং প্রাকৃতিক পরিবেশ-পরিস্থিতি থেকে স্বয়ং উদ্ভূত হওয়া একেবারেই অসম্ভব। বিজ্ঞানের জগতে এটা সাধারণভাবে স্বীকৃত যে, মানুষ এযাবৎ যত জটিল গঠন-কাঠামোর সম্মুখীন হয়েছে, জীবন্ত কোষের গঠন তার মধ্যে সবচেয়ে জটিল। আধুনিক বিজ্ঞান আমাদেরকে জানাচ্ছে, একটিমাত্র জীবিত কোষে বিশাল এক নগরীর তুলনায় অনেক বেশি জটিল কাঠামো এবং পরস্পর সম্পর্কযুক্ত জটিল ব্যবস্থাপনা রয়েছে। এই ধরণের একটি জটিল কাঠামো কেবল তখনই ক্রিয়াশীল থাকতে পারে, যখন এর সব অংশের উদ্ভব একই সঙ্গে ঘটে এবং একই সঙ্গে পূর্ণ কর্মক্ষমতা লাভ করে। অন্যথায় এটা কোন কার্য সাধন করতে পারবেনা এবং খুব অল্প সময়ের মধ্যে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে ও বিলুপ্ত হয়ে যাবে। আমরা এটা আশা করতে পারি না যে, লক্ষ লক্ষ বছর ধরে আকস্মিকতার মধ্য দিয়ে এর অঙ্গসমূহ বিকাশ লাভ করবে, যেমনটি বিবর্তনবাদ দাবী করে। সেই কারণে

কেবল একটি কোষের জটিল নক্সা সুস্পষ্টভাবে দেখিয়ে দেয় যে, আল্লাহ প্রাণের সৃষ্টি করেছেন (আরো বিস্তারিত বিবরণের জন্য হারুন ইয়াহিয়া রচিত The Miracle in the Cell গ্রন্থটি দেখুন)।

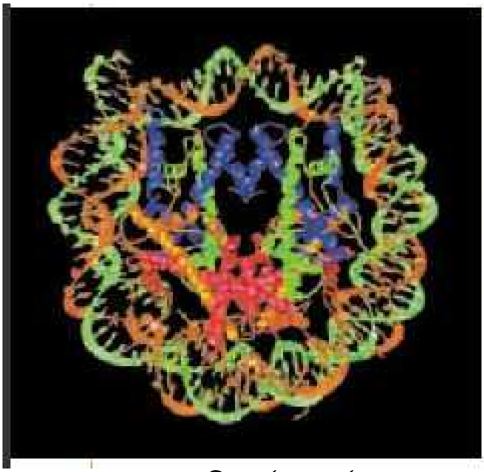

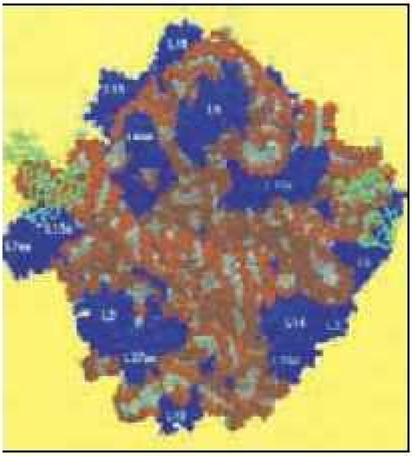

যাহোক, যারা বস্তুবাদী দর্শন সমর্থন করেন, তারা নানা রকম আদর্শগত কারণে সৃষ্টিতত্ত্বের বাস্তবতা স্বীকার করতে চান না । কারণটা হল, আল্লাহর আদেশ-নিষেধের আকারে মানুষকে উপহার দেয়া সত্যধর্ম নৈতিকতার আলোয় আলোকিত যে সুন্দর সমাজ বিনির্মাণ করে, তার অস্তিত্ব ও বিস্তারের প্রতি বস্তুবাদীদের আগ্রহ নেই। আত্মিক ও নৈতিক মূল্যবোধ বিবর্জিত জনগন এসব লোকের জন্য অনেক বেশি মানানসই, কারণ তারা আপন জাগতিক স্বার্থে তাদেরকে কাজে লাগাতে পারে। এই কারণে তারা বিবর্তনবাদ চাপিয়ে দিতে চায় যা এই মিথ্যাকে উৎসাহিত করার মাধ্যমে যে, মানবজাতিকে সৃষ্টি করা হয়নি; তারা আকস্মিকভাবে উদ্ভূত হয়েছে এবং জন্তু-জানোয়ার থেকে বিবর্তিত হয়েছে। তারা যে কোন মূল্যে এই মতবাদকে টিকিয়ে রাখতে চায়। বিবর্তনবাদকে ধ্বংস এবং সৃষ্টিতত্ত্বকে নিশ্চিত করার মত সুস্পষ্ট বৈজ্ঞানিক প্রমান সত্ত্বেও, তারা সব যুক্তি বর্জন করে এই অর্থহীন মতবাদকে সব রকম সুযোগ কাজে লাগানোর মাধ্যমে রক্ষা করতে চায়।

বাস্তবিকভাবে এটা প্রমাণিত হয়েছে যে, প্রথম জীবিত কোষ দূরে থাক, সেই কোষের লক্ষ লক্ষ প্রোটিন অণুর মধ্যে মাত্র একটার পক্ষেও আকস্মিকভাবে অস্তিত্বলাভ সম্ভব নয়। কেবল পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং পর্যবেক্ষণের মাধ্যমেই নয়, বরং সম্ভাব্যতার গাণিতিক হিসাব-নিকাশের মাধ্যমেও এই ব্যাপারটি দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে। অন্য কথায় বলতে গেলে,

www.draminlibrary.com

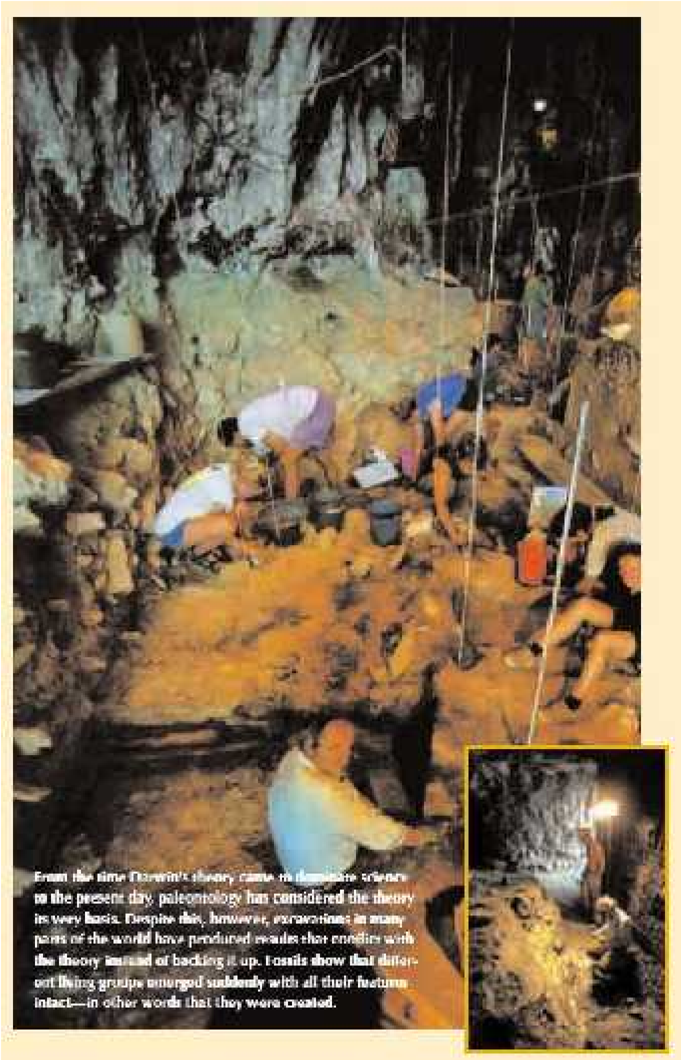

From the time Darwin's theory came to dominate science to the present day, paleontology has considered the theory its very basis. Despite this, however, excavations in many parts of the world have produced results that conflict with the theory instead of backing it up. Fossils show that different living groups emerged suddenly with all their features intact—in other words that they were created.

বিবর্তনের মতবাদ তার প্রথম পদক্ষেপেই বিধ্বস্ত হয়ে গেছে, আর এই প্রথম পদক্ষেপ হল প্রথম জীবন্ত কোষ কিভাবে উদ্ভূত হয়েছিল তার ব্যাখ্যা।

পৃথিবীর ঊষাকালের আদিম এবং অনিয়ন্ত্রিত পরিবেশে জীবনের ক্ষুদ্রতম একক তথা কোষ যে কখনোই আকস্মিকভাবে সৃষ্টি হয়নি (যেমনটি বিবর্তনবাদীরা আমাদেরকে বিশ্বাস

www.draminlibrary.com

করাতে চান) শুধু তাই নয়, বরং বিংশ শতাব্দীর সবচেয়ে উন্নত গবেষণাগারেও এটিকে সংশ্লেষণের দ্বারা উৎপন্ন করা সম্ভব হয়নি। এ্যামিনো এসিড হল প্রোটিনের গঠন-উপাদান, আর প্রোটিন হল কোষের গঠন-উপাদান। এই এ্যামিনো এসিড নিজে থেকে কোষের মধ্যকার অঙ্গ যেমন, মাইটোকনড্রিয়া, রাইবোজম, কোষীয় পর্দা কিংবা এণ্ডোপ্লাজমের জালিকা তৈরি করতে পারে না, পূর্ণ কোষের তো প্রশ্নই ওঠে না। এই কারণে, প্রথম কোষ আকস্মিকভাবে সৃষ্টি হবার দাবী অলীক কল্পনা রয়ে গেছে।

Twenty-five-million-year-old termites preserved in amber. They are indistinguishable from termites living in our time.

19

জীবন্ত কোষ এমন অনেক রহস্যে পূর্ণ যার ব্যাখ্যা এখনো পাওয়া যায়নি। বিবর্তনবাদীদের জন্য এটাই সৃষ্টি করেছে অন্যতম প্রধান জটিলতা। বিবর্তনবাদের দৃষ্টিকোণ থেকে এক

www.draminlibrary.com

মারাত্মক উভয় সংকট হল জীবন্ত কোষের নিউক্লিয়াসে অবস্থিত ডি,এন,এ। এটি ৩.৫ বিলিয়ন একক বিশিষ্ট একটি সাংকেতিক পদ্ধতি যাতে রয়েছে জীবনের সমুদয় বিবরণ। ডি,এন,এ প্রথম আবিস্কৃত হয় ১৯৪০ এর দশকের শেষে এবং ১৯৫০ এর দশকের শুরুতে এক্স-রে ক্রিস্টালোগ্রাফি ব্যবহারের মাধ্যমে। এটি এক বিরাট অণু যাতে রয়েছে চমৎকার পরিকল্পনা এবং নক্সা। নোবেল পুরস্কার জয়ী বিজ্ঞানী ফ্রান্সিস ক্রিক অনেক বছর যাবৎ আণবিক বিবর্তন মতবাদে বিশ্বাস করতেন। কিন্তু পরিশেষে এমনকি তাঁকেও স্বীকার করতে হয় যে, এ-রকম জটিল অণু আকস্মিকতার ফলে স্বতঃস্ফুর্তভাবে সৃষ্টি হতে পারে না, যেমনটি বিবর্তনবাদ দাবী করে থাকে:

"আজকের দিনে আমাদের আয়ত্বে যেসব জ্ঞান রয়েছে তার দ্বারা সমৃদ্ধ হয়ে একজন সৎ লোক কেবল এই বিবৃতি দিতে পারেন যে, কিছু অর্থে প্রাণের উৎপত্তি যেন মনে হয় অলৌকিকত্বের চেয়ে কম কিছু নয়।"[1]

তুর্কি বিবর্তনবাদী অধ্যাপক আলী ডেমিরসই এই বিষয়ের উপর বাধ্য হয়ে এই মন্তব্য করেছিলেন:

"আসলে, একটি প্রোটিন ও নিউক্লিয়িক এসিড (DNA/RNA) গঠন সম্ভাব্যতার বিচারে হিসাব-নিকাশের বাইরের ব্যাপার। তাছাড়া, একটি বিশেষ প্রোটিন শৃংখলের আবির্ভাবের সম্ভাবনা এতই কম যে, এটাকে অলৌকিক বলা যেতে পারে।"[2]

আকস্মিকভাবে প্রাণের উৎপত্তি কতটা অসম্ভব সে সম্পর্কে রসায়নের প্রফেসর এমেরিটাস হোমার জ্যাকবসন মন্তব্য করেন:
"পুনঃপ্রজননের নির্দেশনা, শক্তির জন্য গতিশীল পরিবেশ থেকে বিভিন্ন অংশ নিষ্কাশন করে নেওয়া, বৃদ্ধির ধারাবাহিকতা এবং নির্দেশনাকে বৃদ্ধিতে পরিণত করার জন্য সাড়া প্রদানকারী পদ্ধতি– সবকিছুকে একই সাথে বিদ্যমান থাকতে হয়েছিল সেই মুহূর্তে (যখন প্রাণের উৎপত্তি হয়– অনুবাদক)। ঘটনাবলীর এই সমন্বয় থেকে আকস্মিকতার উপর বিশ্বাস করা অসম্ভব মনে হয়।"[3]

জীবাশ্মের ইতিহাস বিবর্তনবাদের আরেকটি শোচনীয় পরাজয়কে তুলে ধরে। কয়েক বছরের মধ্যে যত জীবাশ্ম আবিস্কৃত হয়েছে, তার মধ্যে মধ্যবর্তী পর্যায়ের কোন জীব নেই। অথচ এটা প্রয়োজন পড়ত যদি বিবর্তনবাদের দাবী অনুযায়ী জীব ধাপে ধাপে সরল প্রজাতি থেকে জটিল প্রজাতির দিকে বিবর্তিত হত। যদি এই ধরণের জীবের অস্তিত্ব

www.draminlibrary.com

সত্যিই থাকত, তাহলে লক্ষ লক্ষ, এমনকি কোটি কোটি মধ্যবর্তী প্রাণি থাকত। আরো গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হল, এ-ধরণের জীবের দেহাবশেষ জীবাশ্ম রেকর্ডে থাকা উচিত ছিল। যদি এসব মধ্যবর্তী আকারের জীব সত্যিই কখনো বিদ্যমান থাকত, তাহলে তাদের সংখ্যা হত এমনকি আজকের দিনে আমাদের চেনা প্রজাতির সংখ্যা থেকেও বেশি। পৃথিবীর সর্বত্রই তাদের জীবাশ্মে পূর্ণ থাকত। বিবর্তনবাদীরা এসব মধ্যবর্তী পর্যায়ের জীব সন্ধান করে ফিরেছেন প্রবল আগ্রহ সহকারে। উনবিংশ শতাব্দীব্যাপী তারা জীবাশ্মের জন্য অসংখ্য অনুসন্ধান পরিচালনা করেছেন। অথচ গত ১৫০ বছরব্যাপী অতি উৎসাহী অনুসন্ধান সত্ত্বেও এ-রকম মধ্যবর্তী গঠন-কাঠামোর কোন প্রাণির সন্ধান পাওয়া যায়নি।

সংক্ষেপে বলতে গেলে, জীবাশ্ম রেকর্ড থেকে দেখা যায় যে, জীবন্ত প্রজাতি হঠাৎ করে আবির্ভূত হয়েছিল এবং তারা ছিল নিখুঁত দেহ-কাঠামোর অধিকারী। তারা বিবর্তনবাদের দাবী অনুসারে আদিম কাঠামো থেকে প্রক্রিয়াগতভাবে উন্নত হয়নি।

বিবর্তনবাদীরা কঠোর প্রয়াস পেয়েছেন তাদের তত্ত্বের সপক্ষে প্রমান খুঁজে পাবার জন্য। কিন্তু আসলে তারা নিজের হাতেই প্রমান করে দিয়েছেন, কোন বিবর্তনমূলক প্রক্রিয়া সম্ভব ছিল না। উপসংহারে বলতে হয়, আধুনিক বিজ্ঞান নিম্নোক্ত অবিসংবাদিত বাস্তবতা প্রকাশ করে দিয়েছে: **অন্ধ আকস্মিকতার ফল স্বরূপ জীবন্ত প্রাণির উদ্ভব ঘটেনি, বরং স্রষ্টা এদের সৃষ্টি করেছেন।**

২

বিবর্তনবাদের পতন কিভাবে পরিকল্পিত সৃষ্টিকে সত্যায়ন করে?

যখন আমরা প্রশ্ন করি, কিভাবে ভূ-পৃষ্ঠে প্রাণের উদ্ভব হল, তখন আমরা দুটি ভিন্ন ভিন্ন উত্তর পাই:

www.draminlibrary.com

একটা উত্তর হল, জীবের আবির্ভাব ঘটে বিবর্তনের মাধ্যমে। বিবর্তনবাদের দাবী হল, আকস্মিকতার ফলে জন্ম নেওয়া প্রথম কোষ থেকে জীবনের সূচনা হয়। কিংবা এর সূত্রপাত হয় নিজে নিজে কাঠামো গঠনের কাল্পনিক প্রাকৃতিক আইনের দ্বারা। আবার, আকস্মিকতা এবং প্রাকৃতিক আইনের ফলে এই জীবন্ত কোষ বিকশিত এবং উন্নত হতে থাকে। এটা বিভিন্ন আকার ধারণ করে ভূপৃষ্ঠে লক্ষ লক্ষ প্রজাতি অস্তিত্ব লাভ করে।

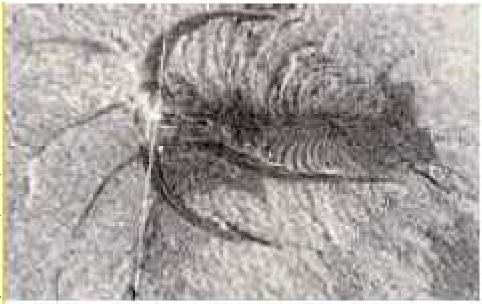

Marrella: One of the interesting fossil creatures found in the Burgess Shale, a Cambrian rock formation

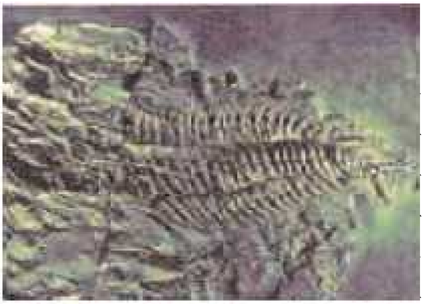

A fossil from the Cambrian Age.

প্রাণের উদ্ভব কিভাবে হল সে-ব্যাপারে এই দুটি বিকল্পের বাইরে আজ তৃতীয় কোন দাবী বা তত্ত্ব নেই। যুক্তিবিদ্যার নীতি অনুসারে, যদি কোন প্রশ্নের দুটি সম্ভাব্য উত্তরের মধ্যে একটি মিথ্যা প্রমাণেত হয়, তাহলে অন্যটি অবশ্যই সত্য হবে। এটি যুক্তিবিদ্যার অন্যতম মৌলিক নীতি; এটাকে বলা হয় বিয়োজক অনুমান (modus tollendo ponens)।

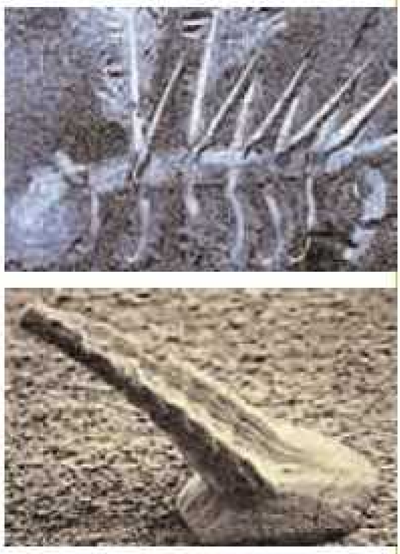

www.draminlibrary.com

অন্য কথায়, যদি এটি প্রমাণিত হয় যে, বিবর্তনবাদের দাবী অনুসারে জীবের কোন প্রজাতি ভূপৃষ্ঠে আকস্মিকভাবে বিকাশ লাভ করেনি, তাহলে সেটি সুস্পষ্ট প্রমাণ দেবে যে, তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন একজন স্রষ্টা। যে-সব বিজ্ঞানী বিবর্তনবাদ বিশ্বাস করেন, তাঁরা এ-ব্যাপারে একমত যে, তৃতীয় কোন বিকল্প নেই। এঁদের মধ্যে ডগলাস ফুটুইমা নিম্নলিখিত মন্তব্য করেন:

"জীবেরা হয় পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছে পূর্ণ বিকশিত হয়ে, কিংবা তা হয়নি। যদি তা না হয়ে থাকে, তাহলে তারা নিশ্চয় আগে থেকে অস্তিত্বমান কোন প্রজাতি থেকে রূপান্তরের প্রক্রিয়ায় বিকশিত হয়েছে। যদি তারা সত্যিই পূর্ণ বিকাশপ্রাপ্ত অবস্থায় আবিভূত হয়ে থাকে, তাহলে অবশ্যই কোন সর্বশক্তিমান ও পরম বুদ্ধিমান কোন সত্ত্বা তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন।"[4]

জীবাশ্ম রেকর্ড থেকে বিবর্তনবাদী ফুটুইমার জবাব পাওয়া যায়। জীবাশ্ম-বিজ্ঞান দেখিয়ে দিচ্ছে যে, বিভিন্ন সময়ে জীবের দল ভূ-পৃষ্টে আবির্ভূত হয়েছে আকস্মিকভাবে এবং নিখুঁত গঠন-কাঠামো সহকারে।

Many complex invertebrates such as starfish and jelly-fish emerged suddenly some 500 million years ago with no so-called evolutionary ancestor before them. In other words, they were created. They were no different from those alive today.

গত একশ' বছর বা অনুরূপ সময়কালব্যাপী পরিচালিত খনন এবং গবেষণায় প্রাপ্ত সব আবিষ্কার থেকে দেখা যাচ্ছে, বিবর্তনবাদীরা যা আশা করেছেন সে-ভাবে নয়, বরং হঠাৎ করে নিখুঁত আকারে জীবেরা অস্তিত্ব লাভ করেছে। অন্য কথায় বলতে গেলে, তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে। ব্যাকটেরিয়া, প্রোটোজোয়া, কীট, মোলাস্ক এবং অন্যান্য অমেরুদণ্ডী সামুদ্রিক জীব, আর্থ্রোপড, মাছ, উভচর, সরীসৃপ, পাখি এবং স্তন্যপায়ী– সবাই

www.draminlibrary.com

আকস্মিকভাবে উপস্থিত হয়েছে জটিল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং বিভিন্ন রকম দৈহিক অঙ্গ-তন্ত্র সহকারে (যেমন পরিপাকতন্ত্র, স্নায়ুতন্ত্র, জননতন্ত্র, রেচনতন্ত্র ইত্যাদি- অনুবাদক)। এমন কোন জীবাশ্ম নেই যা তাদের মধ্যকার তথাকথিত মধ্যবর্তী পর্যায় প্রদর্শন করে। জীবাশ্ম বিজ্ঞান সেই একই বার্তা বহন করছে, যা করছে বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখা: জীবের ক্রমবিকাশ ঘটেনি, বরং তাদের সৃষ্টি করা হয়েছে। ফলতঃ যখন বিবর্তনবাদীরা চেষ্টা করে যাচ্ছিলেন তাদের অবাস্তব তত্ত্ব প্রমান করতে, তখন তারা নিজের হাতেই পরিকল্পিত সৃষ্টির সপক্ষে প্রমান পেশ করেছেন।

One of the complex invertebrates that suddenly emerged in the Cambrian Age some 550 million years ago were the fossil trilobites above. Another feature of trilobites that poses a quandary for evolutionists is their compound eye structure. Trilobites very advanced eyes possessed a multi lens system. That system is exactly the same as that found in many creatures today, such as spiders, bees, and flies. The sudden emergence of such a complex eye structure in a creature that lived 500 million years ago is enough on its own to consign evolutionists' theories based on chance to the waste bin.

রবার্ট ক্যারল, যিনি মেরুদণ্ডী প্রাণিদের জীবাশ্মের একজন বিশেষজ্ঞ এবং নিবেদিতপ্রাণ বিবর্তনবাদী, তাঁকে স্বীকার করতে হয়েছে যে, জীবাশ্ম আবিস্কার থেকে ডারউইনের প্রত্যাশা পুরণ হয়নি:

"ডারউইনের মৃত্যুর সময়কাল থেকে শত বছরেরও বেশি সময় ব্যাপী জীবাশ্ম সংগ্রহের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও জীবাশ্ম রেকর্ড এখনো তাঁর প্রত্যাশিত অসংখ্য-অসীম মধ্যবর্তী পর্যায়ের জীবের চিত্র প্রদান করেনি।"[5]

www.draminlibrary.com

জীববিজ্ঞানীরা জীব জগতকে বিভক্ত করেছেন উদ্ভিদ, প্রাণি, ছত্রাক ইত্যাদি মৌলিক গ্রুপে। এ-গুলিকে পরে উপ-বিভক্ত করা হয় বিভিন্ন "পর্বে"। যখন এ-সব পর্বের নামকরণ করা হয়, তখন এই বাস্তবতা মনে রাখা উচিত যে, প্রত্যেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন শারীরীক কাঠামোর অধিকারী। উদাহরণ স্বরূপ আর্থ্রোপোডা (পতঙ্গ, মাকড়সা এবং অন্যান্য সন্ধিপদী প্রাণি) নিজেরাই একটি পর্ব। এই পর্বের সব প্রাণির একই মৌলিক দেহ-কাঠামো রয়েছে। কর্ডাটা নামক পর্বের অন্তর্ভূক্ত রয়েছে সেই সব প্রাণি যার রয়েছে নটোকর্ড বা সবচেয়ে সাধারণভাবে বললে, মেরুদণ্ড। সব বড় আকারের প্রাণি, যেমন মাছ, পাখি, সরীসৃপ এবং স্তন্যপায়ী প্রাণি যাদেরকে আমরা প্রতিদিন দেখে থাকি, তারা কর্ডাটার একটি উপ পর্বের অন্তর্গত যা ভার্টিব্রেট নামে পরিচিত।

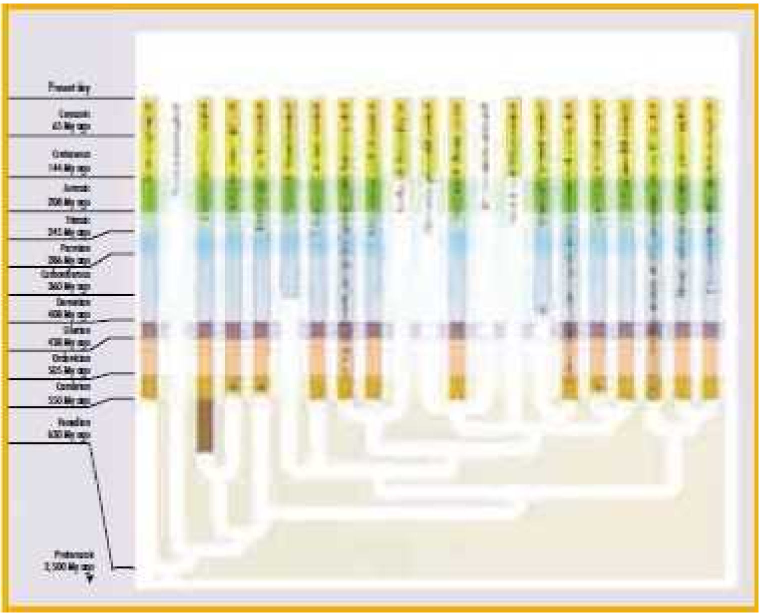

৩৫টিরও বেশি ধরণের পর্ব রয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে মোলাস্কা যার অন্তর্ভূক্ত হল কোমলদেহী প্রাণি যেমন শামুক এবং অক্টোপাশ, কিংবা নেমাটোডা, যার অন্তর্ভূক্ত হল অতি ক্ষুদ্র কীট। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, এ-সব পর্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল, এরা সম্পূর্ণ ভিন্ন শারীরীক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। একই পর্বের অন্তর্ভূক্ত জীবদেহের কাঠামো-পরিকল্পনার মধ্যে সাদৃশ্য রয়েছে; কিন্তু পর্বগুলি একটা থেকে অন্যটা একেবারেই আলাদা।

তাহলে কিভাবে এসব পার্থক্য সূচিত হল?

www.draminlibrary.com

আসুন প্রথমে আমরা ডারউইনের যুক্তিধারা খতিয়ে দেখি। আমরা জানি, ডারউইনের বিবর্তনবাদ অনুসারে জীবজগতের বিকাশ ঘটেছে একটি একক সাধারণ পূর্বপুরুষ থেকে। তারপর অতিসূক্ষ্ম ধারাবাহিক পরিবর্তনের ফলে বহু-বিচিত্র রূপ ধারণ করে। সেই ক্ষেত্রে প্রাণের প্রথম আবির্ভাব ঘটা উচিত খুবই সাদৃশ্যপূর্ণ এবং সরল আকারে। এই মতবাদ অনুসারে, জীবের মধ্যে পার্থক্য এবং ক্রমবর্ধমান জটিলতা অবশ্যই সময়ের সাথে সাথে সমান্তরালভাবে ঘটেছিল।

ডারউইনের মতানুসারে, জীবনকে হতে হবে বৃক্ষের মত যার মূল একই হলেও বিভিন্ন শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত। এই যুক্তিধারা অবিরাম গুরুত্ব পেয়েছে ডারউইনবাদীদের নানা রচনায়। এসব রচনায় "জীবন-বৃক্ষ" ধারণাকে প্রায়শঃ উল্লেখ করা হয়েছে। এই বৃক্ষ ধারণার মতে, একটি পর্বকে অবশ্যই প্রথমে উদ্ভূত হতে হবে, তারপর অন্য পর্বের আগমন ঘটবে ধীরে ধীরে খুবই দীর্ঘ সময়কাল ব্যাপী ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র পরিবর্তনের মাধ্যমে।

এটাই হল বিবর্তনবাদের দাবী। কিন্তু বাস্তবিকই কি এভাবে ঘটেছিল? নিশ্চয় না। বাস্তবতা হল সম্পূর্ণ বিপরীত, প্রাণের প্রথম আবির্ভাবের মুহূর্ত থেকেই তারা সম্পূর্ণ ভিন্ন এবং জটিল। আজকের দিনে পরিচিত সকল প্রাণি-পর্ব একই সময়ে আবির্ভূত হয়েছিল ক্যাম্ব্রিয়ান নামে পরিচিত ভূতাত্ত্বিক যুগের মাঝামাঝি। ক্যাম্ব্রিয়ান যুগ হল একটি ভৌগোলিক সময়কাল যার আনুমানিক ব্যাপ্তি ছিল ৬৫ মিলিয়ন বছর (আনুমানিক ৫৭০ মিলিয়ন থেকে ৫০৫ মিলিয়ন বছর)। কিন্তু প্রধান প্রাণি শ্রেণির আকস্মিক উদ্ভবকাল এমনকি ক্যাম্ব্রিয়ানের আরো সংক্ষিপ্ত সময়কালে ঘটেছিল যাকে প্রায়শঃ "ক্যাম্ব্রিয়ান বিস্ফোরণ" বলা হয়। স্টিফেন সি, মেইয়ার, পি, এ, নেলসন এবং পল চিহেন ব্যাপক অধ্যয়ন ও গবেষণার পরে ২০০১ সালে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে লিখেছেন: "ক্যাম্ব্রিয়ান বিস্ফোরণ সংঘটিত হয়েছিল ভৌগোলিক সময়কালের অত্যন্ত সংকীর্ণ জানালাপথে যার ব্যাপ্তি ৫ মিলিয়ন বছরের বেশি ছিল না।"[6]

তার আগে, জীবাশ্ম রেকর্ডে এক কোষী জীব এবং অতি অল্প সংখ্যক আদিম বহুকোষী জীব ছাড়া কোন কিছুর চিহ্নমাত্র নেই। ক্যাম্ব্রিয়ান বিস্ফোরণের খুব সংক্ষিপ্ত সময়কালে সব প্রাণি পর্বের আবির্ভাব ঘটেছে সম্পূর্ণ সুগঠিত আকারে এবং হঠাৎ করেই (পাঁচ মিলিয়ন বছর ভৌগোলিক বিচারে খুব সংক্ষিপ্ত সময়!)।

ক্যাম্ব্রিয়ান শিলাস্তরে একেবারে ভিন্ন ভিন্ন জীবাশ্ম পাওয়া গেছে, যেমন- শামুক, ট্রাইলোবাইট (বিলুপ্ত সন্ধিপদযুক্ত প্রাণি- অনুবাদক), স্পঞ্জ, জেলিফিশ, তারামাছ, শেলফিশ ইত্যাদি। এই স্তরে প্রাপ্ত অধিকাংশ প্রাণির জটিল দেহতন্ত্র এবং উন্নত দেহ-কাঠামো রয়েছে, যেমন– চোখ, ফুলকা, এবং সংবহনতন্ত্র। আধুনিক নমুনায় যেমনটি আছে, তখনো

www.draminlibrary.com

হুবহু তেমনটিই ছিল। এই দেহকাঠামোগুলি একই সাথে খুব উন্নত এবং একেবারেই ভিন্ন ভিন্ন।

'সায়েন্স নিউজ' নামক বিজ্ঞান সাময়িকীর নিয়মিত লেখক রিচার্ড মোনাস্টারস্কি কেম্ব্রিয়ান বিস্ফোরণ সম্পর্কে যে মন্তব্য করেন তা হল বিবর্তনবাদের জন্য মৃত্যুফাঁদ। তিনি লেখেন-
"আধা বিলিয়ন বছর আগে, . . . উল্লেখযোগ্য রকমের জটিল দেহকাঠামোবিশিষ্ট প্রাণি, আজকে যে-গুলো আমরা দেখছি, সে-গুলো সহসা আবির্ভূত হয়েছিল। এই মুহূর্তটি ছিল প্রায় ৫৫০ মিলিয়ন বছর আগে এবং পৃথিবীর কেম্ব্রিয়ান যুগের ঠিক শুরুতে। বিবর্তনবাদে এটাকে বিস্ফোরণ হিসাবে উল্লেখ করা হয়। এটা সমুদ্রকে পৃথিবীর প্রথম জটিল দেহকাঠামোধারী প্রাণিতে পূর্ণ করে দিয়েছিল।"[7]

ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং ডারউইনবাদের অন্যতম সমালোচক ফিলিপ জনসন এই জীবাশ্মবিদ্যার সত্য এবং ডারউইনবাদের পরস্পর বিরোধিতাকে তুলে ধরেছেন:
"ডারউইনের মতবাদ ক্রমশঃ বিকাশমান বৈচিত্রের এক শঙ্কু বা মোচাকৃতির ধারণা দেয় । এখানে প্রথম জীব বা প্রাণি প্রজাতি ক্রমশঃ বিরামহীনভাবে বৈচিত্র লাভ করতে থাকে এবং উন্নত পর্যায়ের শ্রেণিবিভাগ গঠন করে। প্রাণির জীবাশ্ম রেকর্ড কিন্তু এটার বিপরীত শঙ্কু বা মোচাকৃতির সাথে বেশি সামঞ্জস্যপূর্ণ, যেখানে প্রাণি-বিভাগ শুরুতে উপস্থিত এবং পরবর্তীতে ক্রমহ্রাসমান।"[8]

ফিলিপ জনসন যেমনটি উল্লেখ করেছেন, প্রাণি-শ্রেণির ধাপে ধাপে আবির্ভূত হওয়া তো দূরের কথা, তারা অস্তিত্ব লাভ করেছে হঠাৎ করে, আর তাদের কতকগুলো এমনকি পরবর্তী যুগে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন জীবের নিখুঁত দেহ-কাঠামোসহ হঠাৎ আবির্ভাব ঘটা আসলে পরিকল্পিত সৃষ্টি, যা বিবর্তনবাদী ফুটুইমাও স্বীকার করে নিয়েছেন। আমরা ইতোপূর্বে লক্ষ্য করেছি, প্রাপ্ত সকল বৈজ্ঞানিক আবিস্কার বিবর্তনবাদের দাবীকে ভুল প্রমাণিত করে এবং পরিকল্পিত সৃষ্টির সত্যকে প্রকাশ করে।

www.draminlibrary.com

৩

মানুষের পদাঙ্ক অতীতে কতদূর পর্যন্ত গেছে? এ-গুলি কেন বিবর্তনবাদকে সমর্থন করে না?

পৃথিবী-পৃষ্ঠে মানুষ কখন এসে হাজির হল– এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে আমাদেরকে জীবাশ্ম রেকর্ডের প্রতি মনোনিবেশ করতে হবে। এই রেকর্ড থেকে দেখা যাচ্ছে যে, লক্ষ লক্ষ বছর আগেও মানুষ ছিল। এ-সব আবিস্কারের মধ্যে রয়েছে কঙ্কাল ও খুলি এবং বিভিন্ন সময়কালে জীবিত ছিল এমনসব মানুষের দেহাবশেষ। মানুষের সবচেয়ে প্রাচীন চিহ্নগুলির একটি হল ১৯৭৭ সালে তাঞ্জানিয়ার লিটোলি অঞ্চলে আবিস্কৃত 'পদচিহ্ন' যা বিখ্যাত জীবাশ্ম বিজ্ঞানী মেরী লিকি আবিস্কার করেন।

এ-সব দেহাবশেষ বিজ্ঞানের জগতে বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। গবেষণা এটাই নির্দেশ করেছিল যে, এসব পদচিহ্ন ছিল ৩.৬ মিলিয়ন বছরের পুরাতন ভূ-স্তরে। এ-সব পদচিহ্ন দেখে রাসেল টাটল লিখেছিলেন:

"একটি ছোট-খাটো খালি পায়ের মানুষ (*homo sapiens*) এ-সব ছাপ ফেলে থাকতে পারে . . . যে-সব ব্যক্তি এই পদচিহ্ন ফেলেছে, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জীবের আকারগত বৈশিষ্ট্যের বিচারে তাদেরকে আধুনিক মানুষ থেকে পৃথক করা যায় না।"[9]

www.draminlibrary.com

এ-সব পদচিহ্ন কাদের ছিল নিরপেক্ষ পরীক্ষা-নিরীক্ষা তা প্রকাশ করে দেয়। বাস্তবে এসব পদচিহ্নের মধ্যে রয়েছে ১০ বছর বয়সী এক আধুনিক মানুষের ২০টি পদচিহ্নের জীবাশ্ম এবং ২৭টি পদচিহ্ন রয়েছে আরো অল্প বয়স্ক কারো। মেরী লিকির আবিস্কৃত চিহ্নগুলি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে ডন জনসন এবং টিম হোয়াইটের মত বিখ্যাত জীবাশ্ম বিজ্ঞানী এই উপসংহারে উপনীত হন। হোয়াইট এ-ভাবে তাঁর চিন্তাকে তুলে ধরেন:

1975 PORTRAYAL OF NEANDERTHALS - Geheimnisse der Urzeit, Deutsche Übersetzung, 1975

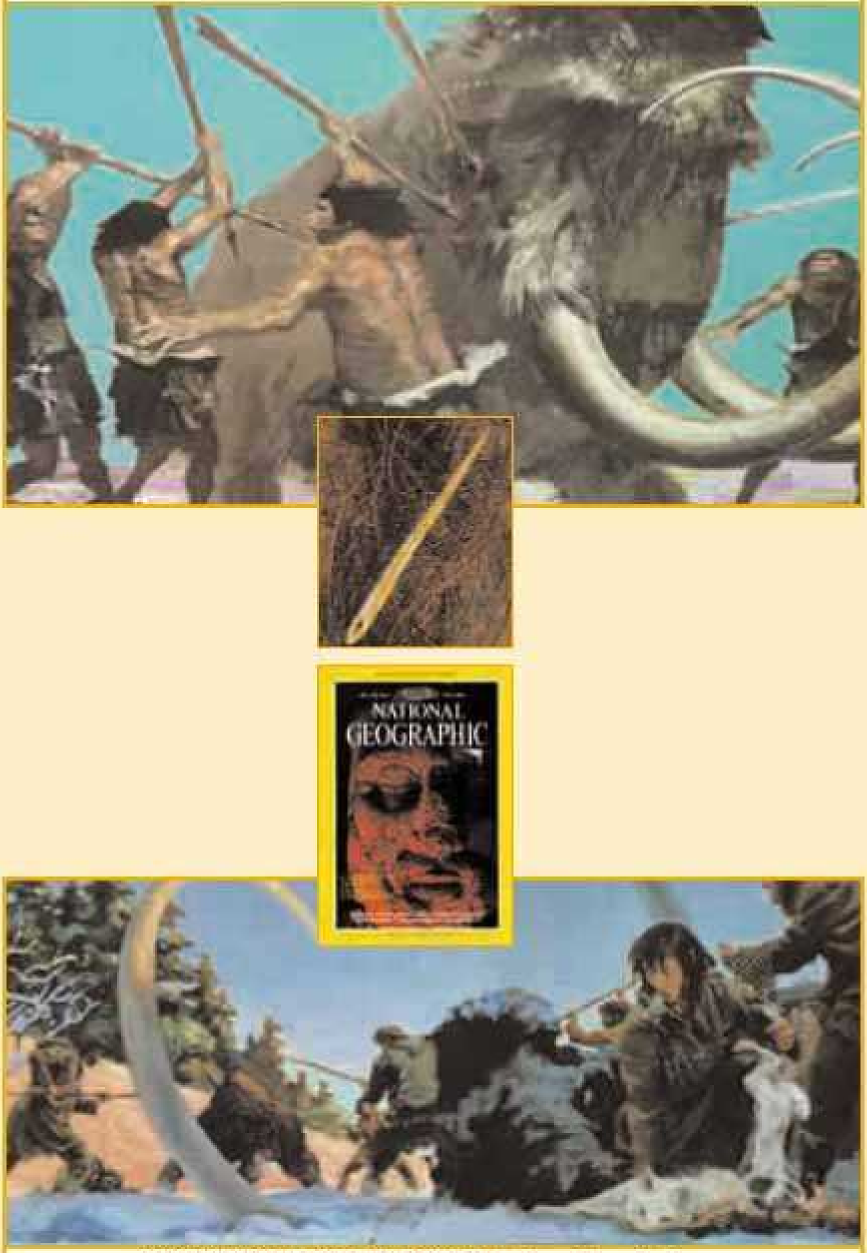

2000 PORTRAYAL OF NEANDERTHALS - National Geographic, July 2000

www.draminlibrary.com

“

এ-ব্যাপারে কোন ভুল করবেন না, . . . এ-গুলো আধুনিক মানুষের পদচিহ্নের মতই। কাউকে যদি ক্যালিফোর্ণিয়ার সৈকতে আজকে ছেড়ে দেওয়া হয়, এবং চার বছর বয়স্ক কাউকে যদি প্রশ্ন করা হয়, এটা কি, সে তৎক্ষণাৎ উত্তর দেবে, কেউ একজন সেখানে হেঁটেছে। সে সৈকতের শত শত চিহ্নের মধ্য থেকে লোকটাকে সনাক্ত করতে পারবে না, আপনিও পারবেন না।”[10]

The Gran Dolina cave in Spain, where the Atapuerca fossil, of a true human being, was found.

এ-সব পদচিহ্ন বিবর্তনবাদীদের মধ্যে এক গুরুত্বপূর্ণ বিতর্কের সূচনা করে। সেটা হল, যদি মেনে নেওয়া হয় এ-গুলো মানুষের পদচিহ্ন, তাহলে তার অর্থ এটাই দাঁড়ায় যে, বানর থেকে মানুষের ক্রমোন্নতির যে কাল্পনিক চিত্র তারা এঁকেছেন,তা আর টিকবে না। যাহোক, এই পর্যায়ে এসে বিবর্তনবাদের অন্ধবিশ্বাসগত যুক্তি আরো একবার মুখ দেখালো। অধিকাংশ বিবর্তনবাদী বিজ্ঞানী বিজ্ঞানকে পরিত্যাগ করলেন তাঁদের কুসংস্কারের খাতিরে। তাঁরা দাবী করলেন যে, লিটোলিতে প্রাপ্ত পদচিহ্নগুলি বানর আকৃতির কোন প্রাণির। এই দাবীকে সমর্থনকারী বিবর্তনবাদী রাসেল টাটল লিখেছেন:

“সংক্ষেপে বলতে গেলে, লিটোলির জি আঞ্চলে প্রাপ্ত ৩.৫ মিলিয়ন বছরের পুরাতন পদচিহ্নের বৈশিষ্ট্য খালি পায়ে চলতে অভ্যস্ত আধুনিক কালের মানুষের অনুরূপ। তাদের কোন বৈশিষ্ট্যই এই ইঙ্গিত প্রদান করে না যে, লিটোলির হোমিনিডরা দু’পায়ে চলতে আমাদের চেয়ে কম অভ্যস্ত ছিল। যদি জি পদচিহ্নগুলো অত প্রাচীন বলে জানা না থাকত, তাহলে আমরা দেখামাত্র বলে দিতাম যে, আমাদেরই প্রজাতির কারো দ্বারা এগুলো তৈরি হয়েছে। যে কোন অবস্থাতেই আমাদের উচিত এই দুর্বল অনুমান পরিত্যাগ করা যে, লিটোলির পদচিহ্নগুলো লুসি জাতীয় প্রাণি অস্ট্রালোপিথেকাস এ্যাফারেনসিস দ্বারা সৃষ্ট।”[11]

www.draminlibrary.com

মানুষের সাথে সম্পৃক্ত আরেকটি প্রাচীনতম নিদর্শন হল, পাথরের তৈরি একটি কুটীরের ধ্বংসাবশেষ যা ওলডুভাই গোর্জ অঞ্চলে আবিস্কার করেন লুইস লিকি ১৯৭০ এর দশকে। এই কুটীরের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যায় ১.৭ মিলিয়ন বছরের প্রাচীন স্তরে। এটা জানা যায় যে, এই ধরণের গৃহকাঠামো (বর্তমান কালে আফ্রিকাতে একই ধরণের কাঠামোর নমুনা লক্ষ্য করা যায়) কেবল হোমো সেপিয়েন্স বা আধুনিক মানুষের দ্বারাই নির্মিত হতে পারে। এই ধ্বংসাবশেষের গুরুত্ব হল এই যে, ঠিক সেই সময়েও মানুষের অস্তিত্ব ছিল, যে সময় বিবর্তনবাদীদের দাবী অনুযায়ী মানুষের তথাকথিত পূর্বপুরুষ বানর সদৃশ প্রাণিরা বাস করত।

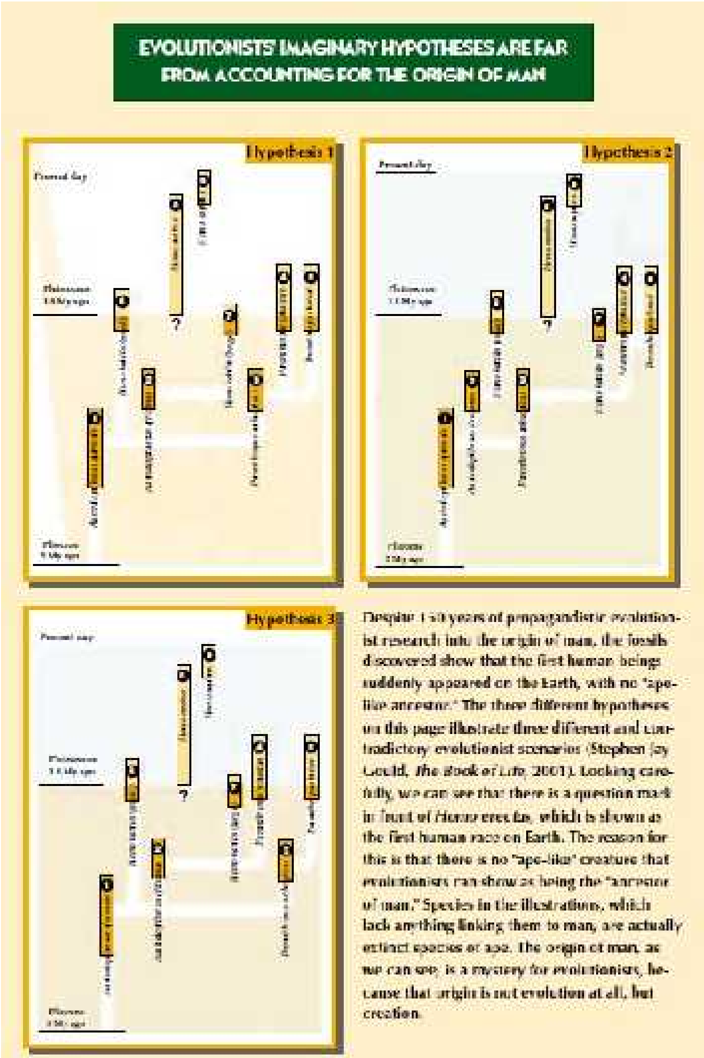

Despite 150 years of propagandistic evolutionist research into the origin of man, the fossils discovered show that the first human beings suddenly appeared on the Earth, with no "ape-like ancestor." The three different hypotheses on this page illustrate three different and contradictory evolutionist scenarios (Stephen Jay Gould, *The Book of Life*, 2001). Looking carefully, we can see that there is a question mark in front of *Homo erectus*, which is shown as the first human race on Earth. The reason for this is that there is no "ape-like" creature that evolutionists can show as being the "ancestor of man." Species in the illustrations, which lack anything linking them to man, are actually extinct species of ape. The origin of man, as we can see, is a mystery for evolutionists, because that origin is not evolution at all, but creation.

www.draminlibrary.com

একটি ২.৩ মিলিয়ন বছরের পুরাতন মানব-চোয়াল আবিস্কৃত হয়েছে ইথিওপিয়ার হাদার অঞ্চলে। এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই দৃষ্টিকোণ থেকে যে, ভূ-পৃষ্টে আধুনিক মানুষের অস্তিত্ব ছিল বিবর্তনবাদীদের প্রত্যাশার চেয়ে অনেক আগে।"[12]

অন্যতম প্রাচীন এবং সবচেয়ে নিখুঁত মানব-জীবাশ্ম হল KNM-WT 1500 যা "টার্কানা শিশু" কঙ্কাল নামে পরিচিত। এই ১.৬ মিলিয়ন বছর বয়স্ক জীবাশ্মকে বিবর্তনবাদী ডোনাল্ড জোহানসন এভাবে বর্ণনা করেছেন:
"সে ছিল লম্বা এবং হালকা-পাতলা। দেহের আকার এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গঠন আজকের দিনের ইকুয়েটরের নিকটবর্তী আফ্রিকাবাসীর অনুরূপ। অল্প বয়স্ক হওয়া সত্ত্বেও বালকটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাপ উত্তর আমেরিকার একজন শ্বেতাঙ্গ মানুষের প্রায় সমান।"[13]

এটা নিশ্চিত যে, জীবাশ্মটি ১২ বছর বয়স্ক এক বালকের যে হয়ত যৌবনে ১.৮৩ মিটার লম্বা হত। আমেরিকার জীবাশ্ম-নৃবিজ্ঞানী এ্যালান ওয়াকার বলেন যে, তাঁর সন্দেহ রয়েছে, একজন সাধারণ প্যাথলজিস্টও বলতে পারবেন জীবাশ্ম কঙ্কালটি এবং আধুনিক মানুষের পার্থক্য। "খুলি সম্পর্কে ওয়াকার লিখেছেন যে, তিনি যখন এটি দেখেন, তখন তিনি হেসেছিলেন, কারণ এটি দেখতে একেবারেই আধুনিক মানুষের মত ছিল।"[14]

মানব জীবাশ্মের মধ্যে যেটা সবচেয়ে বেশি মনযোগ আকর্ষণ করেছিল, সেটা আবিস্কৃত হয়েছিল ১৯৯৫ সালে স্পেনে। প্রশ্নে উল্লেখিত জীবাশ্মটি অনাবৃত হয়েছিল গ্যান ডোলিনা নামক এক গুহায়। মাদ্রিদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩ জন স্পেনীয় জীবাশ্ম-নৃবিজ্ঞানী স্পেনের আতা পুয়ের্কা অঞ্চলে এটা আবিস্কার করেন। জীবাশ্মটি ১১ বছর বয়স্ক এক বালকের যে দেখতে একেবারেই আধুনিক মানুষের মত, অথচ আট লক্ষ বছর আগে বালকটি মারা যায়। এই জীবাশ্মটি এমনকি জুয়ান লুই আর্সুয়াগা ফেরেরাস এর বিশ্বাসকে টলিয়ে দিয়েছিল যিনি গ্যান ডোলিনা খননে নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন। ফেরেরাস বলেন:
"আমরা আশা করেছিলাম বড় কিছু, এমন কিছু যেটা বিরাট, আদিম কিছু. . . আমাদের প্রত্যাশা ৮,০০,০০০ বছরের প্রাচীন বালক টার্কানা বালকের মত কিছু একটা। আর আমরা যা খুঁজে পেলাম তা ছিল একেবারেই আধুনিক মুখ . . . আমার কাছে এটা খুবই দর্শনীয়– এগুলো আপনাদেরকে উত্তেজিত করার মতই জিনিস। এটা হল সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত কোন কিছু খুঁজে পাওয়া। জীবাশ্ম খুঁজে পাওয়া নয়; জীবাশ্ম পাওয়াও অপ্রত্যাশিত, এতে কোন সমস্যা নেই। কিন্তু সবচেয়ে দেখার মত ব্যাপার হল, আপনি যেটাকে বর্তমান কালের সম্পদ ভাবছেন, সেটাকে অতীতে খুঁজে পাওয়া। এটা যেন অনেকটা গ্রান ডোলিনাতে টেপ রেকর্ডার খুঁজে পাওয়ার মত। এটা হবে খুবই বিস্ময়কর। আমরা আশা করি না, প্লেইস্টোসিন যুগের শুরুতে কোন ক্যাসেট বা টেপ রেকর্ডার পাওয়া যাবে। ৮,০০,০০০

www.draminlibrary.com

বছর আগে কোন আধুনিক মানুষের মুখ খুঁজে পাওয়া– একই রকম ব্যাপার। আমরা যখন এটি দেখি, তখন খুবই অবাক হয়েছিলাম।"[15]

আমরা যেমনটি দেখেছি, জীবাশ্মের আবিস্কার "মানুষের বিবর্তন"-এর দাবীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। এই দাবী কিছু প্রচার মাধ্যমে এমনভাবে উপস্থাপন করা হয় যেন এ-সব প্রমাণিত সত্য। অথচ, বাস্তবে যা বিদ্যমান রয়েছে, তা সবই কাল্পনিক মতবাদ। বস্তুত বিবর্তনবাদী বিজ্ঞানীরা এটাকে মেনে নেন এবং স্বীকার করেন যে, "মানুষের বিবর্তন"-এর দাবীতে বৈজ্ঞানিক প্রমাণের অভাব রয়েছে।

উদাহরণ স্বরূপ, "জীবাশ্ম রেকর্ডে আমরা হঠাৎ আবির্ভূত হয়েছি"– একথা বলে বিবর্তনবাদী জীবাশ্ম বিজ্ঞানী সি,এ, ভিল্লি, ই,পি, সলোমন এবং পি, ডব্লিউ ডেভিস স্বীকার করে নিচ্ছেন যে, মানুষ সহসা আবির্ভূত হয়েছে। অন্য কথায়, কোন বিবর্তনমূলক পূর্বপুরুষ থেকে সে আসেনি।[16]

মার্ক কলার্ড এবং বার্ণার্ড উড নামক দু'জন বিবর্তনবাদী স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন: "মানুষের বিবর্তনের ক্ষেত্রে বিদ্যমান শ্রেণি-বিন্যাসের যুক্তিধারা নির্ভরযোগ্য হবার কোন সম্ভাবনা নেই।"[17] এটা তাঁরা লিখেছেন ২০০০ সালে প্রকাশিত এক প্রবন্ধে।

প্রত্যেক জীবাশ্ম আবিস্কার বিবর্তনবাদীদেরকে আরো খারাপ সঙ্কটাবর্তে নামিয়ে দিচ্ছে, যদিও কিছু লঘু মানের সংবাদপত্রে এ-রূপ শিরোনাম প্রকাশিত হয় "হারানো সূত্র আবিস্কৃত হয়েছে"। ২০০১ সালে আবিস্কৃত খুলির জীবাশ্ম, যার নাম কেনিয়ানথ্রোপাস প্ল্যাটিঅপস, এ-ধরণের সর্বশেষ উদাহরণ। ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক বিবর্তনবাদী জীবাশ্ম বিজ্ঞানী ড্যানিয়েল ই লিবারম্যান বিখ্যাত বিজ্ঞান সাময়িকী নেচার-এ এক প্রবন্ধে কেনিয়ানথ্রোপাস প্ল্যাটিওপস সম্পর্কে লিখেছেন:

"মানব জাতির বিবর্তনের ইতিহাস জটিল এবং অমীমাংসিত। এখন মনে হচ্ছে, ৩.৫ মিলিয়ন বছরের পুরাতন প্রজাতি এবং গণের আবিস্কার আরো বেশি বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে দিল। . . . কেনিয়ানথ্রপাস প্লাটিওপস এর প্রকৃতি সাধারণভাবে মানব-বিবর্তন সম্পর্কে এবং বিশেষভাবে এই প্রজাতির আচরণ সম্পর্কে সব ধরণের প্রশ্ন উত্থাপন করে। উদাহরণ স্বরূপ, বড় চ্যাপ্টা মুখে সামনের দিকে বাঁকানো গালের হাঁড়, মুখে ছোট ছোট দাঁতের সারি– এরকম অস্বাভাবিক সমন্বয় কেন ঘটেছে? অন্য সব পরিচিত মানবাকার প্রজাতি যাদের মুখ বড় এবং একই রকম গালে হাড় রয়েছে, তাদের সবার দাঁত বড় বড়। আমার সন্দেহ হয় যে, প্ল্যাটিওপস এর মূখ্য ভূমিকা আগামী কয়েক বছরে হয়ে উঠবে এক ধরণের

দলীয় স্বার্থ বিরোধীর মত, মানবাকার প্রজাতিগুলির মধ্যে বিবর্তন প্রক্রিয়া নিয়ে গবেষণার বিশৃংখলাকে প্রকট করে তুলবে ।[18]

মানুষের উৎপত্তি সম্পর্কে বিবর্তনবাদের দাবীকে ছিন্ন ভিন্ন করে দেবার জন্য সাম্প্রতিকতম প্রমাণ হল, সাহেলানথ্রোপাস কাডেনসিস। এটি আবিস্কৃত হয় মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র চাদ-এ ২০০২ সালের গ্রীষ্মে। এই জীবাশ্ম ডারউইনবাদের জগতে পায়রার মাঝে বিড়াল ছেড়ে দেবার মত ঘটনা ঘটিয়েছে। বিশ্বখ্যাত সাময়িকী "নেচার" এই আবিস্কারের সংবাদ দিতে গিয়ে একটি প্রবন্ধে উল্লেখ করেছে: "নব আবিস্কৃত খুলি মানব-বিবর্তন সম্পর্কে আমাদের প্রচলিত ধারণাকে কবর দিতে পারে।"[19]

হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ডানিয়েল লিবারম্যান বলেন:"এটার (এই খুলির আবিস্কার-অনুবাদক) প্রভাব হবে একটা ছোট আণবিক বোমার মত।"[20]

এর কারণ হল, আলোচিত জীবাশ্মটি যদিও-বা ৭ মিলিয়ন বছর বয়স্ক, তবুও মানুষের সাথে এর কাঠামোগত সাদৃশ্য (বিবর্তনবাদীরা এযাবৎ এই মানদণ্ড ব্যবহার করে আসছেন) ৫ মিলিয়ন বছরের পুরাতন অস্ট্রালোপিথেকাস নর-বানরের চেয়ে বেশি, যে নর-বানরকে মানুষের আদিমতম পূর্ব পুরুষ বলা হয়ে আসছে। এ-থেকে এটাই দেখা যাচ্ছে যে, বিলুপ্ত বানর প্রজাতিগুলোর মধ্যে বিবর্তনগত যোগসূত্র প্রতিষ্ঠা অত্যন্ত ব্যক্তিনিষ্ঠ এবং পূর্বধারণামূলক মানদণ্ড তথা "মানুষের সাথে সাদৃশ্য" একেবারেই কাল্পনিক।

২০০২ সালের ১১ জুলাই "নেচার" সাময়িকীতে জন হুইটফিল্ডের একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় যার শিরোনাম "মানবগোত্রের প্রাচীনতম সদস্য আবিস্কার"। এই প্রবন্ধে তিনি আলোচিত দৃষ্টিভঙ্গীকে নিশ্চিত করেন জর্জ ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিবর্তনবাদী নৃতত্ত্ববিদ বার্ণার্ড উডের উদ্ধৃতি দিয়ে:
"যখন আমি ১৯৬৩ সালে মেডিক্যাল স্কুলে ভর্তি হই, তখন মানব বিবর্তনকে মইয়ের মত মনে হত" তিনি (বার্ণার্ড উড) বলেন, "মইটা বানর থেকে মানুষের ধাপে উঠেছে মধ্যবর্তী কিছু পর্যায়ের মধ্য দিয়ে, যাদের প্রত্যেকে পূর্ববর্তীর তুলনায় কিছুটা কম বানরাকৃতির। এখন মানব-বিবর্তন ঝোপের মত দেখায়। আমাদের কাছে মানবাকার জীবাশ্মের এক সংগ্রহশালা রয়েছে . . . তারা কিভাবে একে অপরের সাথে সম্পৃক্ত এবং তাদের কোন্টা (যদি আদৌ থেকে থাকে) মানুষের পূর্বপুরুষ তা নিয়ে এখনো বিতর্ক রয়েছে।[21]

নতুন আবিস্কৃত বানরের জীবাশ্ম সম্পর্কে অন্যতম শ্রেষ্ঠ জীবাশ্ম-নৃবিজ্ঞানী এবং "নেচার" সাময়িকীর সিনিয়র সম্পাদক হেনরী গী-এর মন্তব্য খুবই উল্লেখযোগ্য। 'দ্য গার্ডিয়ান' পত্রিকায় প্রকাশিত এক প্রবন্ধে গী জীবাশ্মটি নিয়ে সৃষ্ট বিতর্কের উল্লেখ করে লিখেছেন: "পরিণতি যা-ই হোক, খুলিটি দেখিয়ে দিচ্ছে যে, "হারানো সূত্র" এর পুরাতন ধারণা পলায়নের পথ খুঁজছে. . . এখন এটা খুব স্পষ্ট হয়ে যাওয়া উচিত যে, খোদ হারানো সূত্রের ধারণাটা (যা সব সময় নড়বড়ে ছিল) এখন একেবারেই বজায় রাখার অযোগ্য।"[22]

আমরা যেমনটি দেখলাম, ক্রমবর্ধমান আবিস্কার বিবর্তনবাদের বিপরীত ফল প্রদান করছে, এটার পক্ষে নয়। যদি এ-রকম কোন বিবর্তনমূলক প্রক্রিয়া অতীতে ঘটে থাকত, তাহলে তার অনেক চিহ্ন পাওয়া যেত, এবং প্রতিটি নতুন আবিস্কার এই মতবাদকে আরো জোরালো করত। বস্তুতঃ "The Origin of Species" গ্রন্থে ডারউইন দাবী করেন যে, বিজ্ঞানের উন্নতি ঐ পথেই ঘটবে। তাঁর দৃষ্টিতে, তাঁর মতবাদের একমাত্র সমস্যা হল জীবাশ্ম আবিস্কারের ঘাটতি। তিনি আশা প্রকাশ করেন যে, ভবিষ্যতের গবেষণায় অসংখ্য জীবাশ্ম আবিস্কৃত হবে যা তাঁর মতবাদকে সমর্থন করবে। যাহোক, পরবর্তী কালের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার আসলে ডারউইনের স্বপ্নকে সম্পূর্ণ ভেঙ্গে দিয়েছে।

মানব-সূত্রের (human-link) গুরুত্ব

মানুষ সম্পর্কিত আবিস্কারের কিছু উদাহরণ এখানে আমরা দেখেছি। এ-গুলো খুব গুরুত্বপূর্ণ সত্য প্রকাশ করে দিচ্ছে। বিশেষ করে, তারা আরো একবার দেখিয়ে দিয়েছে বিবর্তনবাদীরা বানরাকৃতির প্রাণিকে মানুষের পূর্ব পুরুষ বলে যে দাবী করে, তা কি বিরাট কাল্পনিক ব্যাপার। এই কারণে এ-সব বানর প্রজাতিগুলো মানুষের পূর্বপুরুষ হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না।

পরিশেষে বলতে হয়, জীবাশ্ম রেকর্ড আমাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছে যে, মানুষ লক্ষ লক্ষ বছর আগে অস্তিত্ব লাভ করে ঠিক তেমনি আকার -আকৃতিতে, যেমনটি সে এখন রয়েছে। সে মোটেই কোন বিবর্তনমূলক উন্নয়নের প্রক্রিয়ায় বর্তমান পর্যায়ে আসেনি। যদি বিবর্তনবাদীরা সত্যিই নিজেদেরকে বিজ্ঞানী এবং সৎ বলে দাবী করেন, তাহলে তাদের উচিত এই পর্যায়ে এসে বানর থেকে মানুষের কাল্পনিক ক্রমবিকাশের ধারণা আবর্জনার স্তুপে ছুঁড়ে ফেলা। তারা যে এই বানোয়াট গোত্র-বৃক্ষ (family tree) পরিত্যাগ করছেন না– সেটাই প্রকাশ করে দিচ্ছে যে, বিবর্তনবাদ কোন মতবাদ নয় যা বিজ্ঞানের নামে রক্ষা করে যাওয়া হচ্ছে। বরং এটা এক অন্ধবিশ্বাস যা তারা বৈজ্ঞানিক সত্যের মোকাবেলায় বাঁচিয়ে রাখার সংগ্রাম করে যাচ্ছেন।

www.draminlibrary.com

www.draminlibrary.com

৪

বিবর্তনবাদ কেন "জীব বিজ্ঞানের ভিত্তি" নয়?

বিবর্তনবাদীরা যে মিথ্যা দাবী বার বার পেশ করে তা হল এই যে, বিবর্তনবাদই জীব-বিজ্ঞানের ভিত্তি। যারা এই দাবী পেশ করেন, তারা এই ধারণা দেন যে, বিবর্তনের এই মতবাদ ছাড়া জীব বিজ্ঞানের বিকাশ ঘটত না, এমনকি অস্তিত্বও থাকত না। এই দাবী উদ্ভুত হয়েছে হতাশাজাত বক্তৃতাবাজি থেকে। তুর্কি বিজ্ঞানের জগতে অন্যতম প্রধান এক নাম দার্শনিক অধ্যাপক আর্দা ডেঙ্কেল; এই বিষয়ের উপর তিনি নিম্নিলিখিত মন্তব্য করেন:

"দৃষ্টান্ত স্বরূপ, এই ধারণা দেওয়া একেবারেই ভুল যে, বিবর্তনবাদকে প্রত্যাখ্যান করা মানেই জীব বিজ্ঞান এবং ভূ-তত্ত্বকে প্রত্যাখ্যান করা, পদার্থ বিজ্ঞান এবং রসায়নের আবিস্কারকে প্রত্যাখ্যান করা। কারণ, এরকম সিদ্ধান্তে আসার জন্য রসায়ন, পদার্থ বিজ্ঞান, ভূ-তত্ত্ব এবং জীববিজ্ঞানের আবিস্কার স্পর্কিত কিছু প্রস্তাবনা প্রয়োজন যা বিবর্তনবাদের ইঙ্গিত প্রদান করে। অথচ বাস্তবে কোন আবিস্কার এই মতবাদের প্রতি কোন ইঙ্গিত প্রদান করে না। অতএব, এটা প্রমাণিত হয় না।"[23]

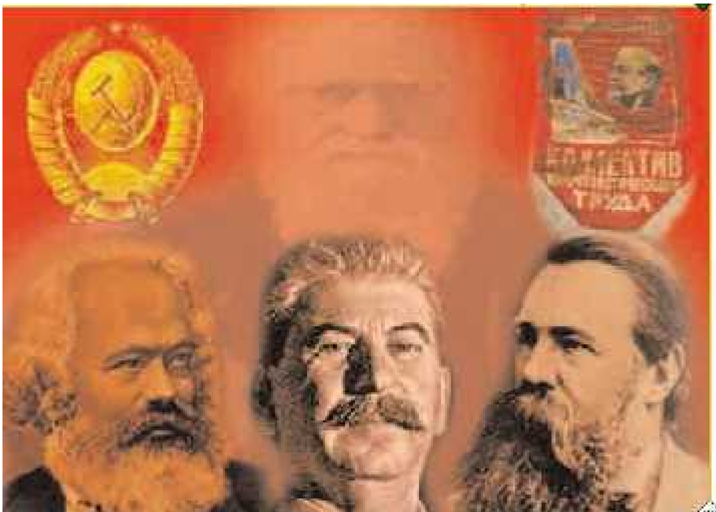

During Stalin's rule in the Soviet Union, all scientific research had to conform to Marx and Engels' "dialectical materialism." Those who portray Darwinism as being the basis of biology have the same dogmatic mentality.

www.draminlibrary.com

এটা উপলব্ধি করার জন্য বিজ্ঞানের ইতিহাস লক্ষ্য করাটাই যথেষ্ট। "বিবর্তনবাদ হল জীববিজ্ঞানের মূল"– এই দাবী কতই না অকেজো এবং অযৌক্তিক! যদি এই দাবী সত্য হত, তাহলে সেটার অর্থ এই দাঁড়াত যে, বিবর্তনবাদের উদ্ভবের আগে পৃথিবীতে জীববিজ্ঞানের কোন বিকাশ ঘটেনি এবং এই মতবাদের পরেই সব কিছু আবিস্কৃত হয়েছে। অথচ জীববিজ্ঞানের অনেক শাখা, যেমন এ্যানাটমি, ফিজিওলজি এবং জীবাশ্ম-বিজ্ঞানের জন্ম এবং বিকাশ ঘটেছে বিবর্তনবাদের আগেই। পক্ষান্তরে, বিবর্তনবাদ হল এক যুক্তিধারা যার জন্ম হয়েছে এই সব বিজ্ঞানের পরে। বিবর্তনবাদীরা জোরপূর্বক এটাকে বিজ্ঞানের উপর চাপিয়ে দেবার চেষ্টা করছেন।

বিবর্তনবাদীরা এই একই রকম পন্থা প্রয়োগ করেছিল স্ট্যালিনের সময়ে সোভিয়েত ইউনিয়নে। সেই সময়, সোভিয়েত ইউনিয়নের সরকারি মতাদর্শ কমিউনিজম মনে করত, দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের দর্শন হল সকল বিজ্ঞানের ভিত্তি। স্ট্যালিনের নির্দেশ ছিল যে, সকল বৈজ্ঞানিক গবেষণা দ্বান্দিক বস্তুবাদ মেনেই করতে হবে। এই ভাবে, জীববিজ্ঞান, রসায়ন, পদার্থ বিজ্ঞান, ইতিহাস, রাজনীতি এমনকি কলা শাখার পুস্তকাদির শুরুতে এমন পর্ব থাকত, যার ফলে ঐসব বিজ্ঞানকে দ্বান্দিক বস্তুবাদ এবং মার্কস, এঙ্গেলস ও লেলিনের দৃষ্টিভঙ্গীর উপর ভিত্তিশীল করা হয়েছিল।

যাহোক, সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পরে এই বাধ্যবাধকতা উঠিয়ে নেওয়া হয় এবং পুস্তকাদি সাধারণ প্রযুক্তি ও বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থে পরিণত হয় এবং তথ্যগুলি যথার্থ থাকে। দ্বান্দিক বস্তুবাদের মত অর্থহীন বিষয় পরিত্যাগ করাতে বিজ্ঞানের জগতে অন্ধকারের ছায়া নামেনি, বরং এটার উপর থেকে চাপ ও বাধ্যবাধকতা অপসারিত হয়েছে।

আমাদের যুগে বিজ্ঞানকে বিবর্তনবাদের সাথে বেঁধে রাখার কোন যুক্তি নেই। বিজ্ঞানের ভিত্তি হল পর্যবেক্ষণ এবং পরীক্ষণ। পক্ষান্তরে, বিবর্তনবাদ হল পর্যবেক্ষণ না করা অতীত নিয়ে এক যুক্তিধারা। তাছাড়া, এই মতবাদের দাবী এবং প্রস্তাবনা বিজ্ঞান এবং যুক্তি-বিধি দ্বারা ভুল প্রমাণিত হয়েছে। বিজ্ঞান নিঃসন্দেহে কোন ক্ষতির সম্মুখীন হবে না যখন এই যুক্তিধারা পরিত্যাগ করা হবে। আমেরিকান জীববিজ্ঞানী জি, ডব্লিউ হারপার এই বিষয়ের উপর যা বলেছেন তা হল:

"এটা সচরাচর দাবী করা হয় যে, ডারউইনবাদ আধুনিক জীববিজ্ঞানের প্রাণ। বাস্তবতা ঠিক বিপরীত; যদি ডারউইনবাদের সব তথ্য সহসা উধাও হয়ে যায়, তাহলে জীববিজ্ঞান বাস্তবিকই অপরিবর্তিত থেকে যাবে. . .।"[24]

আসলে, একেবারে বিপরীতক্রমে, বিজ্ঞান আরো দ্রুতগতিতে এবং সবলভাবে অগ্রসর হবে যখন এটা গোঁড়ামিপূর্ণ চিন্তা, কুসংস্কার, অর্থহীন এবং বানোয়াট বিষয়ের মতবাদ থেকে মুক্ত হবে।

www.draminlibrary.com

৫

বিভিন্ন নর-গোষ্ঠীর অস্তিত্ব কেন বিবর্তনবাদের পক্ষে যুক্তি নয়?

কিছু বিবর্তনবাদী বিভিন্ন প্রজাতির প্রাণির অস্তিত্বকে বিবর্তনবাদের প্রমাণ হিসাবে পেশ করার চেষ্টা করেন। আসলে এই দাবী তুলনামূলকভাবে বেশি ব্যবহার করেন নবীন বিবর্তনবাদীরা। কারণ, তারা যে মতবাদকে রক্ষা করতে চাচ্ছেন, সে বিষয়ে প্রয়োজনের তুলনায় কম জ্ঞান রাখেন।

যারা এই দাবী রক্ষা করতে চান, তাদের প্রস্তাবিত মতবাদের ভিত্তি হল, "ঐশী উৎসের বক্তব্য অনুসারে যদি প্রাণের সূত্রপাত হয় একজন পুরুষ এবং একজন নারী থেকে, তাহলে বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীর মানুষের উদ্ভব কিভাবে ঘটতে পারল?" কথাটা এভাবেও বলা হয়, "যেহেতু আদম ও হাওয়ার উচ্চতা, গায়ের রঙ এবং অন্যান্য বৈশিষ্ট্য ছিল কেবল দু'জন মানুষের, তাহলে কিভাবে সম্পূর্ণ ভিন্ন বৈশিষ্ট্যের জাতি গোষ্ঠীর উদ্ভব হল?"

আসলে, এসব প্রশ্ন বা আপত্তির ক্ষেত্রে যে সমস্যা লুকিয়ে আছে তা হল বংশগতি বিদ্যার সূত্রগুলি সম্পর্কে অপর্যাপ্ত জ্ঞান, কিংবা সে-গুলি গ্রাহ্য না করা। আজকের বিশ্বে বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীর মধ্যে যে পার্থক্য, তার কারণ উপলব্ধি করার জন্য "বিভিন্নতা" বিষয়ক কিছু ধারণা থাকা প্রয়োজন যা এই প্রশ্নের সাথে ঘনিষ্টভাবে সম্পৃক্ত।

বিভিন্নতা বংশগতি বিদ্যায় ব্যবহৃত এক পরিভাষা যা এক জিনগত ঘটনাকে নির্দেশ করে এবং কোন প্রজাতির অন্তর্ভূক্ত সদস্য বা দলকে ভিন্ন ধরণের বৈশিষ্ট্যের অধিকারী করে। এই বিভিন্নতার উৎস হল জিনগত তথ্য যা সেই প্রজাতির অন্তর্গত প্রতিটি সদস্যের মধ্যে বিদ্যমান থাকে। ঐ সদস্যদের মধ্যে প্রজননের ফলে সেই জিনগত তথ্য পরবর্তী প্রজন্মে এসে ভিন্নভাবে সমন্বিত হয়। মাতা এবং পিতার ক্রোমোজমের মধ্যে জিনগত উপাদানের

www.draminlibrary.com

বিনিময় হয়। এভাবে জিনগুলি একে অন্যের সাথে মিশ্রিত হয়। এরই ফল বহু-বিচিত্র বৈশিষ্ট্যের ব্যক্তির উদ্ভব।

মানব জাতি-গোষ্ঠীগুলির মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন শারীরীক বৈশিষ্ট্যের কারণ হল মানব জাতির আভ্যন্তরীন ভিন্নতা। ভূ-পৃষ্ঠের সব মানুষই মূলত একই জিনগত তথ্য বহন করে। তবুও কারো চোখ ট্যারা, কারো চুল লাল, কারো নাক লম্বা, আবার কারো দেহাকৃতি খাটো– সবকিছু নির্ভর করে এই জিনগত তথ্যের বিভিন্নতার সম্ভাবনার উপরে।

বিভিন্নতার সম্ভবনা বোঝার জন্য আসুন আমরা একটি সমাজের কথা বিবেচনা করি যেখানে বাদামী চুলের বাদামী চোখ বিশিষ্ট মানুষের সংখ্যা ফর্সা ত্বকের নীল চোখ বিশিষ্ট মানুষের তুলনায় বেশি। এই দুই প্রকার মানুষের মধ্যে বিবাহ এবং সংমিশ্রণের ফলে নতুন প্রজন্মের আগমণ ঘটবে, যাদের হয়ত চুল বাদামী হবে অথচ চোখ হবে নীল। অন্য কথায়, উভয় দলের শারীরীক বৈশিষ্ট্য একত্র হবে পরবর্তী প্রজন্মে এবং নতুন চেহারার জন্ম দেবে। একইভাবে মিশ্রিত অন্যান্য শারীরীক বৈশিষ্ট্যের কথা কল্পনা করলে এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, বিপুল বৈচিত্রের আবির্ভাব ঘটবে।

এখানে যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি অবশ্যই বুঝে নিতে হবে, তা হল: দু'টি জিন আছে যা প্রত্যেক শারীরীক বৈশিষ্ট্যের উপর আধিপত্য করে। একটি অপরটির চেয়ে প্রবল হতে পারে, কিংবা তারা উভয়েই সমমাত্রায় কোন বিষয়কে প্রভাবিত করতে পারে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, দুইটা জিন একজন ব্যক্তির চোখের রঙ নির্ধারণ করে। একটি আসে মাতা থেকে, অপরটি পিতা থেকে। যে জিনটা প্রবল, সেটা দ্বারা নির্ধারিত হবে সন্তানের চোখের রঙ। সাধারণভাবে বলতে গেলে, গাঢ় বর্ণ হালকার উপরে প্রবল হয়। এভাবে যদি কোন ব্যক্তির মধ্যে বাদামী এবং সবুজ চোখের জিন থাকে, তাহলে তার চোখের রঙ হবে বাদামী, কারণ, বাদামী চোখের জিন হল প্রবল। যাহোক, দমিত সবুজ রঙ কয়েক প্রজন্ম পর্যন্ত বাহিত হবে এবং পরবর্তীতে কোন এক সময় আত্মপ্রকাশ করবে। অন্য কথায়, বাদামী চোখ বিশিষ্ট মাতা-পিতা সবুজ চোখ বিশিষ্ট সন্তান জন্ম দিতে পারে। কারণ, সেই রঙের জিন মাতা ও পিতা উভয়ের মধ্যে প্রচ্ছন্ন ছিল।

www.draminlibrary.com

এই সূত্র অন্য সব শারীরীক বৈশিষ্ট্য এবং যে-সব জিন তা নিয়ন্ত্রণ করে তার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। শত শত এমনকি হাজার হাজার শারীরীক বৈশিষ্ট্য, যেমন কান, নাক, মুখের আকৃতি, উচ্চতা, হাড়ের কাঠামো, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কাঠামো, আকার এবং বৈশিষ্ট্য– সবকিছু একইভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়। এই ব্যবস্থাপনাকে ধন্যবাদ, জিন-কাঠামোর অসংখ্য তথ্য বাহ্যিকভাবে দৃশ্যমান না হয়েই প্রজন্মের পর প্রজন্ম স্থানান্তরিত হতে পারে। প্রথম মানব-মানবী আদম এবং হাওয়া এই বিপুল তথ্য-ভাণ্ডার পরবর্তী প্রজন্মসমূহে স্থানান্তর করতে সক্ষম হয়েছিলেন, যদিও এর অতি সামান্য অংশই তাঁর শারীরীক গঠনে প্রতিফলিত হয়েছিল। মানবেতিহাসে যে ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতা ঘটেছিল, তা এমন পরিবেশ তৈরি করেছিল যেখানে বিভিন্ন শারীরীক বৈশিষ্ট্য বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের মধ্যে একত্র হয়েছিল। দীর্ঘ সময়কাল ব্যাপী এটা মানুষকে দলবদ্ধ করেছিল হাড়ের কাঠামো, ত্বকের রঙ, উচ্চতা এবং মাথার খুলির আকারের ভিত্তিতে। ঘটনাক্রমে এটাই বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর জন্ম দেয়।

যাহোক, এই দীর্ঘ সময়কাল একটা জিনিসের অবশ্যই কোন পরিবর্তন করতে পারেনি। তাদের উচ্চতা, ত্বকের রঙ বা মাথার খুখি যেমনই হোক, সব জাতি-গোষ্ঠীই মানব শ্রেণির অন্তর্গত।

৬

মানুষ এবং নর-বানরের জিনোম শতকরা ৯৯ ভাগ সাদৃশ্যপূর্ণ– এই দাবী কেন বিবর্তনবাদকে অসত্য প্রমাণ করে?

বিবর্তনবাদের অনেক লেখাতে মাঝে মাঝে এই দাবী লক্ষ্য করা যায় যে, মানুষ এবং বানরের মধ্যে শতকরা ৯৯ ভাগ জিনগত তথ্যের সাদৃশ্য রয়েছে এবং এটা বিবর্তনবাদের প্রমাণ। এই বিবর্তনবাদী দাবী বিশেষভাবে শিম্পাঞ্জীর উপর আলোকপাত করে, এবং বলে যে, এই বানর হল মানুষের সবচেয়ে নিকটাত্মীয়। অথচ, এটা হল বিবর্তনবাদীদের উপস্থাপিত মিথ্যা প্রমাণ। তারা এই বিষয়ের উপর সাধারণ মানুষের সীমিত জ্ঞানের সুযোগ গ্রহন করে।

www.draminlibrary.com

৯৯% সাদৃশ্যের দাবী হল বিভ্রান্তিকর প্রচারণা। বেশ দীর্ঘকাল ব্যপী বিবর্তনবাদীরা সমবেতভাবে অসত্য প্রচারণা চালিয়ে আসছে যে, মানুষ ও শিম্পাঞ্জীর মধ্যে খুব কম জিনগত পার্থক্য রয়েছে। বিবর্তনবাদী সাহিত্যের প্রত্যেকটিতে আপনি এধরণের বাক্য দেখতে পাবেন: "শিম্পাঞ্জীদের সাথে আমাদের অভিন্নতা ৯৯%", কিংবা "কেবল ১% ডি,এন,এ আমাদেরকে মানুষ বানিয়েছে"। অথচ, মানুষ ও শিম্পের জিনগত বৈশিষ্টের মধ্যে কোন সিদ্ধান্তকর তুলনা করা হয়নি। ডারউইনের আদর্শ তাদেরকে এই ধারণা করতে উদ্বুদ্ধ করেছে যে, এই দুই প্রজাতির মধ্যে খুব সামান্য পার্থক্য রয়েছে।

২০০২ সালের অক্টোবরে প্রকাশিত এক গবেষণায় দেখা যায় যে, অন্য অনেক প্রচারণার মত এই বিষয়ে বিবর্তনবাদীদের প্রচারণা সম্পূর্ণ মিথ্যা। মানুষ এবং শিম্প ৯৯% সাদৃশ্যপূর্ণ নয় যেমনটি বিবর্তনবাদী রূপকথা দাবী করে চলেছে। জিনগত সাদৃশ্য পাওয়া গেছে ৯৫% এরও কম। CNN.com পরিবেশিত এক সংবাদ বিশ্লেষণে বলা হয়েছে-
"জীববিজ্ঞানীগণ দীর্ঘকাল এই মত পোষণ করে আসছেন যে, মানুষ ও শিম্পের জিন ৯৮.৫% অভিন্ন। কিন্তু ক্যালিফোর্ণিয়া ইন্সটিটিউট অব টেকনোলজির একজন জীববিজ্ঞানী রয় ব্রিটেন এই সপ্তায় প্রকাশিত এক গবেষণায় বলেন যে, জিনের মধ্যে তুলনা করার এক নতুন পদ্ধতি থেকে দেখা যায় যে, মানুষ ও শিম্পের মধ্যে জিনগত সাদৃশ্য মাত্র ৯৫% এর কাছাকাছি।
ব্রিটেন এটার ভিত্ত হিসাবে নিয়েছেন একটি কম্পিউটার প্রোগ্রাম। এটার সাহায্যে মানব ডি,এন, এ হেলিক্সও ৩ বিলিয়ন মৌলিক জোড়ার মধ্যে ৭,৮০,০০০ এর সাথে শিম্পের তুলনা করেন। তিনি পূর্ববর্তী গবেষণার চেয়ে অনেক বেশি সমন্বয়হীনতা লক্ষ্য করেন এবং এই উপসংহার টানেন যে, অন্ততঃ ৩.৯% ডি,এন,এ ভিত্তি ছিল ভিন্ন। এই ব্যাপারটি তাঁকে এই উপসংহারে পৌঁছে দেয় যে, এই দুই প্রজাতির মধ্যে মৌলিক জিনগত পার্থক্য রয়েছে প্রায় ৫%।[25]

www.draminlibrary.com

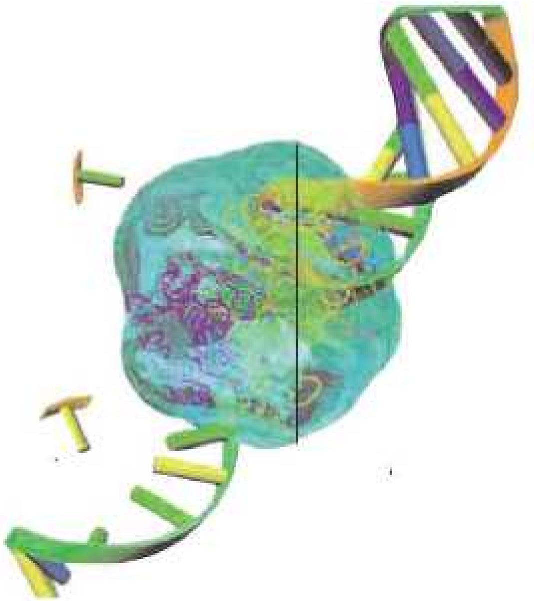

'নিউ সায়েন্টিস্ট' একটি প্রথম সারির বিজ্ঞান সাময়িকী এবং ডারউইনবাদের জোরালো সমর্থক। এই একই বিয়য়ের উপর এই সাময়িকীতে একটি প্রতিবেদন পেশ করে যার শিরোনাম ছিল "মানব-শিম্প ডি,এন,এ এর পার্থক্য তিন গুন হয়েছে":

"মানুষ এবং শিম্পাঞ্জীর মধ্যকার নতুন তুলনা অনুসারে আমরা মানুষেরা আগে যেমনটি ধারণা করা হত তার চেয়ে অনেক বেশি পৃথক এবং অনন্য। দীর্ঘকাল যাবৎ এটা মনে করা হচ্ছে যে, আমাদের নিকটতম আত্মীয়ের সাথে ৯৮.৫% জিনগত উপাদানের সাদৃশ্য রয়েছে। এখন সেটা ভুল বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। আসলে জিনগত উপাদানের সাদৃশ্য ৯৫% এর চেয়েও কম। এটা আমাদের এবং শিম্পদের মধ্যকার পার্থক্যকে তিনগুণ বৃদ্ধি করেছে।[26]

জীব বিজ্ঞানী রয় ব্রিটেন এবং অন্যান্য বিবর্তনবাদীরা এখনো এই ফলাফলকে বিবর্তনবাদের আলোকে মূল্যায়ন করে যাচ্ছেন, কিন্তু আসলে তেমনটি করার কোন বৈজ্ঞানিক কারণ নেই। বিবর্তনবাদ না জীবাশ্ম রেকর্ডের সমর্থন পেয়েছে, না জিনগত ও প্রাণরসায়নের তথ্যাবলীর সমর্থন পেয়েছে। পক্ষান্তরে, এই প্রমান পাওয়া যাচ্ছে যে, ভূ-পৃষ্ঠে বিভিন্ন প্রাণি সম্পূর্ণ হঠাৎ করে আবির্ভূত হয়েছে কোন বিবর্তনমূলক পূর্ব পুরুষ ছাড়াই। তাছাড়া, তাদের জটিল অঙ্গ-তন্ত্র এক "সুবিজ্ঞ পরিকল্পনা" এর অস্তিত্ব প্রমান করে।

মানুষের ডি,এন,এর সাথে কীট, মশা এবং মুরগি-শাবকেরও সাদৃশ্য রয়েছে! তাছাড়া, উল্লেখিত মৌলিক প্রোটিনগুলি হল সাধারণ সতেজ অণু যা কেবল শিম্পাঞ্জীর মধ্যেই বর্তমান নয়, বরং অনেক অসংখ্য ভিন্ন ভিন্ন জীবের মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে। এসব সমুদয় প্রজাতির মধ্যে প্রোটিনের কাঠামো মানুষের মধ্যে বিদ্যমান প্রোটিনের সাথে খুবই সাদৃশ্যপূর্ণ।

উদাহরণ স্বরূপ, 'নিউ সায়েন্টিস্ট' এ প্রকাশিত জিনগত বিশ্লেষণ থেকে দেখা যাচ্ছে, **গোল কৃমির সাথে মানুষের ৭৫% জিনগত সাদৃশ্য রয়েছে। এটার অর্থ নিশ্চয় এই নয় যে, মানুষ ও এই কীটের মধ্যে মাত্র ২৫% পার্থক্য রয়েছে!**[27]

পক্ষান্তরে, প্রচার মাধ্যমে আসা অন্য আরেকটি আবিস্কার থেকে বর্ণনা করা হয়েছে যে, ড্রসোফিলা জেনাস এর অন্তর্ভূক্ত ফলের পতঙ্গের সাথে মানুষের জিনগত সাদৃশ্য ৬০%।[28]

যখন মানুষ ছাড়া অন্যান্য প্রাণি নিয়ে গবেষণা করা হয়, তখন এটা মনে হয় যে, বিবর্তনবাদীরা যেমনটি দাবী করেন তেমন কোন আণবিক সম্পর্ক নেই।[29] এই বাস্তবতা এটাই স্পষ্ট করে দেয় যে, সাদৃশ্যের ধারণা বিবর্তনের পক্ষে কোন প্রমান নয়।

সাদৃশ্যের কারণ হল 'সাধারণ নক্সা বা পরিকল্পনা'

মানব দেহের জন্য এটা খুবই স্বাভাবিক যে, অন্যান্য প্রাণির সাথে তার কিছু আণবিক সাদৃশ্য থাকবে। কারণ, তারা সবাই একই অণু দিয়ে গঠিত, তারা সবাই একই পানি এবং বায়ুমণ্ডল ব্যবহার করে, তারা এমন খাবার গ্রহণ করে, যা অণুতে গঠিত। নিঃসন্দেহে, তাদের বিপাক-ক্রিয়া এবং তজ্জনিত জিনগত কাঠামো একের সাথে অপরের সাদৃশ্যপূর্ণ হবে। তবে এটা থেকে প্রমাণ হয় না যে, তারা সাধারণ পূর্ব পুরুষ থেকে বিবর্তিত হয়েছে।

এই 'একই রকম উপাদান' বিবর্তনের ফল নয়, বরং 'সাধারণ নক্সা'র ফল, অর্থাৎ একই পরিকল্পনার সাহায্যে সৃষ্টি হবার ফল।

একটি উদাহরণের সাহায্যে এই ব্যাপারটি ব্যাখ্যা করা সম্ভব: পৃথিবীর যাবতীয় নির্মাণ-কাজ সমাধা করা হয় একই রকমের উপাদান (ইট, লোহা, সিমেন্ট) দিয়ে। এর অর্থ এটা নয় যে, এই দালানগুলি একটি থেকে আরেকটি 'বিবর্তিত হয়েছে'। তাদেরকে পৃথক পৃথকভাবে নির্মাণ করা হয়েছে একই উপাদান দিয়ে। একই কথা প্রাণিদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। অবশ্য প্রাণিদেহের কাঠামোগত জটিলতার সাথে সেতুর তুলনা করা যেতে পারে না।

www.draminlibrary.com

জীবনের উৎপত্তি অসচেতন কাকতালীয় ঘটনার ফল হিসাবে হয়নি, যেমনটি বিবর্তনবাদীরা দাবী করেন। বরং সর্বশক্তিমান, অসীম জ্ঞান ও প্রজ্ঞার অধিকারী আল্লাহ্‌র সৃষ্টির ফল হিসাবে হয়েছে।

৭

ডাইনোসর বির্তিত হয়ে পাখি হয়েছে– এই দাবী কেন অবৈজ্ঞানিক মিথ?

রূপকথার গল্পে যেমন অসম্ভব সব ঘটনার উল্লেখ থাকে, বিবর্তনবাদ হল তেমনি এক রূপকথা। এই গল্পে পাখির এক বিশেষ স্থান রয়েছে। অন্যসব প্রাণি থেকে পাখির এক শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে– তার ডানা। ডানার কাঠামোগত বিস্ময় ছাড়াও, এগুলির কাজও বিস্ময় উদ্রেক করে। এই বিস্ময়ের মাত্রা এতটাই যে, মানুষ ওড়ার বিষয়টি নিয়ে চিন্তামগ্ন থেকেছে হাজারো বছর, এবং হাজারো বিজ্ঞানী এবং গবেষক পাখির উড্ডয়নকে অনুকরণ করার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। অল্প কিছু প্রাচীন প্রয়াশের কথা বাদ দিলে মানুষ উড়তে পারার মত যন্ত্র আবিস্কার করতে সক্ষম হয়েছে বিংশ শতাব্দীতে এসে। পাখি এমন কিছু করে আসছে যা মানুষ করতে চেষ্টা করেছে শত শত বছরের অর্জিত প্রযুক্তি জ্ঞানের সাহায্যে, যদিও মানুষের অস্তিত্বকাল লক্ষ লক্ষ বছর। তাছাড়া, একটি অল্প বয়স্ক পাখি এই দক্ষতা অর্জন করতে পারে মাত্র অল্প কয়েক বারের প্রচেষ্টার পরেই। তাদের অনেক বৈশিষ্ট্য এতই ত্রুটিহীন যে, সর্বাধুনিক প্রযুক্তি দিয়ে তৈরি কোন পণ্যও তাদের সাথে তুলনার যোগ্য নয়।

বিবর্তনবাদ কুসংস্কারাচ্ছন্ন মন্তব্যের উপরে ভিত্তিশীল এবং তার উদ্দেশ্য হল সত্যকে দিকভ্রান্ত করে জীবনের উৎপত্তি ও তার বৈচিত্রের কারণ দর্শানো। যখন এটা পাখির মত প্রাণির প্রসঙ্গে আসে, তখন বিজ্ঞানকে সম্পূর্ণ স্তব্ধ করে দেওয়া হয় এবং সেই স্থান দখল

www.draminlibrary.com

করে বিবর্তনবাদীদের অতি কাল্পনিক গল্প। এর কারণ হল সেই সব প্রাণি যাদেরকে বিবর্তনবাদীরা পাখির পূর্বপুরুষ বলে দাবী করে। বিবর্তনবাদের দাবী, পাখির পূর্বপুরুষ হল সরীসৃপ শ্রেণির অন্তর্গত ডাইনোসর নামক প্রাণি। এ-রকম দাবী দুটি প্রশ্নের জন্ম দেয় যার উত্তর জানা প্রয়োজন। প্রথম প্রশ্ন হল, "ডাইনোসরের ডানা গজালো কিভাবে?" দ্বিতীয়টি হল, "জীবাশ্ম রেকর্ডে (ডানা) বিকাশ পর্যায়ের কোন চিহ্ন নেই কেন?"

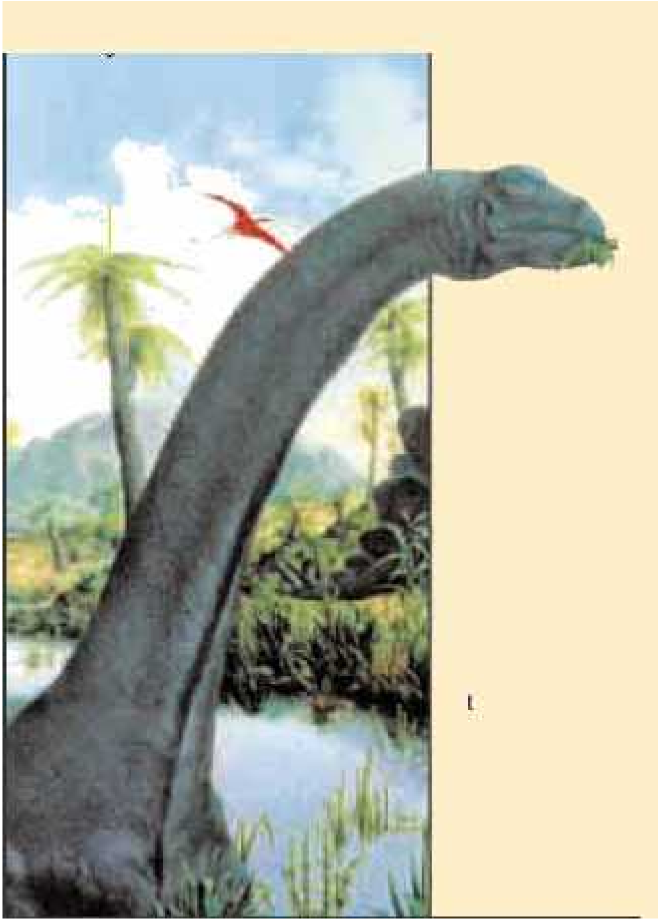

ডাইনোসর কিভাবে পাখিতে রূপান্তরিত হল– এই বিষয়টি নিয়ে বিবর্তনবাদীরা দীর্ঘকাল বিতর্কে লিপ্ত থেকেছেন। শেষে তারা দুটো মতবাদ পেশ করেছেন। প্রথমটি হল, "অর্জনমূলক মতবাদ" (কার্সরিয়াল থিওরি)। এটার বক্তব্য হল, ডাইনোসর মাটি থেকে শূণ্যে ওঠার মাধ্যমে ডানা লাভ করে। দ্বিতীয় মতবাদের সমর্থকরা এই অর্জন মতবাদের বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করেন। তারা বলেন, ডাইনোসরের পক্ষে এ-ভাবে পাখিতে রূপান্তরিত হওয়া সম্ভব নয়। তারা এই প্রশ্নের অন্য এক সমাধান পেশ করেন। তারা দাবী করেন, যে-সব ডাইনোসর গাছের ডালে বাস করত, তারা এক ডাল থেকে অন্য ডালে লাফ দেবার চেষ্টা করার মাধ্যমে পাখিতে রূপান্তরিত হয়। এটা "বৃক্ষবাসী মতবাদ" নামে পরিচিত। ডাইনোসর কিভাবে শূন্যে উঠতে পারল, এর উত্তরও তৈরি: "যখন তারা মশা-মাছি ধরার চেষ্টা করল"।

যাহোক, ডানাসহ একটি উড্ডয়নতন্ত্র ডাইনোসরের মত প্রাণির দেহ থেকে উদ্ভূত হয়েছিল– এই দাবী যারা করেন সর্ব প্রথম আমাদেরকে তাদের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করতে হবে: "কিভাবে মশা-মাছির উড্ডয়নতন্ত্র এল যা হেলিকপ্টারের চেয়ে অনেক বেশি কর্মক্ষম (হেলিকপ্টারের ডানা মশা-মাছির ডানার অনুকরণেই তৈরি)?" আপনারা দেখবেন, বিবর্তনবাদীরা নিরুত্তর হয়ে গেছে। যে মতবাদ মশা-মাছির মত ক্ষুদ্র প্রাণির উড্ডয়নতন্ত্রের ব্যাখ্যা দিতে পারে না, তাদের পক্ষে এই দাবী করা নিঃসন্দেহে খুবই অযৌক্তিক যে, ডাইনোসর পাখিতে রূপান্তরিত হয়েছিল।

ফলে, সকল যুক্তিবাদী বিজ্ঞানী এ ব্যাপারে একতম যে, এ-সব মতবাদের মধ্যে যদি বিজ্ঞানের ছিঁটেফোটাও থাকে, তবে তা তাদের ল্যাটিন নামের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এই ব্যাপারটার সারকথা হল এই যে, সরীসৃপের উড্ডয়ন অতিকল্পনার ফসল।

যে-সব বিবর্তনবাদী দাবী করেন যে, ডাইনোসর পাখিতে রূপান্তরিত হয়েছে, তাদের জীবাশ্ম রেকর্ডে প্রমাণ খুঁজে পাওয়া প্রয়োজন। যদি ডাইনোসর পাখিতে পরিণত হত, তাহলে অতীতে অর্ধ ডাইনোসর, অর্ধ পাখি জাতীয় প্রাণি নিশ্চয় থাকত এবং জীবাশ্ম রেকর্ডে তার চিহ্ন নিশ্চয় রেখে যেত। অনেক বছর যাবৎ বিবর্তনবাদীরা দাবী করে আসছেন যে, "আর্কিওপটেরিক্স " নামক এক পাখি ছিল এ-রকম এক মধ্যবর্তী সূত্র। অথচ ঐ দাবী বিরাট এক প্রতারণা ছাড়া কিছুই ছিল না।

আর্কিওপটেরিক্স প্রতারণা

বিবর্তনবাদীদের মতে আধুনিক পাখির তথাকথিত পূর্বপুরুষ আর্কিওপটেরিক্স প্রায় ১৫০ মিলিয়ন বছর আগে জীবিত ছিল। এই মতবাদে উল্লেখ করা হয় যে, কিছু ছোট আকারের ডাইনোসর, যেমন ভেলোসিরাপ্টর বা ড্রমিওসর বিবর্তিত হয়ে ডানা অর্জন করে; তারপর ওড়া শুরু করে। এভাবে অনুমান করে নেওয়া হয় যে, আর্কিওপটেরিক্স এক মধ্যবর্তী পর্যায় যা তার পূর্বপুরুষ ডাইনোসর থেকে ভিন্ন শাখায় ধাবিত হয়ে প্রথমবারের মত উড়তে শুরু করে।

যাহোক, আর্কিওপটেরিক্স জীবাশ্মের আধুনিকতম গবেষণা নির্দেশ করে যে, এই ব্যাখ্যার বৈজ্ঞানিক ভিত্তির অভাব রয়েছে। এটি মোটেই মধ্যবর্তী পর্যায়ের প্রাণি নয়, বরং এটি পাখির এক বিলুপ্ত প্রজাতি। আধুনিক পাখির সাথে এটার নগন্য কিছু পার্থক্য রয়েছে।

অল্পকাল আগে পর্যন্ত বিবর্তনবাদী মহলে এই তত্বটি জনপ্রিয় ছিল যে, আর্কিওপটেরিক্স "আধা-পাখি"; এটি ভালভাবে উড়তে পারত না। এই প্রাণির স্টারনাম এর অনুপস্থিতিকে

তার ভালভাবে উড়তে না পারার পক্ষে সবচেয়ে জোরালো প্রমাণ হিসাবে ধরা হত। (স্টারনাম হল বুকের নিচের হাড় যার সাথে উড়ার জন্য প্রয়োজনীয় মাংশপেশী যুক্ত থাকে। আজকের দিনে এই বক্ষ-অস্থি লক্ষ্য করা যায় সকল উড়তে সক্ষম এবং অক্ষম পাখির মধ্যে। এমনকি বাদুড়ের মধ্যেও এটি বিদ্যমান যা এক উড়তে সক্ষম স্তন্যপায়ী এবং সম্পূর্ণ ভিন্ন গোত্রের অন্তর্ভূক্ত)।

যাহোক, ১৯৯২ সালে প্রাপ্ত সপ্তম আর্কিওপটেরিক্স জীবাশ্ম এই যুক্তিকে ভুল প্রমাণিত করে। কারণ ছিল এই যে, এই নব আবিস্কৃত জীবাশ্মে বক্ষ-অস্থি (যা দীর্ঘকাল বিবর্তনবাদীরা ধরে নিয়েছিলেন যে, অনুপস্থিত) বিদ্যমান ছিল। এই জীবাশ্মকে ‘নেচার’ সাময়িকীতে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে:

“সম্প্রতি আবিস্কৃত আর্কিওপটেরিক্সের সপ্তম নমুনায় আংশিক, আয়তাকার বক্ষ-অস্থি (sternum) রয়েছে। দীর্ঘকাল এটাকে সন্দেহ করা হত, কিন্তু ইতোপূর্বে কখনো প্রমাণিত হয়নি। এটা এই পাখির শক্তিশালী উড্ডয়ন-পেশীর নিশ্চয়তা দেয়, কিন্তু এটার দীর্ঘ পথ উড়ার ক্ষমতা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে।”[30] এই আবিস্কার আর্কিওপটেরিক্স-এর আধা-পাখি হওয়া এবং ভালমত উড়তে না পারার যে দাবী তার প্রধান অবলম্বনকে বাতিল করে দেয়।

তাছাড়া, পাখির পালকের কাঠামো অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রমান হিসাবে নিশ্চিত করে যে, আর্কিপটেরিক্স সত্যিকার অর্থে উড়ার ক্ষমতাসম্পন্ন পাখি ছিল। আর্কিওপটেরিক্সের অপ্রতিসম পালক-কাঠামো আধুনিক পাখি থেকে ভিন্ন ছিল না। এটা নির্দেশ করে যে, এই পাখি খুব ভালভাবে উড়তে পারত। বিখ্যাত জীব বিজ্ঞানী কার্ল ও ডানবার বলেন, “পালক থাকার কারণে এটাকে (আর্কিওপটেরিক্স) স্পষ্টতঃ পাখি শ্রেণিতে ফেলতে হবে।”[31] জীবাশ্ম বিজ্ঞানী রবার্ট ক্যারল বিষয়টিকে আরো ব্যাখ্যা করেন:

“আর্কিওপটেরিক্স-এর উড়ান-পালকের জ্যামিতিক কাঠামো ঠিক আধুনিক উড়তে পারা পাখির মত। পক্ষান্তরে, উড়তে পারে না– এমন পাখির পালক হল প্রতিসম। যে পন্থায় ডানার সাথে পালকগুলো সাজানো্ আছে, তা-ও আধুনিক পাখির বৈশিষ্ট্যের মধ্যে পড়ে . .

www.draminlibrary.com

. ভ্যান টাইন এবং বার্জারের মতে, আর্কিওপটেরিক্সের ডানার আপেক্ষিক আকার ও আকৃতি সেই সব পাখির অনুরূপ যারা ফসলের খোলা মাঠে উড়ে বেড়ায়, যেমন, মোরগ জাতীয় পাখি, ঘুঘু, বন মোরগ, কাঠঠোকরা এবং গৃহপালিত অধিকাংশ পাখির . . .উড়ান-পালকগুলি রয়েছে . . .অন্ততঃ ১৫০ মিলিয়ন বছর ধরে।"[32]

আর্কিওপটেরিক্স-এর পালকের গঠন আরো এক সত্য প্রকাশ করে, তা হল উষ্ণ রক্তের বিপাক। উপরে যেমনটি আলোচনা করা হয়েছে, সরীসৃপ এবং (যদিও কিছু বিবর্তনবাদী প্রবণতা রয়েছে বিপরীতমূখী) ডাইনোসর হল শীতল রক্তের প্রাণি। এদের দেহের উত্তাপ বাহ্যিক পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়ানোর জন্য নিয়ন্ত্রিত হবার পরিবর্তে পরিবেশের তাপমাত্রার সাথে সাথে ওঠা নামা করে । পাখির পালকের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা হল দেহের তাপমাত্রাকে নিয়ন্ত্রণ করা। আর্কিওপটেরিক্সের পালক ছিল– এই বিষয়টি এটাই নির্দেশ করে যে, এটা ছিল আসলেই উষ্ণ রক্তের পাখি। ডাইনোসর থেকে তার ভিন্নতা হল, তাকে দেহের উষ্ণতা ধরে রাখতে হত।

আর্কিওপটেরিক্স-এর এনাটমি এবং বিবর্তনবাদীদের ভ্রান্তি

আর্কিওপটেরিক্সকে মধ্যবর্তী পর্যায়ের প্রাণি হিসাবে দাবী করার সময় বিবর্তনবাদী বিজ্ঞানীরা দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর নির্ভর করেন: এর ডানার নখর এবং দাঁত। এটা সত্য যে, আর্কিওপটেরিক্স এর ডানায় নখর ছিল এবং মুখে দাঁত ছিল। কিন্তু এই বৈশিষ্ট্যগুলি সরীসৃপের সাথে এই প্রাণির সম্পর্ক ছিল– এটা নির্দেশ করে না। তাছাড়া, আজকের দিনে জীবিত আছে এমন দুই প্রজাতির পাখি হল টুরাকো এবং হটজিন। এদের নখরযুক্ত পা আছে যা এদেরকে গাছের ডাল আঁকড়ে থাকতে সাহায্য করে। এই প্রাণিগুলি পরিপূর্ণ পাখি; এদের মধ্যে কোন সরীসৃপের বৈশিষ্ট্য নেই। এই কারণে এটা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন দাবী যে, কেবল ডানায় নখর থাকার কারণে আর্কিওপটেরিক্স মধ্যবর্তী পর্যায়ের প্রাণি।

মুখে দাঁত থাকাও আর্কিওপটেরিক্সকে মধ্যবর্তী পর্যায়ের প্রাণি হবার ইঙ্গিত বহন করে না। বিবর্তনবাদীদের একথা ভুল যে, এই দাঁতগুলি সরীসৃপের বৈশিষ্ট্য। কারণ, দাঁত সরীসৃপের বিশেষ বৈশিষ্ট্যের সূচক নয়। আজকের দিনে কিছু সরীসৃপের দাঁত আছে, আবার কারো কারো নেই। তাছাড়া, আর্কিওপটেরিক্স একমাত্র দাঁতওয়ালা পাখি প্রজাতির প্রাণি নয়। এটা সত্য যে, আজকের দিনে দাঁত বিশিষ্ট পাখির আর কোন অস্তিত্ব নেই, কিন্তু যখন আমরা জীবাশ্ম রেকর্ড লক্ষ্য করি, তখন দেখি, আর্কিওপটেরিক্স-এর সময়কালে এবং পরবর্তীকালে, এমনকি সাম্প্রতিক অতীতে এক বিশেষ শ্রেণির পাখির অস্তিত্ব ছিল যাদেরকে "দাঁতওয়ালা পাখি" হিসাবে শ্রেণিবিন্যাস করা যেতে পারে।

www.draminlibrary.com

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট হল, আর্কিওপটেরিক্স এবং অন্যান্য দাঁত বিশিষ্ট পাখির দাঁতের গঠন তাদের কথিত পূর্বপুরুষ ডাইনোসর থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। বিখ্যাত পাখি বিশারদ এল ডি মার্টিন, জে ডি স্টুয়ার্ট এবং কে এন হোয়েটস্টোন এই মত দিয়েছেন যে, আর্কিওপটেরিক্স এবং সমজাতীয় অন্যান্য পাখির দাঁত করাতের মত খাঁজকাটা নয়; এদের মাড়ি সংকুচিত এবং শিকড় স্ফীত । অথচ ছোট ছোট সামনের পা বিশিষ্ট ডাইনোসরের (যাকে পাখির পূর্বপুরুষ বলা হয়) দাঁত করাতের মত খাঁজকাটা এবং শিকড় সোজা।[33] এই গবেষকবৃন্দ আর্কিওপটেরিক্স-এর গোড়ালির হাড়ের সাথে কথিত পূর্বপুরুষ তথা ডাইনোসরের তুলনা করে দেখেছেন, এদের মধ্যে কোনই সাদৃশ্য নেই।[34]

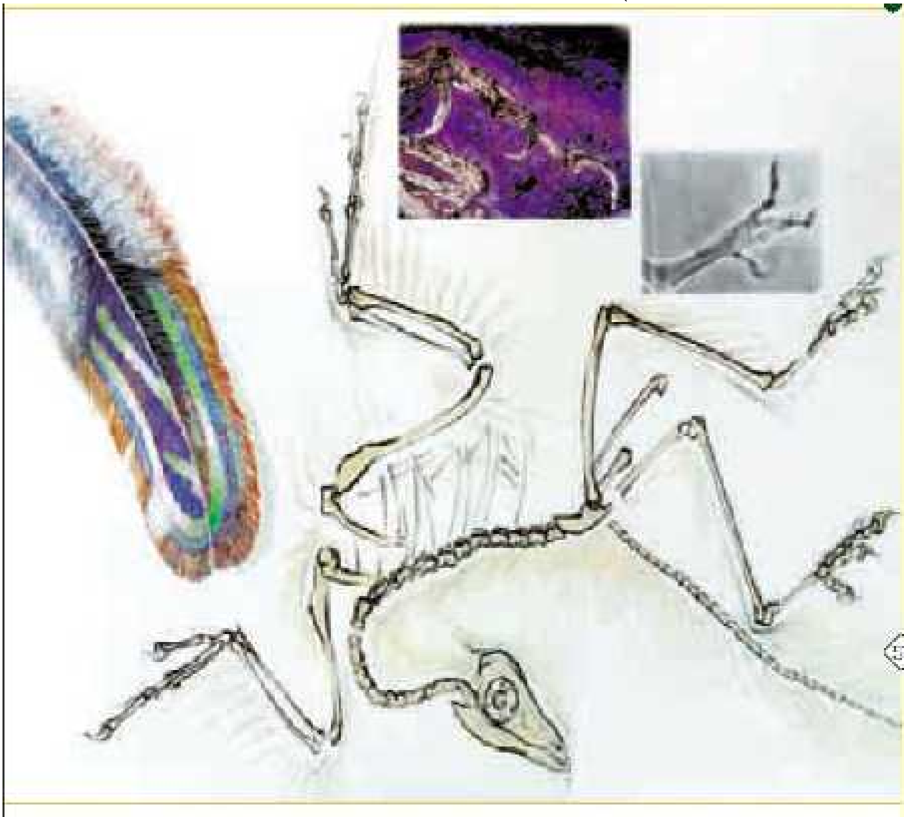

Studies of *Archaeopteryx*'s anatomy revealed that it possessed complete powers of flight, just like a modern bird has. The efforts to liken it to a reptile are totally unfounded.

www.draminlibrary.com

শারীরতত্ত্ববিদ এস টারসিটানো, এম কে হেচ এবং এ ডি ওয়াকারের গবেষণায় এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় প্রকাশ পেয়েছে। ডাইনোসর থেকে আর্কিওপটেরিক্স বিবর্তিত হবার অন্যতম প্রধান দাবীদার জন অস্ট্রম এই দুই প্রজাতির মধ্যে বিভিন্ন অঙ্গের যে সাদৃশ্য লক্ষ্য করেছেন, তা আসলে অপব্যাখ্যা।[35] উদাহরণ স্বরূপ, এ ডি ওয়াকার আর্কিওপটেরিক্স-এর কানের গঠন বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে, এটা আধুনিক পাখির সাথে খুবই সাদৃশ্যপূর্ণ।[36]

Icons of Evolution গ্রন্থে আমেরিকান জীববিজ্ঞানী জোনাথান ওয়েলস মন্তব্য করেন যে, আর্কিওপটেরিক্সকে বিবর্তনবাদের প্রতিমায় পরিণত করা হয়েছে। অথচ স্পষ্ট প্রমাণ দেখা যাচ্ছে যে, এই প্রাণি পাখির আদিম পূর্বপুরুষ নয়। ওয়েলসের মতে, এর অন্যতম এক প্রমাণ হল, আর্কিওপটেরিক্সের তথাকথিত পূর্বপুরুষ থেরোপড ডাইনোসর আসলে আর্কিওপটেরিক্সের চেয়েও বয়সে ছোট: "মাটিতে দৌড়ে বেড়ানো এবং আরো কিছু বৈশিষ্ট্যের অধিকারী দুই পা বিশিষ্ট সরীসৃপকে আর্কিওপটেরিক্স-এর পূর্ব পুরুষ বলে মনে করা হত। আসলে তারা পরবর্তী কালে আবির্ভূত হয়েছিল।"[37]

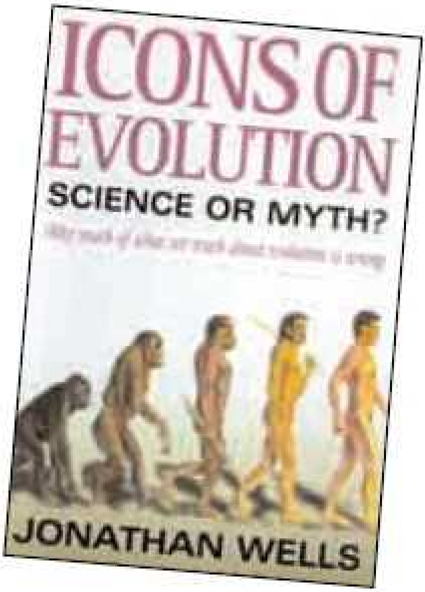

এসব আবিস্কার এটাই নির্দেশ করে যে, আর্কিওপটেরিক্স কোন বিকাশমান পর্যায়ের হারানো সূত্র ছিল না। এটা বরং এমন এক পাখি ছিল, যাকে দাঁতযুক্ত পাখির শ্রেণিতে ফেলা যায়। এই প্রাণিকে থেরোপড ডাইনোসরের সাথে সম্পৃক্ত করা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। আমেরিকান জীববিজ্ঞানী রিচার্ড এল ডীম তাঁর The Demise of the 'Birds are Dinosaurs' Theory নামক প্রবন্ধে আর্কিওপটেরিক্স ও পাখি-ডাইনোসর বিবর্তন তত্ত্ব সম্পর্কে লিখেছেন:

"সাম্প্রতিক গবেষণার ফলাফল থেকে দেখা যাচ্ছে যে, থেরোপড ডাইনোসরের হাত ১, ২ ও ৩ অঙ্কে পাওয়া যাচ্ছে। পক্ষান্তরে, পাখির ডানা যদিও গঠনগত দিক থেকে একই রকম, তবু তাতে প্রাপ্ত অঙ্ক হল ২, ৩ ও ৪ . . . "ডাইনোসর-পাখি তত্ত্বের আরো সমস্যা রয়েছে। থেরাপডের সামনের অঙ্গ দেহের আকারের সাপেক্ষে) আর্কিওপটেরিক্সের ডানার তুলনায় খুবই ছোট।

থেরোপোডা ডাইনোসরের ক্ষুদ্রাকার "আদিম ডানা" একেবারে বিশ্বাসযোগ্য নয়, বিশেষকরে এসব ডাইনোসরের বিপুল ওজনের বিবেচনায়। অধিকাংশ থেরোপোডা ডাইনোসরের অর্ধচন্দ্রাকার কব্জির হাড় (যা উড়তে সাহায্য করে– অনুবাদক) ছিল না; অন্যান্য বড় আকারের কব্জির অঙ্গ ছিল যার সাথে আর্কিওপটেরিক্সের হাড়ের কোন মিল নেই। এছাড়া, প্রায় সব থেরোপডের ক্ষেত্রে স্নায়ু-৬ করোটির পাশ থেকে বেরিয়ে আসে অন্য কিছু স্নায়ুর সঙ্গে। পক্ষান্তরে, পাখির ক্ষেত্রে এটি বেরিয়ে আসে করোটির সামনের দিক থেকে এর নিজস্ব গর্তপথে। আরো এক ছোট সমস্যা রয়েছে। সেটা হল, অধিকাংশ থেরোপোডা ডাইনোসর আর্কিওপটেরিক্সের পরে আবির্ভূত হয়েছে।[38]

এই বাস্তবতাগুলি আরো একবার নিশ্চয়তার সাথে নির্দেশ করে যে, না আর্কিওপটেরিক্স, না এর মত অন্য কোন প্রাচীন পাখি, কোন মধ্যবর্তী পর্যায়ের প্রাণি ছিল। জীবাশ্ম এটা নির্দেশ করে না যে, বিভিন্ন প্রজাতির পাখি একের থেকে অন্যে বিবর্তিত হয়েছে। পক্ষান্তরে, জীবাশ্ম রেকর্ড প্রমান করে যে, আজকের আধুনিক পাখি এবং আর্কিওপটেরিক্সের মত কিছু প্রাচীন পাখি একই যুগে একসাথে জীবিত ছিল। এটা সত্য যে, আর্কিওপটেরিক্স এবং কনফুসিয়াসোরনিস-এর মত কিছু প্রজাতির পাখি বিলুপ্ত হয়ে গেছে। কিন্তু কিছু প্রজাতির অস্তিত্ব একদা ছিল এবং এখনো টিকে আছে– এই ব্যাপারটি বিবর্তনবাদকে সমর্থন করে না।

সর্বশেষ প্রমান: উটপাখির উপর গবেষণা ডাইনো-পাখি গল্পকে মিথ্যা প্রমান করে

'ডাইনোসর থেকে পাখির বিবর্তন' তত্ত্বের উপর সর্বশেষ আঘাত আসে উটপাখির ভ্রূণতত্ত্বের উপর গবেষণা থেকে।

চ্যাপেল হিলের নর্থ ক্যারোলাইনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ এ্যালান ফেডুকসিয়া এবং ডঃ জুলি নউইকি উটপাখির ডিমের উপর ধারাবাহিক গবেষণা করে আরো একবার এই উপসংহারে পৌঁছান যে, পাখি ও ডাইনোসরের মধ্যে কোন বিবর্তনমূলক সংযোগ নেই। ইউরেক এ্যালার্ট American Association for the Advancement of Science (AAAS) এর একটি বৈজ্ঞানিক ওয়েব সাইট নিয়মিত প্রতিবেদন পেশ করছে:
" চ্যাপেল হিলের নর্থ ক্যারোলাইনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ এ্যালান ফেডুকসিয়া এবং ডঃ জুলি নউইকি . . . উটপাখির কয়েকটি ডিমকে সেগুলোর বিকাশের বিভিন্ন পর্যায়ে আবরণমুক্ত করেন। তাঁরা যেটি আবিস্কার করেন, তাঁদের বিশ্বাস, পাখি ডাইনোসর থেকে বিবর্তিত হয়নি . . .

পাখির পূর্বপুরুষ যে-ই হোক না কেন, তাকে অবশ্যই পাঁচ আঙুল বিশিষ্ট হতে হবে, থেরোপড ডাইনোসরের মত তিন আঙুল বিশিষ্ট হাতওয়ালা নয়। 'ফেডুকসিয়া বলেন. . .'বিজ্ঞানীরা একমত যে, ডাইনোসরের হাতের বিকাশ ঘটেছিল এক, দুই এবং তিন অঙ্কে. . . অথচ আমাদের উটপাখির ভ্রূণ নিয়ে গবেষণা অকাট্যভাবে প্রমান করছে যে, পাখির ক্ষেত্রে কেবল দুই, তিন এবং চার অঙ্কে (মানবীয় বিবেচনায় যা মধ্যমা এবং অনামিকা আঙুল) বিকশিত হয়। এটা প্রমান করার মত চিত্র আমাদের কাছে রয়েছে।" UNC এর জীববিজ্ঞানের সাবেক বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক ফেডুকসিয়া বলেন,"এটা তাদের জন্য এক নতুন সমস্যা সৃষ্টি করে যারা জোর দিয়ে বলেন যে, ডাইনোসর আধুনিক পাখির পূর্বপুরুষ। উদাহরণস্বরূপ, কিভাবে একটি পাখির হাত যার অঙ্ক দুই, তিন এবং চার বিবর্তিত হবে ডাইনোসরের হাত থেকে যার কেবল এক, দুই এবং তিন অঙ্ক রয়েছে? এটা প্রায় অসম্ভব।"[39]

এই একই প্রতিবেদনে ডঃ ফেডুকসিয়া 'ডাইনোসর থেকে পাখি' তত্ত্বের অগ্রহনযোগ্যতা ও অন্তঃসারশূণ্যতা সম্পর্কে মন্তব্য করেন :
"ঐ তত্ত্বের কিছু . . সমস্যা রয়েছে" তিনি বলেন, " আমরা এইমাত্র যা উল্লেখ করলাম তা ছাড়াও, সেই আংশিক পাখির মত দেখতে ডাইনোসরের সময়-ঘটিত সমস্যা রয়েছে। সবচেয়ে প্রাচীন জ্ঞাত পাখির চেয়ে প্রায় ২৫ থেকে ৮০ মিলিয়ন বছর পরে এই ডাইনোসর আবির্ভূত হয়। প্রাচীনতম পাখির বয়স হল ১৫০ মিলিয়ন বছর।"

"কেউ যদি মুরগী-শাবকের কঙ্কাল এবং ডাইনোসরের কঙ্কাল দূরবীণের সাহায্যে লক্ষ্য করে, তাহলে তাদেরকে একই রকম দেখাবে। কিন্তু খুব কাছে থেকে দেখলে এবং খুঁটিনাটি পরীক্ষা করলে অনেক পার্থক্য বেরিয়ে আসবে", ফেডুকসিয়া বলেন। " উদাহরণ স্বরূপ, থেরোপোডা ডাইনোসরের ছিল বাঁকা করাতের মত খাঁজওয়ালা দাঁতের সারি, কিন্তু প্রাচীনতম পাখির ছিল সোজা, খাঁজহীন, খোঁটার মত দাঁত। তাদের দাঁতের গাঁথুনি ছিল ভিন্ন পদ্ধতির, পড়ে যাওয়া দাঁত ওঠাতেও ছিল ভিন্নতা।"[40]

এই প্রমান আরো একবার প্রকাশ করে দিচ্ছে যে, 'ডাইনো-পাখি তত্ত্ব' হল ডারউইনবাদের আরেকটা প্রতিমা: এমন এক রূপকথা, যার সমর্থন করা হয় কেবল এই মতবাদের প্রতি যুক্তিহীন বিশ্বাসের খাতিরে।

বিবর্তনবাদীদের জাল ডাইনো-পাখি জীবাশ্ম

আর্কিওপটেরিক্স-এর মত জীবাশ্মের ব্যাপারে বিবর্তনবাদীদের দাবী ভেস্তে যাবার পর তারা এখন পাখির উৎপত্তি নিয়ে সম্পূর্ণ কোণঠাসা অবস্থায় আছে। সেই কারণে কিছু

বিবর্তনবাদীকে জালিয়াতির মত চিরাচরিত পন্থা অবলম্বন করতে হয়েছে। ১৯৯০ এর দশকে জনগনকে এই সংবাদ দেওয়া হয়েছে যে, "আধা ডাইনোসর, আধা পাখির জীবাশ্ম আবিস্কৃত হয়েছে"। বিবর্তনবাদী প্রচার মাধ্যম এ-সব তথাকথিত 'ডাইনো-পাখি' এর ছবিও প্রকাশ করেছে এবং একটি আন্তর্যাতিক প্রচারাভিযান বেগবান হয়েছে। যাহোক, অনতিবিলম্বে এটা বেরিয়ে আসতে শুরু করে যে, এই প্রচারাভিযানের ভিত্তি ছিল পরস্পর বিরোধী এবং জালিয়াতিপূর্ণ।

এই প্রচারণার প্রথম নায়ক ছিল সিনোসরোপটেরিক্স নামক ডাইনোসর। এটা ১৯৯৬ সালে চীনে আবিস্কৃত হয়। এই জীবাশ্মকে সারা বিশ্বের সামনে উপস্থাপন করা হয় 'পালকবিশিষ্ট ডাইনোসর' হিসাবে। অনেক সংবাদপত্রে এটা প্রধান শিরোনাম হয়। অথচ, পরবর্তী কয়েক মাসের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ এটা প্রকাশ করে দেয় যে, যে আকারগুলিকে বিবর্তনবাদীরা উত্তেজনা সহকারে 'পাখির পালক' হিসাবে চিত্রিত করেছেন, আসলে সে-গুলি তা ছিল না।

'সায়েন্স' নামক সাময়িকীতে 'Feathered Dinosaur Plucking' নামক নিবন্ধে এভাবে বিষয়টি উপস্থাপন করা হয়েছে:
"ঠিক এক বছর আগে, জীবাশ্ম বিজ্ঞানীরা সরব ছিলেন তথাকথিত 'পালকবিশিষ্ট ডাইনোসর'-এর ছবি নিয়ে; এটা মেরুদণ্ডী জীবাশ্মবিদ্যা সঙ্ঘের বার্ষিক সভায় পাশ হয়। সিনোসরোপটেরিক্স নমুনা চীনের ইজিয়ান ফরমেশন থেকে নিউইয়র্ক টাইমস এর প্রথম পৃষ্ঠায় স্থান পায়। তখন কেউ কেউ এটাকে ডাইনোসর থেকে পাখি তত্ত্বের নিশ্চয়তা দানকারী হিসাবে দেখতে থাকেন। কিন্তু এই বছরে শিকাগোতে অনুষ্ঠিত মেরুদণ্ডী জীবাশ্মবিদ্যার সভায় (গত মাসের শেষে অনুষ্ঠিত) প্রদত্ত রায় ছিল কিছুটা ভিন্ন: নমুনাগুলো দেখেছেন এ-রকম অর্ধ ডজন পশ্চিমা জীবাশ্মবিজ্ঞানী বলেন, ঐ কাঠামোগুলো আধুনিক পালকের ছিল না . . . কানসাস বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবাশ্মবিজ্ঞানী ল্যারি মার্টিন মনে করেন, এই কাঠামোগুলো ত্বকের নিচের পেশীবন্ধনীর ক্ষয়ে যাওয়া তন্তু। পাখির সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই।[41]

আরেকটি ডাইনো-পাখি ঝড় ওঠে ১৯৯৯ সালে। চীনে আবিস্কৃত আরেক জীবাশ্মকে জগতের সামনে উপস্থাপন করা হয় 'বিবর্তনবাদের শ্রেষ্ঠ প্রমান' হিসাবে। প্রচারণার উৎস 'ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক' ম্যাগাজিন জীবাশ্ম থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে 'পালকবিশিষ্ট ডাইনোসর'-এর কাল্পনিক ছবি এঁকে প্রকাশ করে। এটা বেশ কিছু দেশে খবরের শিরোনাম হয়। এই প্রজাতি ১২৫ মিলিয়ন বছর আগে জীবিত ছিল বলে দাবী করা হয়। ঝটপট এর এক বৈজ্ঞানিক নাম প্রদান করা হয়: আর্কিওর্যাপ্টর লিয়াওনিঙ্গেনসিস (*archaeoraptor liaoningensis*)

www.draminlibrary.com

আসলে এই জীবাশ্মটি ছিল জাল এবং দক্ষতার সাথে গঠন করা হয়েছিল পাঁচটি ভিন্ন ভিন্ন নমুনা থেকে। একদল গবেষক (যাদের মধ্যে ছিলেন তিনজন জীবাশ্ম বিজ্ঞানী) এই জালিয়াতি প্রমান করে দেন এক বছর পরে এক্স-রে কম্পিউটেড টমোগ্রাফির সাহায্যে। এই ডাইনো-পাখিটি আসলে এক চীনা বিবর্তনবাদীর সৃষ্টি। চীনা অপেশাদার ব্যক্তিরা ডাইনো-পাখি তৈরি করে আঠা ও সিমেন্টের সাহায্যে ৮৮টি হাড় ও পাথর জুড়ে। গবেষণা থেকে এই ধারণা পাওয়া যায় যে, আর্কিওর‍্যাপ্টর তৈরি করা হয়েছিল এক প্রাচীন পাখির কঙ্কালের সামনের অংশ নিয়ে এবং এটার দেহ ও লেজ চারটা ভিন্ন ভিন্ন নমুনা থেকে নেওয়া হয়েছিল। 'নেচার' নামক বিজ্ঞান সাময়িকীতে প্রকাশিত এক নিবন্ধে জারিয়াতিটা এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে:

"আর্কিওর‍্যাপ্টর জীবাশ্মকে 'হারানো সূত্র' হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছিল। আর্কিওর‍্যাপ্টর আবিস্কৃত হবার পর থেকে এটাকে সবচেয়ে ভাল প্রমান হিসাবে পেশ করা হয়। দাবী করা হয় যে, পাখি এক বিশেষ ধরণের মাংশাসী ডাইনোসর থেকে বিবর্তিত হয়েছে। কিন্তু আর্কিওর‍্যাপ্টর এক জালিয়াতি হিসাবে প্রকাশ পেল; এতে এক আদিম পাখির হাড় ও উড়তে সক্ষম এক ড্রোমিওসরিড ডাইনোসরের হাড়ের সংযোগ ঘটানো হয়েছিল. . . আর্কিওর‍্যাপ্টরের নমুনা লিয়াউনিং এর প্রাথমিক ভূ-স্তর Jiufotang Formation থেকে সংগৃহীত হয়েছিল বলে প্রকাশ করা হয়। সেটা চীন থেকে পাচার হয়ে যায়। পরবর্তীতে এটা যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্যিক বাজারে বিক্রয় করা হয় . . . উপসংহারে আমাদের বলতে হচ্ছে যে, আর্কিওর‍্যাপ্টরে একত্র করা হয়েছে দুই বা ততোধিক প্রজাতিকে এবং এতে একত্র করা হয়েছে অন্ততঃ দু'টো ভিন্ন ভিন্ন নমুনা, পাঁচটি হবারও সম্ভাবনা আছে।[42] . . .

তাহলে কিভাবে ন্যাশনাল জিওগ্রফিক এ-রকম এক বিরাট জালিয়াতিকে সমগ্র বিশ্বের সামনে 'বিবর্তনবাদের সবচেয়ে বড় প্রমান' হিসাবে পেশ করতে পারল? এই প্রশ্নের উত্তর লুকিয়ে আছে এই ম্যাগাজিনের বিবর্তনবাদী আদর্শের মধ্যে। যেহেতু ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক অন্ধভাবে ডারউইনের বিবর্তনবাদকে সমর্থন করে এবং এই মতবাদের অনকূলে কোন প্রচারণার হাতিয়ার পেলে সেটা কাজে লাগাতে দ্বিধা করে না, সেহেতু এটা দ্বিতীয় পিল্টডাউন ম্যান অপ-প্রচারে শেষ পর্যন্ত অংশ গ্রহন করেছিল।

বিবর্তনবাদী বিজ্ঞানীরাও ন্যাশনাল জিওগ্রাফিকের গোঁজামিল মেনে নিয়েছেন। যুক্তরাষ্ট্রের বিখ্যাত স্মিথসনিয়ান ইন্সটিটিউট এর পক্ষী-বিজ্ঞান বিভাগের প্রধান ডঃ স্টরস্ এল অলসন ঘোষণা করেন, তিনি ইতোপূর্বে সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে, জীবাশ্মটা ছিল এক জালিয়াতি। কিন্তু পত্রিকাটির নির্বাহীগণ তাঁকে অগ্রাহ্য করেন। তিনি ন্যাশনাল জিওগ্রাফিকের পিটার র‍্যাভেনকে একটি চিঠি লিখেছিলেন। অলসন লিখেছিলেন:

www.draminlibrary.com

"*ডাইনোসর ডানা পেল* নামক নিবন্ধ ন্যাশনাল জিওগ্রাফিকে ১৯৯৮ সালের জুলাই সংখ্যাতে প্রকাশ পায়। এর আগে স্লোয়ানের নিবন্ধের আলোকচিত্রী লৌ ম্যাজাটেন্টা আমাকে নিমন্ত্রণ করেছিলেন ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক সোসাইটিতে । তিনি চেয়েছিলেন, আমি যেন তাঁর তোলা চীনা জীবাশ্মের আলোকচিত্রগুলি পর্যালোচনা করি এবং গল্পটিতে যেভাবে পরিবেশন করা হচ্ছে, সে-সম্পর্কে মন্তব্য করি। সে-সময় আমি এই সত্য তুলে ধরতে করতে চেষ্টা করেছিলাম যে, ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক যা উপস্থাপন করতে চাচ্ছে, তার থেকেও প্রবল এক ভিন্ন দৃষ্টিকোণ রয়েছে। কিন্তু ঘটনাক্রমে এটা আমার কাছে পরিস্কার হয়ে গিয়েছিল যে, বিদ্যমান 'ডাইনোসর থেকে পাখি' মতবাদ ছাড়া ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক অন্য কোন কিছুর প্রতি আগ্রহী ছিল না।"[43]

ইউ, এস, এ টুডে পত্রিকায় অলসন এক বিবৃতিতে বলেন,"সমস্যাটা হল, জীবাশ্মটিকে কোন এক পর্যায়ে জিওগ্রাফিক নকল বলে জানল, এবং সেই তথ্য প্রকাশ করা হল না।"[44] অন্য কথায়, তিনি বলেন যে, ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক প্রতারণাটা বজায় রাখল, এমনকি এটা জানার পরেও যে, যে জীবাশ্মকে তারা বিবর্তনবাদের প্রমান হিসাবে চিহ্নিত করছে, তা জালিয়াতি।

এটা পরিস্কার হয়ে যাওয়া দরকার যে, 'ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক'-এর এই দৃষ্টিভঙ্গী বিবর্তনবাদের নামে করা প্রথম জালিয়াতি নয়। এই মতবাদের প্রথম প্রস্তাবনার পর থেকে এরকম অনেক ঘটনা ঘটেছে। জার্মান জীববিজ্ঞানী আর্নস্ট হিকেল ভ্রূণের জাল ছবি এঁকেছিলেন ডারউইনকে সমর্থন করার জন্য। বৃটিশ বিবর্তনবাদীরা মানুষের খুলির সাথে ওরাংওটাং এর চোয়াল সংযোজন করেছিলেন এবং প্রায় চল্লিশ বছর বৃটিশ যাদুঘরে প্রদর্শন করেছিলেন "বিবর্তনবাদের সবচেয়ে বড় প্রমান পিল্টডাউন মানব" হিসাবে। আমেরিকান বিবর্তনবাদীরা একটা শুকরের দাঁতের সাহায্য নিয়ে উপস্থাপন করেছিলেন "নেব্রাস্কা মানব"। সারা পৃথিবীব্যপী 'পুনর্গঠন' নামে মিথ্যা ছবি (যারা আসলে কখনোই ছিল না) আঁকা হয়েছে 'আদিম প্রাণি' বা 'বানর সদৃশ মানব' হিসাবে।

সংক্ষেপে বলতে গেলে, বিবর্তনবাদীরা 'পিল্টডাউন মানব' জালিয়াতি দিয়ে যা প্রথমে চেষ্টা করেছিল, সেই পদ্ধতিই আরো একবার প্রয়োগ করল। যে মধ্যবর্তী পর্যায়ের প্রাণি তাঁরা খুঁজে পেতে ব্যর্থ হয়েছেন, তা তাঁরা নিজেরাই তৈরি করেছেন। এই ঘটনা ইতিহাসে স্থান করে নিয়েছে এবং এটাই দেখিয়ে দিচ্ছে যে, বিবর্তনবাদের সপক্ষে আন্তর্যাতিক প্রচারণা কত প্রতারণাপূর্ণ এবং বিবর্তনবাদীরা এই মতবাদের খাতিরে সব রকম মিথ্যার আশ্রয় নিতে পারে।

www.draminlibrary.com

www.draminlibrary.com

THE DINOSAUR DECEPTION IN THE EVOLUTIONIST MEDIA...

Natural Geographic, November 1999

Natural Geographic, November 1999

AND THE TRUTH UNVEILED

The *Archaeoraptor* forgery

The *Archaeoraptor* fossil was announced as a 'missing link' and purported to be possibly the best evidence since *Archaeopteryx* that birds did, in fact, evolve between birds and extinct non-avian dinosaurs. But *Archaeoraptor* was revealed to be a forgery in which bones of a primitive bird and a non-flying dromaeosaurid dinosaur had been combined. Here we use high-resolution X-ray computed tomography (CT) to determine the nature and extent of the forgery, as well as how it was built, by imaging the fracture pattern

Nature, March 29, 2001

National Geographic magazine portrayed "dino-birds" in this way in 1999, and presented them to the whole world as evidence of evolution. Two years later, however, the source of inspiration for those drawings, *Archaeoraptor*, was shown to be a scientific falsehood.

www.draminlibrary.com

www.draminlibrary.com

৮

“মানব-ভ্রূণের ফুলকা আছে”– এটার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা কল্পকাহিনির কি বৈজ্ঞানিক জালিয়াতি আছে?

সকল প্রাণির ভ্রূণ মাতৃগর্ভে বিভিন্ন পর্যায় অতিক্রম করে। বিবর্তনবাদ প্রমান করতে এটাকে এক বিশেষ তত্ত্ব হিসাবে গুরুত্ব প্রদান করা হয়। এটা এক ভিত্তিহীন দাবী। এর কারণ হল, বিবর্তনবাদী সাহিত্যে ‘পুনরাবৃত্তি’ নামে পরিচিত এই তত্ত্ব বৈজ্ঞানিক প্রতারণার চেয়েও বেশি; এটা বৈজ্ঞানিক জালিয়াতি।

হিকেলের ‘পুনরাবৃত্তি’ **কুসংস্কার**

‘পুনরাবৃত্তি’ পরিভাষাটি এক বাণীর ঘণীভূত রূপ: “অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ক্রমবিকাশে বিবর্তনের ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটে।” উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে বিবর্তনবাদী জীববিজ্ঞানী আর্নস্ট হিকেল এটা উপস্থাপন করেন। হিকেলের এই তত্ত্ব যুক্তি দেখায় যে, প্রাণির ভ্রূণ বিবর্তন প্রক্রিয়ার অভিজ্ঞতা পুনরায় লাভ করে, যেটা তাদের ছদ্ম পূর্বপুরুষেরা লাভ করেছিল। তিনি তত্ত্ব প্রদান করেন যে, মাতৃগর্ভে বিকাশের সময়কালে মানবভ্রূণ প্রথমে একটা মাছের বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করে, তারপরে সরীসৃপের এবং পরিশেষে মানুষের। বিকাশকালে ভ্রূণের ফুলকা থাকে– এই দাবীর উৎস হল উল্লেখিত তত্ত্ব।

যাহোক, এটা নিখাদ কুসংস্কার। ‘পুনরাবৃত্তি’ এর সময় থেকে বিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে এটার গ্রহনযোগ্যতা নিয়ে গবেষণা করা সম্ভব হয়েছে। এ-সব গবেষণায় দেখা গেছে, বিবর্তনবাদীদের কল্পনাশক্তি এবং উদ্দেশ্যমূলক বিকৃতি ছাড়া ‘পুনরাবৃত্তি’ তত্ত্বের আর কোন ভিত্তি নেই।

এখন এটা জানা গেছে যে, মানব-ভ্রূণের প্রাথমিক পর্যায়ে ফুলকা বলে যেটাকে অনুমান করা হয়েছে, সেগুলি আসলে মধ্য কর্ণকুহর, প্যারাথাইরয়েড ও থাইমাসের প্রাথমিক

www.draminlibrary.com

Ernst Haeckel, one of the foremost charlatans in the history of science.

পর্যায়। ভ্রূণের যে অংশটিকে ডিম্ব-কুসুম থলি এর সাথে তুলনা করা হত, সেটা আসলে শিশুর জন্য রক্ত উৎপন্নকারী থলি। যে অংশটাকে হিকেল ও তাঁর অনুসারীবৃন্দ লেজ হিসাবে চিহ্নিত করতেন, তা আসলে মেরুদণ্ড। এটা লেজের মত দেখতে হয় কেবল এই কারণে যে, এটা পায়ের আগে আকার লাভ করে।

এ-গুলি বিজ্ঞানের জগতে সর্বজনস্বীকৃত বাস্তবতা। এমনকি বিবর্তনবাদীরা নিজেরাও এগুলি মেনে নিয়েছেন। নব্য ডারউইনবাদের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা জর্জ গেইলর্ড সিম্পসন লিখেছে: "হিকেল বিবর্তনবাদের সংশ্লিষ্ট নীতি সম্পর্কে ভুল বিবৃতি দিয়েছেন। এটি এখন দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত যে, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিকাশ বিবর্তনবাদের ইতিহাসকে পুনরাবৃত্তি করে না।"[45]

www.draminlibrary.com

'নিউ সায়েন্টিস্ট' ম্যাগাজিনের অক্টোবর ১৬, ১৯৯৯ সংখ্যায় প্রকাশিত এক নিবন্ধে লিখিত হয়:
"এটাকে বলা হয় বায়োজেনেটিক সূত্র (হিকেল বলেন- অনুবাদক), এবং ধারণাটি 'পুনরাবৃত্তি' নামে জনপ্রিয় হয়। আসলে হিকেলের বিধিটায় খুব অল্পকালেই ভুল পাওয়া গেল। উদাহরণ স্বরূপ, প্রাথমিক মানব-ভ্রূণে কখনোই মাছের মত কার্যকর ফুলকা থাকে না। এটা এমন কোন পর্যায়ও অতিক্রম করে না, যখন এটাকে সরীসৃপ বা বানরের মত দেখায়।[46]

American Scientist নামক সাময়িকীতে আমরা দেখতে পাচ্ছি:
"কোন সন্দেহ নেই, জৈববংশগতির সূত্র (biogenetic law) গজালের মত প্রাণহীন। এটাকে অবশেষে জীব-বিজ্ঞানের পাঠ্যপুস্তক থেকে ৫০এর দশকে বিদায় করা হয়। গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্বীয় তদন্তের বিষয়বস্তু হিসাবে এটা বিশের দশকে অনুপস্থিত ছিল।"[47]

আমরা যেমনটি দেখলাম, 'পুনরাবৃত্তি' এর ধারণা প্রথম পেশ করার পর থেকে বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি আমাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছে যে, এর আদৌ কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। যাহোক, ঐ একই অগ্রগতি (বিজ্ঞানের) এটাও পরিস্কার করে দিচ্ছে যে, এটা কেবল বৈজ্ঞানিক প্রতারণা ছিল না, বরং এটার উৎপত্তি ঘটে সম্পূর্ণ 'জালিয়াতি' থেকে।

হিকেলের জালিয়াতিপূর্ণ অঙ্কন

'পুনরাবৃত্তি' তত্ত্বের প্রথম উপস্থাপনকারী আর্নস্ট হিকেল তাঁর তত্ত্বের সমর্থনে বেশ কিছু চিত্র প্রকাশ করেন। মানব-ভ্রূণ এবং মাছের ভ্রূণের সাদৃশ্য দেখানোর জন্য তিনি কিছু জাল চিত্র প্রকাশ করেন। যখন তিনি ধরা পড়ে যান, তখন আত্মরক্ষার একমাত্র উপায় হিসাবে বলেন যে, অন্যান্য বিবর্তনবাদীরাও একই রকম অপরাধ করেছেন:
"'জালিয়াতি'র এই আপোষমূলক স্বীকারোক্তির পর আমার বাধ্য হওয়া উচিত নিজেকে দোষী বিবেচনা করা; আমি শেষ হয়ে গেছি। সান্ত্বনা এই যে, বন্দীশালায় আমার আশেপাশে আমারই মত শত শত অপরাধী দেখতে পাচ্ছি। এদের মধ্যে অনেকেই আবার খুব বিশ্বস্ত গবেষক এবং অত্যন্ত সম্মানিত জীব-বিজ্ঞানী। সবচেয়ে ভাল জীব-বিজ্ঞানের পাঠ্যবই, নিবন্ধ এবং সাময়িকীর বিরাট সংখ্যাগরিষ্ট চিত্র একই মাত্রার 'জালিয়াতি'র দোষে দুষ্ট। কারণ, এগুলো সবই ত্রুটিযুক্ত এবং কমবেশি ইচ্ছাকৃত পরিবর্তন, রূপান্তর ও গঠন-নির্মাণের শিকার।"[48]

১৯৯৭ সালের ৫ সেপ্টেম্বর 'সায়েন্স' নামক বিখ্যাত সাময়িকীতে এক নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। এতে প্রকাশ করে দেওয়া হয় যে, হিকেলের প্রকাশ করা ভ্রূণের চিত্রগুলো ছিল প্রতারণার

www.draminlibrary.com

ফসল। "Haeckel's Embryos: Fraud Rediscovered" শিরোনামের নিবন্ধে বলা হয়েছে:
"(হিকেলের চিত্রাবলী থেকে) যেসব ধারণা পাওয়া যায় তা হল, ভ্রূণগুলো একেবারে একই রকম। এটা ভুল", বলেছেন লণ্ডনের সেইন্ট জর্জ মেডিক্যাল স্কুলের ভ্রূণতত্ত্ববিদ মাইকেল রিচার্ডসন . . . অতএব, তিনি এবং তাঁর সহকর্মীগণ তাঁদের নিজস্ব তুলনামূলক গবেষণা শুরু করেন। তাঁরা হিকেলের আঁকা মোটামুটি একই রকম দেখতে ভ্রূণের প্রজাতি এবং বয়সভিত্তিক আলোকচিত্র গ্রহন করেন। আর দেখুন, ভ্রূণগুলো "প্রায়শঃ দেখতে বিস্ময়কর রকমের ভিন্ন", রিচার্ডসন উল্লেখ করেন 'Anatomy and Embryology' নামক সাময়িকীর আগস্ট সংখ্যায়।"[49]

পরে ঐ একই নিবন্ধে নিম্নলিখিত তথ্য প্রকাশ করা হয়:
"রিচার্ডসন ও তাঁর সহযোগীরা জানান, হিকেল কেবল বৈশিষ্ট্য যোগ-বিয়োগই করেননি, বরং তিনি মাপকাঠিতে গোঁজামিল দেন; আকারের দিক থেকে দশগুণ পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও বিভিন্ন প্রজাতির মধ্যে সাদৃশ্যের ব্যাপারে অতিরঞ্জন করেন । হিকেল এই পার্থক্যগুলিকে অবজ্ঞা করেন এবং অস্পষ্ট করে তোলেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তিনি এটা করেন প্রজাতির নামকরণের উদ্দেশ্যে, যেন একটি সমগ্র শ্রেণির সকল প্রাণির জন্য একটি প্রতিনিধি যথার্থ। বাস্তবতা হল, রিচার্ডসন ও তাঁর সহযোগীরা উল্লেখ করেন, এমনকি ঘনিষ্ট সম্পর্কযুক্ত ভ্রূণও, যেমন মাছের ভ্রূণ, তাদের আকার ও বিকাশের পথে বেশ ভিন্ন হয়ে থাকে। রিচার্ডসন উপসংহারে বলেন, (হিকেলের আঁকা ছবি থেকে) মনে হয়, এটা জীব-বিজ্ঞানের অন্যতম জালিয়াতি ।[50]

লক্ষ্যনীয় ব্যাপার হল, হিকেল জালিয়াতি করেন ১৯০১ সালে; বিষয়টা প্রায় এক শতাব্দীকাল অনেক বিবর্তনবাদী প্রকাশনায় স্থান পেয়েছে, যেন এটা এক প্রমাণিত বৈজ্ঞানিক সূত্র। যারা বৈজ্ঞানিক বিশ্বাস লালন করতেন অসাবধানভাবে, তাঁরা তাঁদের আদর্শকে বিজ্ঞানের উপর প্রাধান্য দিয়ে খুব গুরুত্বপূর্ণ এক বাণী দিয়েছেন: বিবর্তনবাদ বিজ্ঞান নয়, এটা এক যুক্তিহীন বিশ্বাস যা তারা বৈজ্ঞানিক সত্যের বিপরীতে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করছেন।

www.draminlibrary.com

Science, September 5, 1997

DEVELOPMENTAL BIOLOGY

RESEARCH NEWS

Haeckel's Embryos: Fraud Rediscovered

Evolutionists Battle New Theory on Creation

Biology Text Illustrations More Fiction Than Fact

In its April 8, 2001, edition, *The New York Times* devoted wide space to the theory of intelligent design and the ideas of scientists and philosophers who support the theory, such as Michael Behe and William Dembski. In general, it said that the theory of intelligent design possessed such a scientific respectability and validity that it would rock Darwinism to its foundations. The paper also compared Haeckel's forged drawings with true pictures of embryos taken under the microscope.

www.draminlibrary.com

৯

বিবর্তনবাদের প্রমান হিসাবে ক্লোনিং চিত্র অঙ্কন করা কেন প্রতারণামূলক?

ক্লোনিং-এর মত বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি "বিবর্তনবাদকে সমর্থন করে" কি না– এরকম প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয়। এই ব্যাপারটি খুব গুরুত্বপূর্ণ এক সত্যকে প্রকাশ করে দেয়। এটা হল, মানুষকে তাদের মতবাদ গ্রহণ করানোর জন্য তারা যে প্রচারণা চালান তার মূল্যহীনতা। যেহেতু ক্লোনিং বিষয়টির সাথে বিবর্তনবাদের কোন সম্পর্ক নেই, সেহেতু এটি কোন পেশাদার বিবর্তনবাদীর বিবেচ্য বিষয় হতে পারে না। যাহোক, যারা অন্ধভাবে যে কোন মূল্যে বিবর্তনবাদ সমর্থন করে, তাদের কেউ কেউ, বিশেষ করে প্রচার মাধ্যমের কিছু চক্র, এমনকি ক্লোনিং-এর মত সম্পূর্ণ সম্পর্কহীন বিষয়কেও বিবর্তনের সপক্ষে প্রচারণায় আনতে চেষ্টা করেছে।

প্রাণির ক্লোনিং বলতে কি বুঝায়?

ক্লোনিং প্রক্রিয়ায় যে প্রাণি থেকে অন্য প্রাণি তৈরি করা হবে, তার ডি,এন,এ ব্যবহার করা হয়। উল্লেখিত প্রাণির যে কোন কোষ থেকে ডি,এন,এ বের করে একই প্রজাতির অন্য প্রাণির ডিম্বকোষের মধ্যে রোপন করা হয়। এর ঠিক পর পরই এক শক্ দেওয়া হয় যা ডিম্বকোষকে বিভাজিত করে দেয়। এর পরে ভ্রূণটিকে কোন জীবিত প্রাণির জরায়ুতে

www.draminlibrary.com

রোপন করা হয়। সেখানে এটার বিভাজন চলতে থাকে। বিজ্ঞানীরা এরপর অপেক্ষা করতে থাকেন এটার বিকাশ ও জন্মের জন্য।

বিবর্তনের সাথে ক্লোনিং এর কোন সম্পর্ক নেই?

ক্লোনিং এবং বিবর্তনের ধারণা সম্পূর্ণ ভিন্ন। বিবর্তনবাদ এই দাবীর উপর প্রতিষ্ঠিত যে, জড়বস্তু দৈবক্রমে জীবন লাভ করে (এমনটি ঘটতে পারার সপক্ষে সামান্যতম প্রমানও নেই)। পক্ষান্তরে, ক্লোনিং হল কোন প্রাণিকোষের জেনেটিক উপাদান ব্যবহার করে আরেকটি নকল (একই রকম আরেকটি প্রাণি- অনুবাদক) তৈরি করা। নতুন প্রাণিটি একক কোষ থেকে যাত্রা শুরু করে এবং একটি জৈব প্রক্রিয়া গবেষণাগারে স্থানান্তর করা হয় এবং সেখানে পুনরাবৃত্তি করা হয়। অন্য কথায়, বিবর্তনবাদীদের দাবী মোতাবেক এ-রকম প্রক্রিয়া "দৈবক্রমে" ঘটার কোন প্রশ্নই ওঠে না, আর না ক্লোনিং-এ "প্রাণহীন বস্তু প্রাণ লাভ করে"।

ক্লোনিং প্রক্রিয়া কোনভাবেই বিবর্তনের পক্ষে কোন প্রমান নয়। বরং এটা হল জীববিজ্ঞানের একটি সূত্রের সুস্পষ্ট প্রমান যা বিবর্তনবাদের ভিত্তি সম্পূর্ণ নড়বড়ে করে দেয়। জীব-বিজ্ঞানের এই বিখ্যাত মূলনীতিটি হল: "প্রাণ কেবল প্রাণ থেকেই আসতে পারে"। এই নীতিটি পেশ করেন বিখ্যাত বিজ্ঞানী লুই পাস্তুর উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে। এই প্রকাশ্য সত্যের বিপরীতে ক্লোনিং-কে বিবর্তনবাদের প্রমান বলাটা এক প্রতারণা, যা প্রচার-মাধ্যম অবলম্বন করেছে।

বিগত ৩০ বছরেরও বেশি সময় ধরে বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় অগ্রগতি এটাই নির্দেশ করছে যে, প্রাণের উদ্ভব "আকস্মিকতা" দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না। বিবর্তনবাদীদের বৈজ্ঞানিক ভ্রান্তি এবং একপেশে মন্তব্যের যথেষ্ট তথ্য-প্রমান রয়েছে। বিজ্ঞানের রাজ্যে বিবর্তনবাদ অরক্ষিত হয়ে পড়েছে। এই বাস্তবতা কিছু বিবর্তনবাদীকে অন্যান্য ক্ষেত্রে নজর দিতে উদ্বুদ্ধ করেছে। এই কারণেই "ক্লোনিং" বা "টেস্টটিউব বেবি" এর মত বৈজ্ঞানিক অগ্রগতিকে সাম্প্রতিক অতীতে এত অন্ধের মত বিবর্তনবাদের প্রমান হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে।

বিজ্ঞানের নামে সমাজকে বলার মত বিবর্তনবাদীদের আর কিছু নেই। এ-জন্য তারা মানুষের বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের যে শূণ্যতা, তার আশ্রয় গ্রহণ করে। এ-ভাবে তারা মতবাদটার

www.draminlibrary.com

জীবন দীর্ঘায়িত করার চেষ্টা করে যাচ্ছে। এতে অবশ্য মতবাদটাকে করুন অবস্থায় নিয়ে আসা হয়েছে। অন্যসব বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির মত ক্লোনিং খুব গুরুত্বপূর্ণ ; এটি এক সত্য প্রকাশকারী বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি। ক্লোনিং এই সত্যের উপর আলোকপাত করে যে, প্রাণ সৃজিত হয়েছিল।

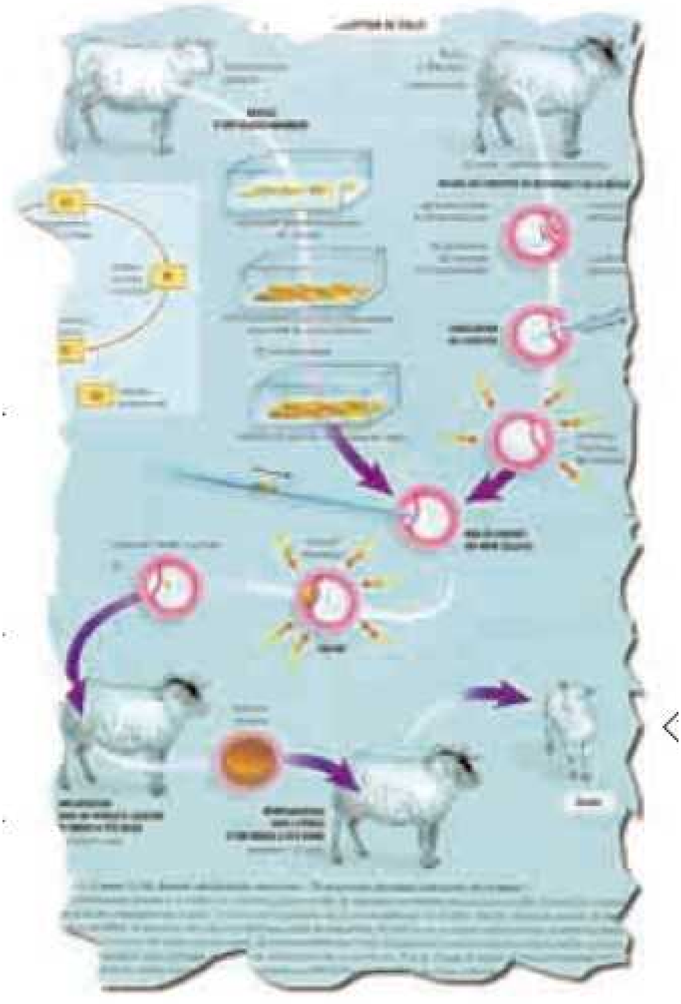

ক্লোনিং সম্পর্কে মানুষ আরেকটা ভুল বুঝেছে; সেটা হল, ক্লোনিং "মানুষ সৃষ্টি করতে পারে"। অথচ, ক্লোনিং এমন কোন ব্যাখ্যা দাবী করে না। ক্লোনিং করা হয় বংশগতির তথ্য সংযোগের মাধ্যমে, যা আগে থেকেই প্রাণির প্রজনন পদ্ধতিতে বিদ্যমান। এই প্রক্রিয়ায়

www.draminlibrary.com

কোন নতুন পদ্ধতি বা বংশগতির তথ্য সৃষ্টি করা হয় না। বংশগতির তথ্য এমন কারো নিকট থেকে গ্রহন করা হয়, যার অস্তিত্ব আগে থেকেই আছে। এটা (এই তথ্য ঐ একই প্রজাতির) স্ত্রীগর্ভে রোপন করা হয়। এটার সাহায্যে শিশুটি অবশেষে সেই প্রাণির "অভিন্ন যমজ" হিসাবে জন্মলাভ করে, যার থেকে বংশগতির তথ্য গ্রহন করা হয়েছিল।

অনেক লোক, যারা ক্লোনিং কি তা ভালভাবে বোঝে না, তারা এ-সম্পর্কে যত রকম অদ্ভুত ধারণা পোষণ করে। উদাহরণ স্বরূপ, তারা কল্পনা করে যে, ৩০ বছর বয়স্ক এক ব্যক্তি থেকে একটি কোষ নেওয়া হয় এবং সে-দিনই আরেকজন ৩০ বছর বয়স্ক মানুষ সৃষ্টি করা যায়। ক্লোনিং-এর এরকম উদাহরণ কেবল বৈজ্ঞানিক কল্প-কাহিনিতে পাওয়া যেতে পারে, বাস্তবে নয়, আর কখনো সম্ভব হবেও না। মূলতঃ ক্লোনিং হল প্রকৃতিক পদ্ধতিতে (অন্য কথায় মাতৃগর্ভে- অনুবাদক) একজন ব্যক্তির "অভিন্ন যমজ" তৈরি করা। বিবর্তনবাদ কিংবা "মানুষ সৃষ্টি"-র সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই।

মানুষ কিংবা অন্য কোন জীব সৃষ্টি করা– অন্য কথায়, শূণ্য থেকে কোন কিছুকে অস্তিত্বে নিয়ে আসা– এমন এক ক্ষমতা, যা কেবল স্রষ্টার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। এই সৃষ্টি মানুষের দ্বারা হতে পারে না– এটা দেখানোর মাধ্যমে বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি ঠিক এই বিষয়টি নিশ্চিত করে। বিষয়টি এক আয়াতে এভাবে বর্ণিত হয়েছে: "(তিনি) আসমান ও জমিনের স্রষ্ট। যখন তিনি কিছু সৃষ্টি করতে চান, তখন কেবল বলেন 'হও' এবং তা হয়ে যায়।" (আল করআন- ২:১১৭)

www.draminlibrary.com

১০

জীবন কি পৃথিবীর বাইরে থেকে আসতে পারে?

ডারউইন যখন উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে তাঁর মতবাদ পেশ করেন, তখন তিনি মোটেই উল্লেখ করেননি কিভাবে প্রাণ তথা প্রথম জীবন্ত কোষের উদ্ভব হল। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বিজ্ঞানীরা প্রাণের উৎপত্তি সম্পর্কে গবেষণা করতে গিয়ে উপলব্ধি করা শুরু করেন যে, মতবাদটি অগ্রহনযোগ্য। প্রাণের জটিল এবং নিখুঁত কাঠামো অনেক গবেষকের জন্য বিশেষ সত্যকে উপলব্ধি করার ক্ষেত্র প্রস্তুত করে। গাণিতিক হিসাব-নিকাশ এবং বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ নির্দেশ করছে যে, প্রাণ "আকস্মিকতার ফসল" হতে পারে না, যেমনটি বিবর্তনবাদীরা দাবী করে।

আকস্মিকতার দাবীর অসারতা এবং প্রাণের "পরিকল্পিত" হবার বিষয়টি উপলব্ধির পর কিছু বিজ্ঞানী পৃথিবীর বাইরে মহাশূণ্যে প্রাণের অস্তিত্বের কথা ভাবতে থাকেন। যে-সব বিজ্ঞানী এ-রকম দাবী করেন, তাঁদের মধ্যে সর্বাধিক পরিচিত হলেন ফ্রেড হোয়েল এবং চন্দ্রবিক্রম সিংঘে। এঁরা দুজন একটি দৃশ্যকল্পকে একত্রে জুড়ে দেন ; তাঁরা ধারণা দেন যে, কোন এক শক্তি মহাশূণ্যে প্রাণের "বীজ বপন করে"। এই দৃশ্যকল্পের মতে, এসব বীজ মহাশূণ্যে বাহিত হয় গ্যাস বা ধুলিমেঘের দ্বারা, কিংবা কোন উল্কাপিণ্ডের দ্বারা। পরিশেষে এটা পৃথিবীতে এসে পড়ে। এ-ভাবে এখানে প্রাণের সূত্রপাত হয়।

নোবেল পুরস্কার জয়ী বিজ্ঞানী ফ্রান্সিস ক্রিক, যিনি জেমস ওয়াটসনের সাথে ডি,এন,এ এর ডাবল হেলিক্স কাঠামো আবিস্কার করেন, তিনি হলেন তাঁদের অন্যতম যাঁরা মহাশূণ্যে প্রাণের উৎপত্তির সন্ধান করছেন। ক্রিক এই উপলব্ধিতে আসেন যে, আকস্মিকভাবে প্রাণের উৎপত্তির বিষয়টা আশা করা একেবারেই অযৌক্তিক। কিন্তু তিনি এর পরিবর্তে দাবী করেন যে, ভূ-পৃষ্টে জীবনের সূত্রপাত হয়েছিল "পৃথিবীর বাইরের" কোন বুদ্ধিমান শক্তি দ্বারা।

www.draminlibrary.com

আমরা যেমনটি দেখেছি, মহাশূণ্য থেকে প্রাণের আগমনের ধারণা বিশিষ্ট বিজ্ঞানীদেরকে প্রভাবিত করেছে। এই বিষয়টি এখন এমনকি প্রাণের উৎপত্তি সম্পর্কিত লেখালেখি এবং বিতর্কে আলোচিত হচ্ছে। মহাশূণ্যে প্রাণের উৎপত্তির ধারণাটি দুটি মৌলিক প্রেক্ষাপট থেকে বিবেচনা করা যেতে পারে।

বৈজ্ঞানিক অসঙ্গতি

"প্রাণের শুরু পৃথিবীর বাইরে"– মতবাদ মূল্যায়নের চাবিকাঠি লুকিয়ে আছে পৃথিবীপৃষ্ঠে পতিত উল্কাপিণ্ডের গবেষণা এবং মহাশূণ্যে বিদ্যমান গ্যাস ও ধূলিমেঘের মধ্যে। এই দাবীর সমর্থনে এখনো কোন প্রমান পাওয়া যায়নি যে, মহাশূণের কোন গ্রহ-উপগ্রহে অপার্থিব কোন প্রাণি রয়েছে যা পরিশেষে পৃথিবীর বুকে প্রাণের বীজ ছড়িয়েছে। এ-যাবৎ যত গবেষণা পরিচালিত হয়েছে তার কোনটাতেই জীব-কাঠামোয় অতি বৃহৎ কোন জৈব অণুর (যেমন প্রোটিন, নিউক্লিয়িক এসিড ইত্যাদি- অনুবাদক) উপস্থিতি প্রকাশ পায়নি।

তাছাড়া, উল্কাপিণ্ডে যে উপাদানগুলি আছে, তাতে একটি বিশেষ ধরণের অপ্রতিসমতা নেই যা জীবন গঠনকারী অতি-অণু (যেমন, প্রোটিন, নিউক্লিয়িক এসিড ইত্যাদি- অনুবাদক)-তে পাওয়া যায়। উদাহরণ স্বরূপ, প্রোটিন গঠনকারী এ্যামিনো এসিডগুলি নিজেরা জীবন-প্রাসাদের ইটের মত। এই এসিড তত্ত্বীয়ভাবে বাম এবং ডান উভয় হাতি কাঠামোয় (আপটিক্যাল আইসোমার) মোটামুট সমান সংখ্যায় থাকা উচিত। তবে কেবল বামহাতি এ্যামিনো এসিড প্রোটিনে পাওয়া যায়, অথচ এই অপ্রতিসম বণ্টন ছোট জৈব অণুতে ঘটে না (কার্বনভিত্তিক অণু জীবদেহে পাওয়া যায়) যা উল্কাপিণ্ডে আবিস্কৃত হয়েছে। পরবর্তীটা বিদ্যমান বাম ও ডান উভয়হাতি কাঠামোয়।[51]

www.draminlibrary.com

পৃথিবীর বাইরের কোন প্রাণি বা উপাদান পৃথিবীতে প্রাণের উদ্ভব ঘটায়– এই মতবাদের এটাই শেষ প্রতিবন্ধকতা নয়। যারা এ-রকম ধারণা পোষণ করেন, তাদের ব্যাখ্যা করার সামর্থ থাকা উচিত, কেন এ-রকম প্রক্রিয়া এখন ঘটছে না, অথচ এখনো পৃথিবীর বুকে উল্কাপিণ্ড আঘাত হানছে। যাহোক, এ-সব উল্কাপিণ্ড নিয়ে গবেষণা "প্রাণের বীজ" মতবাদকে কোনভাবে নিশ্চিত করার মত প্রমাণ পেশ করেনি।

এই মতবাদের সমর্থকরা আরেকটি প্রশ্নের সম্মুখীন হচ্ছেন। প্রশ্নটি হল: কিভাবে পৃথিবীতে লক্ষ লক্ষ প্রজাতি এল (যদি ধরেও নেওয়া হয় যে, প্রাণ গঠিত হয়েছিল মহাশূণ্যের কোন সচেতনতা দ্বারা, এবং কোনভাবে এটি পৃথিবীতে পৌঁছেছিল)? এটা তাদের জন্য এক বড় উভয় সংকট যারা ধারণা দেন যে, প্রাণের শুরু মহাশূন্যে।

এ-সব প্রতিবন্ধকতা ছাড়াও মহাশূন্যে প্রাণের বা সভ্যতার এমন কোন চিহ্ন পাওয়া যায়নি যা পৃথিবীতে প্রাণের শুরু করতে পারত। বিগত ৩০ বছরে বিরাট অগ্রগতি অর্জন করেছে যে জ্যেতির্বিদ্যা, তার কোন পর্যবেক্ষণ এ-রকম কোন সভ্যতার নিদর্শন আবিস্কার করতে পারেনি।

"পৃথিবীর বাইরে" তত্ত্বের পিছনে কী আছে?

আমরা যেমনটি দেখলাম, পৃথিবীর বাইরে প্রাণের সূত্রপাত– এর কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। এটাকে নিশ্চয়তা দেবার বা সমর্থন করার মত কোন আবিস্কার হয়নি। যাহোক, যখন এই ধারণা প্রদানকারী বিজ্ঞানীরা ঐদিকে লক্ষ্য দিতে শুরু করেন, তখন তার পিছনে কারণ ছিল এই যে, তাঁরা এক গুরুত্বপূর্ণ সত্য উপলব্ধি করেছিলেন। সত্যটি হল এই যে, আকস্মিকতার ফল হিসাবে ভূ-পৃষ্টে প্রাণের উদ্ভব সমর্থনযোগ্য নয়। এটি উপলব্ধিতে এসেছে, ভূ-পৃষ্ঠে প্রাণের কাঠামোয় যে জটিলতা প্রকাশ পেয়েছে, তা কেবল বুদ্ধিমত্তাপূর্ণ পরিকল্পনার ফসল হতে পারে। আসলে, মহাশূণ্যে প্রাণের অস্তিত্ত্ব সন্ধানকারী বিশেষজ্ঞ বিজ্ঞানীগণ বিবর্তনবাদের যুক্তি প্রত্যাখ্যানের ইঙ্গিত দিচ্ছেন।

উভয়েই বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী: ফ্রেড হোয়েল একজন জ্যোতির্বিজ্ঞানী ও জীব-গণিতবিদ, এবং ফ্রান্সিস ক্রিক হলেন আণবিক জীববিজ্ঞানী।

একটি বিবেচ্য বিষয় হল, যে-সব বিজ্ঞানী মহাশূণ্যে প্রাণের উৎস খুঁজছেন, তাঁরা আসলে বিষয়টির কোন নতুন ব্যাখ্যা দিচ্ছেন না। হোয়েল, বিক্রম সিংঘে, ক্রিকের মত বিজ্ঞানীরা এই সম্ভাবনা খতিয়ে দেখতে আরম্ভ করেছেন যে, প্রাণ এসেছে মহাশূণ্য থেকে। কারণ, তাঁরা উপলব্ধি করেছেন, প্রাণের উদ্ভব আকস্মিকভাবে ঘটা সম্ভব ছিল না। যেহেতু দৈবক্রমে

www.draminlibrary.com

পৃথিবীতে প্রাণের সূচনা হওয়া অসম্ভব ছিল, সেহেতু তাঁদেরকে মহাশূণ্যের একটি বুদ্ধিমান পরিকল্পনার উৎসকে মেনে নিতে হয়েছে।

যাহোক, এই বুদ্ধিমান পরিকল্পনার উৎসের ব্যাপারে তাঁদের পেশ করা মতবাদ পরস্পর বিরোধী এবং অর্থহীন। আধুনিক পদার্থবিজ্ঞান এবং জ্যোতির্বিজ্ঞান এটা স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, আমাদের মহাবিশ্বের উৎপত্তি ঘটে এক বিপুল বিস্ফোরণের ফলে ১২-১৫ বিলিয়ন বছর আগে; এটা মহাবিস্ফোরণ বা বিগ ব্যাং নামে পরিচিত। মহাবিশ্বের সকল বস্তু অস্তিত্বে এসেছিল সেই বিস্ফোরণ থেকে। এই কারণে, ভূ-পৃষ্ঠে প্রাণের উৎস খুঁজতে মহাবিশ্বের অন্য বস্তু-ভিত্তিক জীবন-কাঠামোয় অনুসন্ধান করতে চাইলে ব্যাখ্যা করতে হবে, কিভাবে সেই জীবন-কাঠামো অস্তিত্ব লাভ করল। এটার অর্থ হল এই যে, এ-রকম ধারণা আসলে সমস্যার সমাধান করে না, বরং এটাকে আরো এক ধাপ পিছনে নিয়ে যায়। (বিস্তারিত

www.draminlibrary.com

জানতে দেখুন হারুন ইয়াহিয়া লিখিত The Creation of the Universe কিংবা Timelessness and the Reality of Fate গ্রন্থ)

আমরা লক্ষ্য করেছি, পৃথিবীর বাইরে থেকে প্রাণের আগমণ তত্ত্ব বিবর্তনবাদকে সমর্থন করে না। বরং এটা এমন এক দৃষ্টিভঙ্গী, যা বিবর্তনবাদকে অসম্ভব বলে প্রকাশ করে, এবং এই ধারণা পোষণ করে যে, বুদ্ধিমত্তাপূর্ণ পরিকল্পনা ছাড়া প্রাণের আর কোন ব্যাখ্যা হতে পারে না। যে-সব বিজ্ঞানী এই ধারণা প্রদান করেছিলেন, তাঁরা শুরুটা করেছিলেন সঠিক বিশ্লেষণ দিয়ে, কিন্তু ভুল পথে আগ্রসর হয়েছেন এবং বোকামি করে পৃথিবীর বাইরে প্রাণের উৎপত্তি সন্ধান করেছেন।

এটা স্পষ্ট যে, "পৃথিবীর বাইরে" ধারণা প্রাণের উৎপত্তির কারণ দর্শাতে পারে না। এমনকি আমরা যদি কয়েক দণ্ডের জন্য মেনেও নিই যে, "পৃথিবীর বাইরে" প্রাণ আছে, তাহলেও এটা স্পষ্ট যে, তারা আকস্মিকভাবে অস্তিত্ব লাভ করতে পারে না। তাদেরকেও অবশ্যই বুদ্ধিমত্তাপূর্ণ পরিকল্পনার ফসল হতে হবে। (এর কারণ হল, পদার্থ বিজ্ঞান ও রসায়ন বিজ্ঞানের নিয়ম-কানুন মহাবিশ্বের সর্বত্র একই রকম, এবং এরা প্রাণকে আকস্মিকভাবে আবির্ভূত হওয়া অসম্ভব করে তোলে)। এর থেকে এটাই দেখা যায় যে, স্রষ্টা, যিনি বস্তু ও সময়ের উর্ধ্বে, এবং অসীম ক্ষমতা, জ্ঞান ও প্রজ্ঞার অধিকারী, তিনি এই মহাবিশ্ব এবং এর মধ্যকার সবকিছু সৃষ্টি করেছেন।

www.draminlibrary.com

১১

পৃথিবীর বয়স যে চারশ' কোটি বছর– এই বাস্তবতা কেন বিবর্তনবাদকে সমর্থন করে না?

বিবর্তনবাদীরা তাদের দৃশ্যপটের ভিত্তি হিসাবে গ্রহন করেন প্রকৃতির প্রভাব এবং আকস্মিকতাকে। এটা করতে গিয়ে তারা যে ধারণার আড়ালে সবচেয়ে বেশি আশ্রয় গ্রহন করেন, তা হল "প্রয়োজীয় সময়"। উদাহরণ স্বরূপ, ডারউইনের সমর্থক জার্মান বিজ্ঞানী আর্নস্ট হিকেল দাবী করেন যে, সাধারণ কাদা থেকে জীবন্ত কোষের উদ্ভব ঘটতে পারে। জীবন্ত কোষ আসলে কতটা জটিল বিংশ শতাব্দীতে এসে এটা উপলব্ধির সাথে সাথে এই দাবীর বোকামী স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কিন্তু বিবর্তনবাদীরা এই সত্যটি আড়াল করে চলেন "প্রয়োজনীয় সময়" নামক ধারণা দিয়ে।

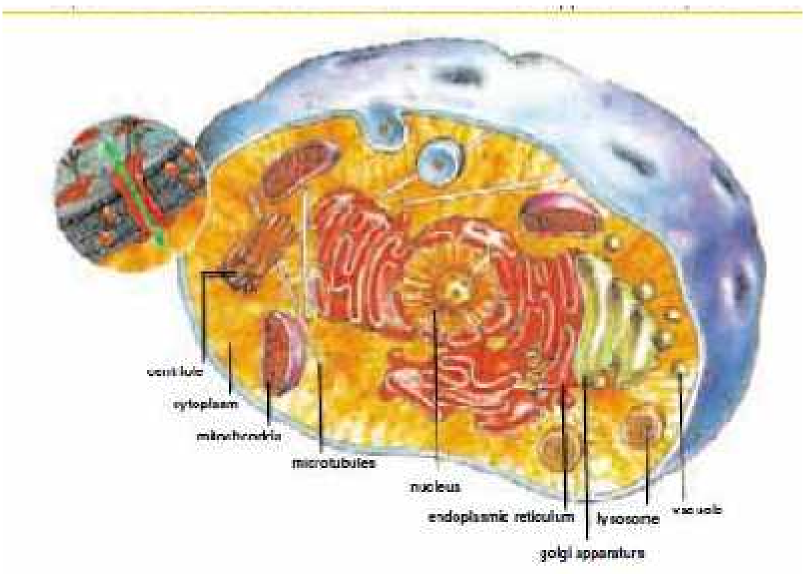

www.draminlibrary.com

এটা করার মাধ্যমে তারা সমস্যাটি থেকে নিজেদেরকে মুক্ত করতে চেষ্টা করছেন। প্রাণ কিভাবে আকস্মিকতার ফলে উদ্ভব হল– এই প্রশ্নের উত্তর দেবার পরিবর্তে তারা এটাকে অনিশ্চয়তার মধ্যে ঠেলে দেন। তারা এই ধারণা দেন যে, সুদীর্ঘ সময়ের পরিক্রমা প্রাণের উদ্ভব ও বৈচিত্রের জন্য সহায়ক। এটা করতে গিয়ে তারা সময়কে সদা-উপকারী হিসাবে উপস্থাপন করেন। উদাহরণ স্বরূপ, তুর্কি বিবর্তনবাদী অধ্যাপক ইয়ামান ওরস বলেন: "আপনি যদি বিবর্তনবাদকে পরীক্ষা করতে চান, তাহলে পানিতে যথাযথ মাত্রায় মিশ্রণ রাখুন, কয়েক মিলিয়ন বছর অপেক্ষা করুন। আপনি দেখবেন, কিছু কোষের উদ্ভব ঘটেছে"[52]

এই দাবী অত্যন্ত অযৌক্তিক। এ-রকম কিছু ঘটতে পারে– তার কোন প্রমান নেই। জড়বস্তু থেকে জীবের উদ্ভবের ধারণা আসলে এক কুসংস্কার যা মধ্যযুগে প্রচলিত ছিল। সেই সময় মানুষ ধারণা করত, কিছু প্রাণির হঠাৎ আবির্ভাব ছিল "স্বতঃস্ফুর্তভাবে উদ্ভব" ঘটার ফল। এই বিশ্বাস অনুসারে, মানুষ মনে করত, রাজহাঁস উদ্ভুত হয় বৃক্ষ থেকে, মেষশাবক তরমুজ থেকে, এমনকি ব্যাঙাচি মেঘখণ্ডে জমা পানি থেকে বৃষ্টি হিসাবে মাটিতে পড়ে। ১৬০০ সালের দিকে মানুষ বিশ্বাস করতে শুরু করে যে, গম ও নোংরা কাপড়ের টুকরার মিশ্রণ থেকে ইঁদুর জন্মাতে পারে, এবং মৃত মৌমাছিকে মধুর সাথে মিশ্রিত করলে জীবন্ত মৌমাছির উদ্ভব হবে।

Louis Pasteur

যাহোক, ইতালীয় বিজ্ঞানী ফ্রান্সেসকো রেডি প্রমান করেন, গম ও নোংরা কাপড়ের মিশ্রণ থেকে ইঁদুর জন্মাতে পারে না, আর না মরা মৌমাছির সাথে মধুর মিশ্রণে জীবন্ত মৌমাছি পাওয়া যেতে পারে। এ-সব জীবের সৃষ্টি ঐসব প্রাণহীন বস্তু থেকে হয়নি, তারা কেবল ওগুলোকে বাহন হিসাবে ব্যবহার করেছে। উদাহরণ স্বরূপ, এক জীবন্ত মাছির ডিম মৃত মাছির গায়ে থাকতে পারে যা থেকে অল্পকাল পরে কিছু নতুন মাছি বেরিয়ে আসতে পারে। অন্য কথায়, প্রাণ থেকেই প্রাণ আসে, জড়বস্তু থেকে নয়। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ফরাসী বিজ্ঞানী লুই পাস্তুর প্রমাণ করেন যে, জীবাণুরাও জড়বস্তু থেকে আসে না। "প্রাণ থেকেই কেবল প্রাণ আসে"– এই সূত্র আধুনিক জীববিজ্ঞানের অন্যতম ভিত্তি।

www.draminlibrary.com

উপরে আমরা যে অদ্ভুত দাবী নিয়ে আলোচনা করলাম (এক সময় মানুষ এটা আসলেই বিশ্বাস করত) সে সময়কার বাস্তবতা মাথায় রেখে সেটাকে ক্ষমা করা যেতে পারে এই অজুহাতে যে, সপ্তদশ শতাব্দীর বিজ্ঞানীদের জানা-শোনায় ঘাটতি ছিল। তবে আজকের দিনে যখন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির এত অগ্রগতি সাধিত হয়েছে, এবং জড় থেকে জীবের উৎপত্তি সম্ভব নয়– এটা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণে প্রমাণিত হয়েছে, তখন এটা আসলেই বিস্ময়কর যে, ইয়ামান ওরস এর মত বিবর্তনবাদী এ-রকম এক দাবীর প্রতি সমর্থন দেবেন।

আধুনিক বিজ্ঞানীরা বহুবার দেখিয়ে দিয়েছেন যে, ঐ দাবী অনুযায়ী কিছু ঘটা অসম্ভব। তারা নিয়ন্ত্রিত পরীক্ষা চালিয়েছেন সবচেয়ে উন্নত গবেষণাগারে, প্রাণের উদ্ভব ঘটার সময়কার পরিবেশ-পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছেন, কিন্তু এ-সবই নিষ্ফল হয়েছে।

যখন ফসফরাস, পটাশিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম, অক্সিজেন, আয়রণ এবং কার্বন পরমাণু, যার সবক'টি প্রাণের জন্য অত্যাবশ্যক– এগুলিকে একত্র করা হয়, তখন এর থেকে যা উদ্ভুত হয়, তা হল একগাদা জড়পদার্থ। অথচ বিবর্তনবাদীরা দাবী করেন যে, একগাদা পরমাণু একত্র হল এবং নিজেদেরকে সংগঠিত করল সময়ের সাথে সাথে ঠিক যথাযথ অনুপাতে, যথার্থ স্থান ও কালে, এবং তাদের মধ্যকার প্রয়োজনীয় সংযোগ সহকারে। তারা আরো দাবী করেন যে, এসব জড় পরমাণুর নিখুঁত সংগঠনের ফলে এ-সব প্রক্রিয়া এগিয়ে চলেছিল নির্ঝঞ্ঝাটে। যথাসময়ে আবির্ভূত হয়েছিল মানুষ, যে দেখতে, শুনতে, বলতে, অনুভব করতে, হাসতে, আনন্দ করতে ও কষ্ট পেতে পারে। সহানুভূতিশীল হতে পারে, সঙ্গীতের সুর-তাল উপলব্ধি করতে পারে, খাদ্যের স্বাদ উপভোগ করতে পারে, সভ্যতা গড়ে তুলতে পারে, এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণা পরিচালনা করতে পারে।

যাহোক, এটা একেবারেই স্পষ্ট যে, এমনকি যদি বিবর্তনবাদীরা যে-সব শর্তের জন্য পীড়াপীড়ি করেন, তার সবগুলি পুরণ করা হয়, এবং যদি লক্ষ লক্ষ বছর অতিক্রান্ত হতে দেওয়া হয়, তবুও এ-রকম এক পরীক্ষণের পরিণতি হবে ব্যর্থতা।

বিবর্তনবাদীরা প্রতারণাপূর্ণ ব্যাখ্যার সাহায্যে এই বাস্তবতাকে লুকানোর ব্যর্থ চেষ্টা করেন, যেমন "সব কিছুই সময়ের পরিক্রমায় সম্ভব"। এই দাবী বিজ্ঞানের মধ্যে প্রতারণার উপাদান চালু করার উপর ভিত্তিশীল; এটার অকার্যকারিতা এখন সুস্পষ্ট। এই অকার্যকারিতা খুব স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যেতে পারে যখন বিষয়টি বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করা হয়। একটি সহজ উদাহরণের সাহায্যে আসুন বিবেচনা করি, কখন সময়ের পরিক্রমা উপকারী এবং কখন এটা ক্ষতিকর। আপনি যদি চান তো কল্পনা করুন, সমুদ্রতটে এক কাঠের নৌকা এবং একজন মাঝি রয়েছে। সে নৌকাটির দেখাশোনা করে,

www.draminlibrary.com

মেরামত করে, ধোয়ামোছা এবং রঙ করে। যতক্ষণ মাঝির এটার প্রতি আগ্রহ আছে, ততক্ষণ নৌকাটি আকর্ষণীয়, নিরাপদ ও যত্নে থাকবে।

তারপর, আসুন ধরে নিই যে, নৌকাটি পরিত্যক্ত হয়ে গেল। এ-সময় রোদ, বৃষ্টি, বায়ু, ঝড় ও বালি নৌকাটিকে ক্ষয় করে পুরাতন করে দিতে থাকবে। পরিশেষে এটা ব্যবহারের অনুপযুক্ত হয়ে পড়বে।

এই দুই দৃশ্যকল্পের মধ্যে একমাত্র পার্থক্য হল, প্রথমটায় একজন বুদ্ধিমান, বিজ্ঞ এবং সক্ষম ব্যক্তির মধ্যস্থতা আছে। সময়ের পরিক্রমা কেবল তখনই এটার জন্য উপকার বয়ে আনতে পারে, যখন এটার নিয়ন্ত্রন হয় কোন বুদ্ধিমান শক্তির দ্বারা। যদি তা না হয়, তাহলে সময়ের প্রভাব হয় ধ্বংসাত্মক, গঠনমূলক নয়। আসলে এটা বিজ্ঞানের এক সূত্র। "এনট্রপি সূত্র বা তাপগতি বিদ্যার দ্বিতীয় সূত্র" উল্লেখ করে যে, মহাবিশ্বের সমস্ত ব্যবস্থাপনা ধাবিত হয় সরাসরি বিশৃংখলা, ছড়িয়ে পড়া ও ক্ষয়ের দিকে যখন তাদেরকে নিজেদের উপর ও প্রাকৃতিক অবস্থার উপর ছেড়ে দেওয়া হয়।

এই বাস্তবতা থেকে দেখা যায় যে, পৃথিবীর সুদীর্ঘ বয়স-কাল হল এমন এক ব্যাপার যা জ্ঞান ও শৃংখলা ধ্বংস করে এবং বিশৃংখলা বৃদ্ধি করে– এটা বিবর্তনবাদীদের দাবীর ঠিক বিপরীত। জ্ঞানভিত্তিক সুশৃংখল ব্যবস্থাপনার উদ্ভব কেবল বুদ্ধিমত্তাপূর্ণ মধ্যস্থতারই ফল হতে পারে।

যখন বিবর্তনবাদের প্রবক্তারা এক প্রজাতি থেকে আরেক প্রজাতির রূপান্তরের রূপকথা শোনান, তখন তারা "অতি দীর্ঘ সময়"-এর আশ্রয় গ্রহন করেন। তারা ধারণা দেন যে, ঐ পন্থায় অতীতে কোনভাবে যে ঘটনা ঘটেছিল, তা পরীক্ষণ বা পর্যবেক্ষণে কখনোই প্রমাণিত হয়নি। যাহোক, পৃথিবী এবং মহাবিশ্বের সবকিছুই নির্ধারিত

নিয়ম বা সূত্র অনুযায়ী ঘটে। এগুলি সময়ের পরিক্রমায় পরিবর্তন হয় না। উদাহরণ স্বরূপ, কোন কিছু ভূ-পৃষ্ঠে পতিত হয় মাধ্যাকর্ষণ বলের কারণে। সময়ের পরিক্রমায় তারা ঊর্ধ্বে ওঠা শুরু করে না। এমনটি কখনো ঘটবেও না এমনকি লক্ষ-কোটি বছর অতিক্রান্ত হলেও। টিকটিকির বাচ্চা সব সময় টিকটিকিই হয়। এর কারণ হল, প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে বাহিত জিনগত তথ্য টিকটিকিরই হয়ে থাকে; প্রাকৃতিক কারণে কোন বাড়তি তথ্য এর সাথে যোগ হতে পারে না। তথ্য হ্রাস পেতে পারে, এমনকি ক্ষয়প্রাপ্ত হতে পারে, কিন্তু এর সাথে কিছু যুক্ত হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব। এর কারণ হল, কোন ব্যবস্থাপনায় তথ্য সংযুক্ত করার জন্য বিজ্ঞতাপূর্ণ, বুদ্ধিমত্তাপূর্ণ বাহ্যিক হস্তক্ষেপ এবং নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন। প্রকৃতির নিজের এরকম কোন বৈশিষ্ট্য নেই।

পুনরাবৃত্তি সময়ের সাথে সাথে এবং প্রায়শঃ সংঘটিত হয়– এই ব্যাপারটা কোন কিছুকে পরিবর্তন করে না। এমনকি যদি লক্ষ-কোটি বছর অতিক্রান্ত হবার সুযোগও পায়, তবুও কোন পাখি গিরগিটির ডিম পাড়বে না। গিরগিটি লম্বা কিংবা খাটো হতে পারে, শক্তিশালী বা দুর্বল হতে পারে– কিন্তু এটা সব সময় গিরগিটিই হবে; ভিন্ন প্রজাতির উদ্ভব কখনোই হবে না। "বিপুল সময়কালের ধারণা" হল এক প্রতারণা; এটা অবলম্বন করা হয়েছে বিষয়টাকে পরীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণের জগত থেকে দূরে রাখার উদ্দেশ্যে। ৪ বিলিয়ন বছর, কি ৪০, ৪০০ বিলিয়ন বছর– এটা কোন ব্যাপার না। এর কারণ হল, এমন কোন প্রাকৃতিক নিয়ম বা প্রবণতা নেই যা বিবর্তনবাদে বর্ণিত অসম্ভবগুলোকে সম্ভব করতে পারে।

www.draminlibrary.com

১২

আক্কেল দাঁত কেন বিবর্তনবাদের প্রমান নয়?

বিবর্তনবাদের বড় প্রতারণাগুলোর মধ্যে একটা হল, এটার লুপ্তপ্রায় অঙ্গ সম্পর্কিত দাবী। বিবর্তনবাদীরা দাবী করেন যে, জীবের কিছু অঙ্গ সময়ের পরিক্রমায় তাদের প্রকৃত কাজ ত্যাগ করে; এরকম অঙ্গ তখন লোপ পায়। এটাকে সূচনাবিন্দু হিসাবে ধরে নিয়ে তারা তখন এই বার্তা প্রদান করতে চেষ্টা করেন: "যদি জীব সত্যি সত্যিই সৃজিত হত, তাহলে তার কোন অপ্রয়োজনীয় অঙ্গ থাকত না।"

বিংশ শতাব্দীর শুরুতে বিবর্তনবাদীদের প্রকাশনা ঘোষণা করে যে, মানবদেহে শতেক অঙ্গ ছিল যা আর কোন উদ্দেশ্য সাধন করত না। এর মধ্যে ছিল অ্যাপেণ্ডিক্স, ককিক্স, টনসিল, পিনিয়াল গ্রন্থি, বহিঃকর্ণ, থাইমাস এবং আক্কেল দাঁত। যাহোক, পরবর্তী দশকগুলিতে চিকিৎসাবিজ্ঞান অনেক অগ্রগতি সাধন করে। মানবদেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং বিভিন্ন তন্ত্র সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান বৃদ্ধি পেয়েছে। এর ফলে দেখা গেছে যে, লুপ্তপ্রায় অঙ্গের ধারণা ছিল স্রেফ কুসংস্কার। বিবর্তনবাদীদের তৈরি করা লম্বা তালিকা খুব দ্রুত সংকুচিত হয়ে আসে। আবিস্কার হয়ে গেছে যে, থাইমাস হল এমন এক অঙ্গ যা রোগ প্রতিরোধক ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ কোষ তৈরি করে, পিনিয়াল গ্রন্থি গুরুত্বপূর্ণ হরমোন তৈরির দায়িত্ব পালন করে। এটাও জানা গেছে যে, ককিক্স শ্রোণিচক্রের চারিদিকে অস্থিকে ধারণ করে, আর বহিঃকর্ণ শব্দের উৎস নির্ণয় করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সংক্ষেপে বলতে গেলে, এটা প্রকাশ পেয়েছে যে, লুপ্তপ্রায় অঙ্গের ধারণা গড়ে উঠেছে একমাত্র অজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে।

আধুনিক বিজ্ঞান বহুবার এসব অঙ্গ সম্পর্কে ধারণাগত ভুল ধরিয়ে দিয়েছে। তবুও কিছু বিবর্তনবাদী এখনও এই দাবী পেশ করার চেষ্টা করেন। যদিও চিকিৎসাবিজ্ঞান প্রমান

www.draminlibrary.com

করেছে, বিবর্তনবাদীরা যেসব অঙ্গকে লুপ্তপ্রায় বলে দাবী করেন তার প্রায় সবগুলিই আসলে কোন উদ্দেশ্য সাধন করে, তবুও এখনো দু'একটি অঙ্গ নিয়ে বিবর্তনবাদী ধ্যান-ধারণা ঘুরপাক খাচ্ছে।

Wisdom tooth problems stem from the contemporary diet, not because they are vestigial organs.

এ-গুলোর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল আমাদের আক্কেল দাঁত। এই দাঁত মানবদেহের এমন এক অংশ যা উদ্দেশ্য হারিয়ে ফেলেছে– এই দাবী এখনো বিবর্তনবাদীদের প্রকাশনায় দেখা যায়। এটার প্রমান হিসাবে বলা হয়েছে যে, এই দাঁত অসংখ্য মানুষকে অনেক যন্ত্রণা দেয়; অপারেশন করে এটা উঠিয়ে ফেললে চিবাতে কোন সমস্যা হয় না।

আক্কেল দাঁতের কোন কাজ নেই– বিবর্তনবাদীদের এই দাবী দ্বারা প্রভাবিত হয়ে অনেক দন্ত-চিকিৎসক এগুলি উঠিয়ে ফেলাকে দৈনন্দিন কাজে পরিণত করেছেন। তাঁরা অন্য দাঁত রক্ষায় যত যত্নবান, এগুলো রক্ষায় তেমন চেষ্টা করেন না।[53] অথচ, সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা গেছে, আক্কেল দাঁত অন্য দাঁতের মতই চিবানোর কাজ করে। আরো গবেষণা পরিচালিত হয়েছে এটা দেখানোর জন্য যে, অক্কেল দাঁত অন্যান্য দাঁতের অবস্থানকে ক্ষতিগ্রস্ত করে– এই ধারণা ভিত্তিহীন।[54] আক্কেল দাঁত নিয়ে সমস্যার সমাধান না করে তা উপড়ে ফেলার যে নীতি, তা নিয়ে এখন ব্যাপক বৈজ্ঞানিক সমালোচনা হচ্ছে[55] আসলে বৈজ্ঞানিক গণরায় হল, অন্যসব দাঁতের মতই আক্কেল দাঁতের চিবানোতে ভূমিকা রয়েছে। এরা কোন কাজের নয়– এই বিশ্বাসের কোন বৈজ্ঞানিক গ্রহণযোগ্যতা নেই।

তাহলে কেন আক্কেল দাঁত উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মানুষের সমস্যা সৃষ্টি করে? যে-সব বিজ্ঞানী বিষয়টি নিয়ে গবেষণা করেছেন, তাঁরা আবিস্কার করেছেন যে, আক্কেলদাঁত নিয়ে জটিলতা মানব-সম্প্রদায়ে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পন্থায় প্রকাশ পেয়েছে। এটা এখন বোধগম্য হয়েছে

যে, শিল্পপূর্ব সমাজে সমস্যাটি কদাচিৎ দেখা যেত। আবিস্কৃত হয়েছে যে, বিগত দু'এক শতাব্দীতে যেভাবে শক্ত খাবারের পরিবর্তে নরম খাদ্য উপাদান বেছে নেওয়া হচ্ছে, তাতে মানুষের চোয়ালের গঠনে নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। এভাবে এটা উপলব্ধি করা হচ্ছে যে, আক্কেল দাঁত নিয়ে অধিকাংশ সমস্যার উদ্ভব হয় চোয়ালের গঠনগত সমস্যার ফলে; যা খাদ্যাভ্যাসের সাথে সম্পর্কযুক্ত।

এটাও জানা গেছে যে, সমাজের পুষ্টি সংক্রান্ত অভ্যাসের নেতিবাচক প্রভাব আমাদের অন্যান্য দাঁতের উপরেও রয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ, অতিরিক্ত শর্করা এবং অম্লযুক্ত খাবার গ্রহণের ফলে দাঁতের ক্ষয় বৃদ্ধি পায়। যাহোক, এই ব্যাপারটা আমাদের মনে এই চিন্তা জাগায় না যে, আমাদের সব দাঁত কোন না কোনভাবে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েছে। এই একই নীতি আক্কেল দাঁতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এসব দাঁত নিয়ে সমস্যা দেখা দেয় সমসাময়িক খাদ্যগ্রহণের রীতি থেকে, কোন বিবর্তনমূলক ক্ষয় থেকে নয়।

www.draminlibrary.com

১৩

সবচেয়ে প্রাচীন প্রাণির জটিল দেহকাঠামো কিভাবে বিবর্তনবাদকে বাতিল করে দেয়?

জীবাশ্ম রেকর্ডে প্রাণিদেরকে একটা শিকলের আকারে দেখা যায়। যখন প্রাচীনতম থেকে সাম্প্রতিকতমের দিকে এ-গুলো আমরা দেখি, তখন তাদের ধারাবাহিকতা হয় এরকম: আণুবীক্ষণিক জীব, অমেরুদণ্ডী সামুদ্রিক প্রাণি, মাছ, উভচর, সরীসৃপ, পাখি এবং স্তন্যপায়ী। বিবর্তনবাদের প্রবক্তারা এই শিকলকে কুসংস্কারাচ্ছন্ন পন্থায় বর্ণনা করেন। তারা চেষ্টা করেন এটাকে বিবর্তনবাদের প্রমান হিসাবে পেশ করতে। তারা দাবী করেন যে, জীবের বিকাশ ঘটেছে সরল থেকে জটিল আকারে এবং এই প্রক্রিয়ায় বহু প্রজাতির জীবের উদ্ভব ঘটেছে। উদাহরণ স্বরূপ, বিবর্তনবাদীরা ধারণা দেন যে, ৩০০ মিলিয়ন বছরের প্রাচীন জীবাশ্ম স্তরে কোন মানব জীবাশ্ম না পাওয়াটা বিবর্তনবাদের এক প্রমান। তুর্কি বিবর্তনবাদী অধ্যাপক আইকুত কেন্স বলেন:

"আপনি বিবর্তনবাদ বাতিল করে দিতে চান? তাহলে কেম্ব্রিয়ান যুগে গিয়ে কোন মানব জীবাশ্ম খুঁজে বের করুন! যিনি এটা করবেন, তিনি বিবর্তনবাদকে মিথ্যা প্রমান করবেন। এমনকি তার আবিস্কারের জন্য তিনি নোবেল পুরস্কার পেয়ে যেতে পারেন।[56]

আদিম থেকে জটিলের দিকে বিকাশ হল এক কাল্পনিক ধারণা

আসুন বিবর্তনবাদীদের যুক্তি পরীক্ষা করে দেখি যা অধ্যাপক কেন্স এর বক্তব্যকে পরিব্যপ্ত করে। জীব আদিম থেকে জটিলের দিকে বিবর্তিত হয়– এই বক্তব্য বিবর্তনবাদীদের এক কুসংস্কার ; এটা কোনভাবেই সত্যকে প্রতিফলিত করে না। জীববিজ্ঞানের মার্কিন অধ্যাপক ফ্রাঙ্ক এল মার্শ (ইনি বিবর্তনবাদীদের এই দাবী নিয়ে গবেষণা করেন) তাঁর Variation

www.draminlibrary.com

and Fixity in Nature গ্রন্থে উল্লেখ করেন, জীবকে চলমান, অবিচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতায় সরল থেকে জটিল– এভাবে সাজানো যেতে পারে না।[57]

A trilobite fossil.

প্রায় সকল জ্ঞাত প্রাণি-পর্ব ক্যাম্ব্রিয়ান যুগে হঠাৎ করে আবির্ভূত হয়– এই ব্যাপারটা বিবর্তনবাদীদের এ-সম্পর্কিত দাবীর বিরুদ্ধে জোরালো প্রমান। তাছাড়া, যে-সব জীব হঠাৎ করে আবির্ভূত হয়েছিল, তাদের দেহ-কাঠামো সরল ছিল না, ছিল জটিল; এটা বিবর্তনবাদীদের ধারণার ঠিক বিপরীত।

ট্রাইলোবাইট ছিল আর্থ্রোপোডা পর্বভূক্ত। এরা খুবই জটিল প্রাণি, যাদের শক্ত খোলস, গ্রন্থি দ্বারা যুক্ত দেহ এবং জটিল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ রয়েছে। ট্রাইলোবাইটের জীবাশ্ম রেকর্ড থেকে এটার চোখ নিয়ে বিস্তারিত গবেষণা করা সম্ভব হয়েছে। এটার চোখে অসংখ্য ছোট ছোট

www.draminlibrary.com

ভাগ রয়েছে। এদের প্রত্যেকটির রয়েছে দুইটি লেন্স-স্তর। এই চোখের গঠন-কাঠামো হল সত্যিকার অর্থে বিস্ময়কর নক্সা। হার্ভার্ড, রচেষ্টার ও শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূ-তত্ত্বের অধ্যাপক ডেভিড রাউপ বলেন,"ট্রাইলোবাইট ৪৫০ মিলিয়ন বছর আগে এক অনুপম নক্সা ব্যবহার করত যা আজকের দিনে করতে একজন সুপ্রশিক্ষিত, কল্পনাশক্তির অধিকারী আলোক প্রকৌশলীর প্রয়োজন।"[58]

এই ব্যাপারটির আরেকটি মজার দিক হল, আমাদের সময়কালের মাছির চোখের গঠনও একই রকম। অন্য কথায়, একই কাঠামো বিদ্যমান রয়েছে বিগত ৫২০ মিলিয়ন বছর।

যখন চার্লস ডারউইন The Origin of Species লিখেছিলেন, তখন ক্যাম্ব্রিয়ান যুগের এই অসাধারণ অবস্থা সম্পর্কে খুব কমই জানা ছিল। ডারউইনের সময়কালে জীবাশ্ম রেকর্ড কেবল প্রকাশ করেছিল যে, প্রাণের আবির্ভাব হঠাৎ করে ক্যাম্ব্রিয়ান যুগে হয়েছিল। সে-সময় ট্রাইলোবাইট এবং অন্যান্য অমেরুদণ্ডীরা সহসা অস্তিত্বে আসে। এই কারণে ডারউইন তাঁর গ্রন্থে বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করতে পারেন নি। তবে তিনি বিষয়টি কিঞ্চিৎ আলোচনা করেন এই শিরোনামে: "জ্ঞাতানুসারে, সব চেয়ে নীচু জীবাশ্মস্তরে আকস্মিকভাবে দলে দলে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত প্রজাতির আবির্ভাব"। এখানে তিনি সিলুরীয় যুগ (এই নামটি সেই সময় যে যুগকে বুঝাতে ব্যবহার করা হত, এখন তাকে ক্যাম্ব্রিয়ান যুগ বলা হয়) সম্পর্কে লেখেন:
"উদাহরণ স্বরূপ, আমি সন্দেহ করতে পারি না যে, সব সিলুরীয় ট্রাইলোবাইট এসেছে একটি সন্ধিপদী প্রাণি থেকে। এটার অস্তিত্ব নিশ্চয় সিলুরীয় যুগের অনেক আগেও ছিল এবং সম্ভবতঃ যে কোন জ্ঞাত প্রাণি থেকে সম্ভবতঃ অনেক ভিন্ন ছিল. . . ফলতঃ ***যদি আমার মতবাদ সত্য হয়,*** তাহলে এটা নিয়ে বিতর্কের অবকাশ নেই যে, সর্বনিম্ন সিলুরীয় স্তর জমার আগে দীর্ঘ সময়কাল অতিক্রান্ত হয়েছে, এত দীর্ঘ যে, সম্ভবতঃ অনেক বেশি দীর্ঘ, সিলুরীয় যুগ থেকে শুরু করে বর্তমান যুগ পর্যন্ত মধ্যবর্তী সময়কালের মত দীর্ঘ। এই সুদীর্ঘ এবং সম্পূর্ণ অজ্ঞাত সময়ে পৃথিবী জীবে পরিপূর্ণ ছিল। এই অতিদীর্ঘ আদিম কালের কোন রেকর্ড আমরা কেন পাই না– এই প্রশ্নের কোন সন্তোষজনক উত্তর আমার কাছে নেই [59]

ডারউইন বলেন, "আমার মতবাদ সত্য হলে বিতর্কের কোন অবকাশ থাকবে না যে, সিলুরীয় যুগের আগে পৃথিবী জীবে পরিপূর্ণ ছিল।" কেন এসব জীবের জীবাশ্ম রেকর্ড পাওয়া যায় না– এই প্রশ্নে উত্তর তাঁর গ্রন্থব্যাপী দেবার চেষ্টা করেছেন। তিনি অজুহাত দেখিয়েছেন যে, "জীবাশ্ম রেকর্ড খুবই অপর্যাপ্ত"। কিন্তু আজ জীবাশ্ম রেকর্ড পূর্ণতা পেয়েছে এবং এটা স্পষ্টতঃ প্রকাশ করে দিচ্ছে যে, ক্যাম্ব্রিয়ান যুগের প্রাণিদের কোন পূর্বপুরুষ ছিল না। এর অর্থ হল, আমাদেরকে ডারউইনের সেই বাক্যটি প্রত্যাখ্যান করতে

www.draminlibrary.com

হবে, যেটা শুরু হয়েছে "যদি আমার মতবাদ সত্য হয়" দিয়ে। ডারউইনের যুক্তিধারা ছিল বাতিলযোগ্য, আর সেই কারণে, তাঁর মতবাদ ভুল।

প্রাণের বিকাশ আদিম আকার থেকে জটিলের দিকে ঘটেনি; উদ্ভবের মুহূর্ত থেকেই জীবের কাঠামো যে অত্যন্ত জটিল– এটা দেখিয়ে দেবার মত আরেকটি উদাহরণ হল হাঙ্গর। জীবাশ্ম রেকর্ড থেকে দেখা যাচ্ছে যে, এটার উদ্ভব হয়েছে ৪০০ মিলিয়ন বছর আগে। এই প্রাণির মধ্যে এমন উন্নততর বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যা এমনকি এর লক্ষ লক্ষ বছর পরে সৃষ্ট প্রাণির মধ্যেও লক্ষ্য করা যায় না। এটার হারানো দাঁত পুনরায় গজানো এমনই এক বৈশিষ্ট্য। আরেকটি উদাহরণ হল, স্তন্যপায়ীদের চোখের সাথে অক্টোপাসের চোখের বিস্ময়কর সাদৃশ্য। অথচ এরা স্তন্যপায়ীদের লক্ষ লক্ষ বছর আগে পৃথিবীতে বাস করত। এ-সব উদাহরণ স্পষ্ট করে দিচ্ছে যে, জীবের প্রজাতিসমূহকে আদিম থেকে জটিলের দিকে সুচারুরূপে সজ্জিত করা যায় না।

এই বাস্তবতাও দৃশ্যপটে এসেছে জীবের আকার, ভূমিকা এবং জিনের গবেষণা বিশ্লেষণ করার ফলে। উদাহরণ স্বরূপ, যখন আমরা আকার-আকৃতি বিবেচনায় নিয়ে জীবাশ্ম রেকর্ডের খুব নিম্ন পর্যায় পরীক্ষা করি, তখন আমরা এমন অনেক জীব দেখি, যারা পরবর্তীকালে আসা জীবের তুলনায় অনেক বড় (যেমন ডাইনোসর)।

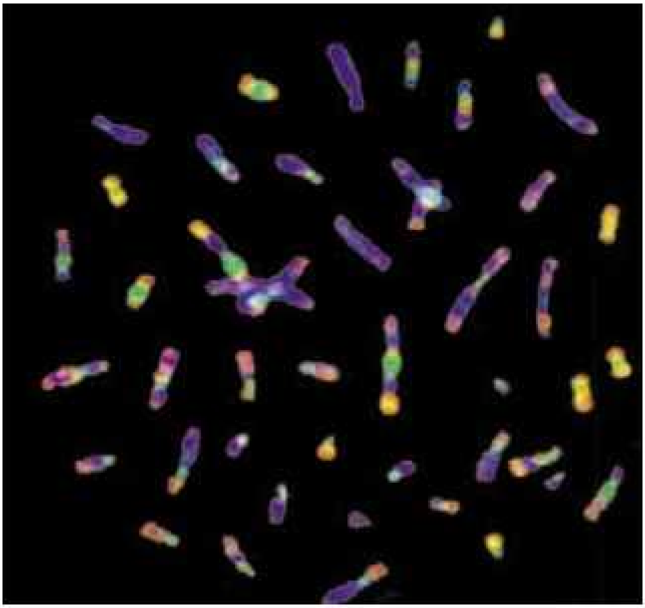

The number of chromosomes is not directly related to the complex structures of living things. This is a fact that invalidates the claims of the theory of evolution.

যখন আমরা জীবের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ভূমিকার দিকে লক্ষ্য করি, তখন আমরা ঠিক একই বিষয় লক্ষ্য করি। কাঠামোগত বিকাশের প্রশ্নে কান হল এক উদাহরণ যা এই দাবীকে ভুল প্রমান করে যে, "সরল থেকে জটিলের দিকে বিকাশ ঘটেছে"। উভচর প্রাণির রয়েছে

www.draminlibrary.com

মধ্যকর্ণ-স্থান, অথচ সরীসৃপের আবির্ভাব আরো পরে হলেও তাদের কানের গঠন অনেক সরল; এটা কেবল এক ছোট অস্থির উপর নির্ভরশীল এবং কোন মধ্যকর্ণ নেই।

জিনগত গবেষণাতেও একই রকম ফল পাওয়া গেছে। গবেষণায় দেখা গেছে যে, ক্রোমোজমের সংখ্যার সাথে প্রাণির জটিলতার কোন সম্পর্ক নেই। উদাহরণ স্বরূপ, মানুষের ক্রোমোজম সংখ্যা ৪৬, একটি বিশেষ জুপ্লাঙ্কটনের ৬টি এবং আণুবীক্ষণিক জীব রেডিওলারিয়ার ঠিক ৮০০টি।

জীব সৃষ্টি করা হয়েছে তাদের জন্য সবচেয়ে "উপযুক্ত" সময়ে

জীবাশ্ম রেকর্ডের পরীক্ষা থেকে একটি সত্য বেরিয়ে এসেছে; সেটা হল, জীবের আবির্ভাব ঘটেছে এমন সময়ে, যা ছিল তাদের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত। স্রষ্টা সকল জীবের পরিকল্পনা করেছেন চমৎকারভাবে। পৃথিবীতে আবির্ভাবের কালে তারা যেন আপনাপন প্রয়োজন মেটাতে পারে, সে-যোগ্যতা তিনি তাদেরকে দিয়েছেন।

এ-রকম একটি উদাহরণ নিয়ে আলোচনা করা যাক। প্রায় ৩.৫ বিলিয়ন বছর আগে পৃথিবীতে সবচেয়ে পুরাতন ব্যাকটেরিয়ার আবির্ভাব ঘটেছিল। সেই সময়ের বায়ুমণ্ডল ও তাপমাত্রার অবস্থা মোটেই জটিল দেহধারী প্রাণি বা মানুষের উপযুক্ত ছিল না। এ-কথা ক্যাম্ব্রিয়ান যুগের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য; বিবর্তনবাদী কেন্স এর মতে এই সময়কালে মানব-জীবাশ্ম পাওয়া গেছে। ব্যাপারটা বিবর্তনবাদকে বাতিল করে দেবার মত। প্রায় ৫৩০ মিলিয়ন বছর আগের এই যুগ নিঃসন্দেহে মানব-জীবনের জন্য অনুপযুক্ত ছিল (সে-সময় মাটিতে বিচরণকারী কোন প্রাণি আদৌ ছিল না)।

পরবর্তী যুগগুলোর প্রায় প্রতিটার ক্ষেত্রে পরিস্থিতি ছিল একই রকম। জীবাশ্ম রেকর্ডের পরীক্ষা-নীরিক্ষায় দেখা যাচ্ছে, মানব-জীবনের অনুকূল অবস্থা বিদ্যমান ছিল কেবল গত কয়েক মিলিয়ন বছর। এই একই কথা অন্য সকল জীবের ক্ষেত্রে সত্য। প্রতিটি প্রাণির দল আবির্ভূত হয়েছিল তখন, যখন তাদের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল– অন্য কথায় "যখন সময়টা ছিল সঠিক"।

বিবর্তনবাদীরা এই বাস্তবতার সম্মুখীন হয়ে বিপুল পরস্পর বিরোধিতার অবতারণা করেন। তারা এটাকে এভাবে ব্যাখ্যা করতে চান, যেন এই উপযুক্ত পরিবেশ নিজেই প্রাণিদের সৃষ্টি করেছে। অথচ, "যথাযথ পরিবেশ-পরিস্থিতি"-এর অর্থ কেবল এই যে, সঠিক সময় এসেছে। জীবের উদ্ভব হতে পারে কেবল সচেতন মধ্যস্থতার দ্বারা– অন্য কথায় অতিপ্রাকৃতিক সৃষ্টি।

এই কারণে, ধাপে ধাপে জীবের আবির্ভাব বিবর্তনবাদের প্রমান নয়, বরং আল্লাহ্‌র অসীম জ্ঞান ও প্রজ্ঞার প্রমান, যিনি তাদের সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্ট জীবের প্রত্যেকটা দল পরবর্তী দলের উদ্ভবের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করেছে এবং সুদীর্ঘ সময়কাল ব্যাপী উদ্ভিদ-প্রাণি মিলে আমাদের জন্য বাস্তুগত ভারসাম্য নির্মাণ করেছে।

পক্ষান্তরে, আমাদের সচেতন থাকতে হবে যে, এই দীর্ঘ সময়-কাল কেবল আমাদের কাছেই দীর্ঘ। আল্লাহর কাছে এটা এক মুহূর্তের বেশি নয়। সময় নামক ধারণা কেবল সৃষ্ট জীবের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। খোদ্‌ সময়ের যিনি স্রষ্টা, তিনি সময়ের বন্ধনে আবদ্ধ নন (বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন হারুন ইয়াহিয়ার লেখা Timelessness and the Reality of Fate নামক গ্রন্থ) ।

বিবর্তনবাদীরা যদি দেখাতেই চান যে, এক প্রজাতি আরেকটিতে রূপান্তরিত হয়েছে, তাহলে ভূ-পৃষ্ঠে জীবের ধাপে ধাপে আগমন প্রদর্শন করায় কোন লাভ নেই। তাদেরকে প্রমান হিসাবে মধ্যবর্তী পর্যায়ের প্রাণির জীবাশ্ম নিয়ে আসতে হবে যারা ছিল এসব প্রজাতির মধ্যে সংযোগ স্থাপনকারী। অমেরুদণ্ডী থেকে মাছ, মাছ থেকে সরীসৃপ, সরীসৃপ থেকে পাখি এবং স্তন্যপায়ীতে রূপান্তরের এই মতবাদকে প্রমানের জন্য জীবাশ্ম খুঁজে পেতে হবে। ডারউইন মেনে নিয়েছিলেন এবং লিখে গিয়েছিলেন যে, এ-সবের অসংখ্য নমুনা খুঁজে পাওয়া প্রয়োজন। অথচ এযাবৎ এমন একটাও পাওয়া যায়নি। ডারউইনের পরে ১৫০ বছর অতিক্রান্ত হল, কিন্তু কোন মধ্যবর্তী পর্যায়ের প্রাণি আবিস্কৃত হল না। যেমনটি বিবর্তনবাদী জীবাশ্ম বিজ্ঞানী ডেরেক ডব্লিউ এগার স্বীকার করেছেন, জীবাশ্ম রেকর্ড থেকে দেখা যাচ্ছে, "ক্রমান্বয়ে ঘটা বিবর্তন নয়, বরং একদল প্রাণির বিলুপ্তির পরে আরেক দলের আকস্মিক আবির্ভাব।"[60]

পরিশেষে বলতে হয়, প্রাকৃতিক ইতিহাস থেকে আমরা জানতে পারছি, প্রাণের উদ্ভব আকস্মিকভাবে ঘটেনি, বরং তাদেরকে ধাপে ধাপে সৃষ্টি করা হয়েছে সুদীর্ঘ সময়কাল ব্যাপী। এটা কুরআনে বর্ণিত সৃষ্টি সম্পর্কিত তথ্যের সাথে একেবারেই মিলে যায়। আল্লাহ ঘোষণা করেছেন, তিনি মহাজগত এবং সমুদয় প্রাণিকে সৃষ্টি করেছেন "ছয় দিনে"।

"তিনিই আল্লাহ যিনি সৃষ্টি করেছেন আসমান, জমিন এবং এদের মধ্যবর্তী সবকিছু ছয় দিনে, অতঃপর তিনি আরশে অধিষ্ঠিত হয়েছেন। তিনি ছাড়া তোমাদের কোন বন্ধু এবং সাহায্যকারী নেই। তবুও কি তোমরা উপদেশ গ্রহন করবে না?" (৩২: ৪) আয়াতে উল্লেখিত 'দিন' (আরবিতে 'ইয়াউম') -এর অর্থ সুদীর্ঘ সময়-কালও হয়। অন্য কথায় বলতে গেলে, কুরআন উল্লেখ করছে যে, সমগ্র প্রকৃতি সৃষ্টি হয়েছে বিভিন্ন সময়কালে,

www.draminlibrary.com

একবারে নয়। আধুনিক ভূ-তাত্ত্বিক আবিস্কারসমূহ এমন এক চিত্র অঙ্কন করে, যা এই দাবীকে নিশ্চিত করে।

www.draminlibrary.com

১৪

বিবর্তনবাদ প্রত্যাখ্যান করাকে কেন উন্নয়ন ও প্রগতিকে প্রত্যাখ্যান হিসাবে চিহ্নিত করা হয়?

সাম্প্রতিক কালে 'বিবর্তন' শব্দটি কয়েকটি অর্থে ব্যবহৃত হয়। উদাহরণ স্বরূপ, শব্দটি সামাজিক দিকের সাথে যুক্ত করা হয়েছে এবং মানবীয় প্রগতি ও প্রযুক্তিগত উন্নয়ন বুঝাচ্ছে। 'বিবর্তন' শব্দটি এই অর্থে ব্যবহৃত হওয়াতে কোন সমস্যা নেই। কোন সন্দেহ নেই, মানুষ তার বুদ্ধিমত্তা, জ্ঞান ও শক্তিকে কাজে লাগাবে সময়ের সাথে সাথে উন্নতি করার জন্য। মানুষের জ্ঞান-ভাণ্ডার প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে বৃদ্ধি পাবে। তবে এটা বিবর্তনবাদের কোন প্রমান নয়; বিবর্তনের দাবী তো আকস্মিকতার ফল স্বরূপ প্রাণের উদ্ভব। সভ্যতার বিকাশ সৃষ্টি তত্ত্বের সাথে কোনভাবেই সাংঘর্ষিক নয়।

তথাপি বিবর্তনবাদীরা এখানে সহজ এক শব্দ-খেলায় মেতেছেন এবং মিথ্যা ধারণার সাহায্যে সত্যকে বিভ্রান্ত করছেন। উদাহরণ স্বরূপ, এটা বললে সত্য বলা হবে যে, সুদীর্ঘকাল সামাজিক জীবন যাপনের কারণে মানুষের জ্ঞান, কৃষ্টি এবং প্রযুক্তি অবিরাম বিকাশ লাভ করছে (আমাদের এটা ভুললে চলবে না যে, অগ্রগতির মত কখনো কখনো পশ্চাৎ-গতিও ঘটে। সমাজ বিজ্ঞানের ভাষায় বলতে গেলে, কোন কোন কালে অগ্রগতি হয়, কখনো অপরিবর্তিত থাকে, আবার কখনো অধোগতি হয়)। যাহোক, "মানুষের যেভাবে উন্নয়ন এবং অগ্রগতি হয়েছে, সেভাবে প্রজাতিসমূহের অগ্রগতি ও পরিবর্তন ঘটেছে সময়ের পরিক্রমায়– এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা দাবী । চিন্তাশীল প্রাণি হিসাবে মানুষের জ্ঞান বৃদ্ধি পেয়েছে, পরবর্তী প্রজন্মসমূহে বাহিত হয়েছে এবং অবিরাম অগ্রগতির সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে– এটা বলা সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত এবং বিজ্ঞানসম্মত। তবে এটা চরম অর্থহীন দাবী যে, প্রাণের উৎপত্তি ও বিকাশ আকস্মিক ও কাকতালীয়ভাবে ঘটেছে অনিয়ন্ত্রিত এবং অসচেতন প্রাকৃতিক পরিস্থিতিতে।

www.draminlibrary.com

বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে সম্পৃক্ত শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গের সকলেই ছিলেন পরিকল্পিত সৃষ্টিবাদী

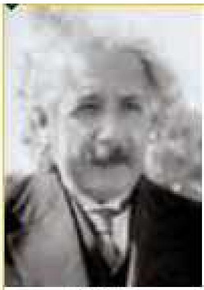
Einstein

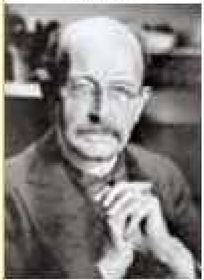
Max Planck

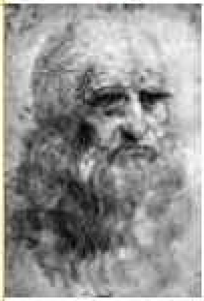
Leonardo Da Vinci

Kepler

বিবর্তনবাদীরা যতই নিজেদেরকে মননশীলতা ও প্রগতিশীলতার সাথে একাত্ম করতে চান, ইতিহাস তাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছে, প্রকৃত উদ্ভাবক ও প্রগতিশীল ব্যক্তিবর্গ সব সময় বিশ্বাসী বিজ্ঞানী ছিলেন; তাঁরা স্রষ্টা কর্তৃক সৃষ্টিতে বিশ্বাস করতেন।

বিজ্ঞানের অগ্রগতির প্রতিটি বাঁকে আমরা এ-রকম বিশ্বাসী বিজ্ঞানীদের লক্ষ্য করি। জ্যোতির্বিজ্ঞানে নবযুগের সূচনাকারী লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি, কোপার্নিকাস, কেপলার এবং গ্যালিলিও, জীবাশ্ম-বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠাতা কুভিয়ার, উদ্ভিদ ও প্রাণির আধুনিক শ্রেণিবিন্যাসকারী লিনিয়াস, মাধ্যাকর্ষণ সূত্রের আবিষ্কারক আইজাক নিউটন, ছায়াপথের অস্তিত্ব ও মহাবিশ্বের সম্প্রসারণ আবিষ্কারক এডউইন হাবল– এঁরাসহ আরো অনেক বিজ্ঞানী আল্লাহ্‌র অস্তিত্বে বিশ্বাস করতেন। তাঁরা এটাও বিশ্বাস করতেন যে, জীবজগত ও মহাবিশ্ব তাঁরই সৃষ্টি।

বিংশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী আলবার্ট আইনস্টাইন বলেন:

“সেই গভীর বিশ্বাস-বর্জিত সত্যিকারের বিজ্ঞানীর কথা আমি কল্পনা করতে পারি না। অবস্থাটা বর্ণনা করা যেতে পারে একটা কথাচিত্রের সাহায্যে: ধর্ম ছাড়া বিজ্ঞান হল খোঁড়া . . .।”[61]

জার্মানির ম্যাক্স প্লাঙ্ক, যিনি আধুনিক পদার্থ বিজ্ঞানের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন, তিনি বলেন:

“যে কেউ যে কোন বৈজ্ঞানিক কাজ গুরুত্বসহকারে নিয়েছেন, তিনি উপলব্ধি করেন, বিজ্ঞান-মন্দিরের তোরণ থেকে প্রবেশদ্বার পর্যন্ত এই কথাগুলি লিখিত আছে: ‘তোমাকে অবশ্যই বিশ্বাস পোষণ করতে হবে’। এটি এমন এক গুণ, যা কোন বিজ্ঞানী পরিত্যাগ করতে পারেন না।”[62]

www.draminlibrary.com

বিজ্ঞানের ইতিহাস প্রকাশ করছে যে, পরিবর্তন ও প্রগতি হল সৃষ্টিবাদী বিজ্ঞানীদের অবদান। পক্ষান্তরে, অবশ্যই, বিংশ ও একবিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি বিশেষভাবে আমাদেরকে পরিকল্পিত সৃষ্টির অসংখ্য প্রমানের সম্মুখীন হবার সুযোগ করে দিয়েছে। আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি আমাদেরকে এই বাস্তবতা আবিস্কার করার সুযোগ দিয়েছে যে, মহাবিশ্ব শূণ্য থেকে অস্তিত্বলাভ করেছে, অন্য কথায় এটাকে "সৃষ্টি করা হয়েছে"। এটি এমন এক বাস্তবতা, যা সমগ্র বিজ্ঞানের জগত স্বীকার করে নিয়েছে: একক বিন্দুর বিস্ফোরণে মহাবিশ্ব অস্তিত্বলাভ করেছে এবং ক্রমোন্নতি পাচ্ছে। এভাবে উনবিংশ শতাব্দীর প্রাচীন বৈজ্ঞানিক পরিবেশের বস্তুবাদীরা বিশ্বাস করত যে, অসীম বিশ্বের কোন শুরু বা শেষ নেই। তাদের এই বিশ্বাস নির্মূল হয়ে গেছে। এটি উপলব্ধিতে আসে যে, মহাবিশ্ব সৃষ্টি করা হয়েছিল, যেমনটি কুরআনে বলা হয়েছে। এর শেষ সীমা রয়েছে এবং সময়ের সাথে সাথে এটি প্রসারিত হচ্ছে। আল কুরআনে এই সত্যটিকে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে:

"অবিশ্বাসীরা কি লক্ষ্য করে না যে, আসমান ও জমিন একত্র ছিল; আমি এদেরকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছি এবং পানি থেকে প্রত্যেক জীবন্ত জিনিস সৃষ্টি করেছি? তবুও কি তারা বিশ্বাস করবে না? (কুরআন-২১:৩০)

"মহাবিশ্বকে আমি আপন ক্ষমতাবলে সৃষ্টি করেছি এবং নিশ্চয় আমি একে সম্প্রসারিত করছি।" (কুরআন-৫১:৪৭)

বিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি আমাদেরকে প্রাণের পরিকল্পনা সম্পর্কে আরো বেশি প্রমান আবিস্কার করার সুযোগ করে দিয়েছে। ইলেকট্রণ অণুবীক্ষণ যন্ত্র প্রাণের ক্ষুদ্রতম একক কোষ ও এর গঠন-উপাদানের কাঠামো প্রকাশ করে দিয়েছে। ডি,এন,এ আবিস্কার দেখিয়ে দিয়েছে, কোষের মধ্যে কি অসীম বুদ্ধিমত্তার ছাপ রয়েছে। জৈব-রাসায়নিক এবং শারীরতত্ত্বের অগ্রগতি দেখিয়ে দিয়েছে দেহের আণবিক পর্যায়ের ত্রুটিহীন কার্যকলাপ এবং এর অতুলনীয় নক্সা; এটা সৃষ্টি ছাড়া অন্য কোনভাবে ব্যাখ্যা করা যায় না।

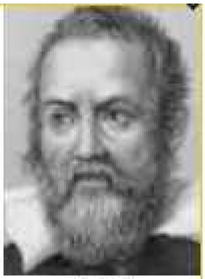
Galileo

Mendel

Pasteur

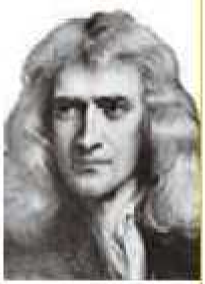
Newton

এসব কিছুর বিপরীতে, ১৫০ বছরের আদিম বিজ্ঞান বিবর্তনবাদ নামক মতবাদ গড়ে ওঠার ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিল।

শেষ কথা হল, যাঁরা সৃষ্টিতে বিশ্বাস করেন এবং অবিরাম এর সপক্ষে নিত্য-নতুন প্রমান পেশ করেন, তাঁদেরকে উন্নয়ন, প্রগতি ও বিজ্ঞান-বিরোধী মনে করাটা অসম্ভব। বরং এঁরাই হলেন বিজ্ঞান ও প্রগতির বড় সমর্থক। তারাই প্রগতির প্রকৃত বিরোধী, যারা এসব বৈজ্ঞানিক প্রমান থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং বিবর্তনবাদ সমর্থন করে, যা অবাস্তব কল্পনা ছাড়া কিছুই নয়।

www.draminlibrary.com

১৫

এই ভাবনা কেন ভ্রান্ত যে, স্রষ্টা জীবের সৃষ্টি করে থাকতে পারেন বিবর্তনের মাধ্যমে?

এটা যখন বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, জীব ও জড় বস্তুতে চমৎকার নক্সা প্রকৃতি ও আকস্মিকতার অন্ধ শক্তি দ্বারা সৃষ্টি হতে পারে না, তখন কিছু লোক স্রষ্টাকে মেনে নেয়। কিন্তু তারা মনে করে, তিনি প্রাণের সৃষ্টি করেছেন বিবর্তনমূলক প্রক্রিয়ায়।

এটা স্পষ্ট যে, সর্বশক্তিমান স্রষ্টা সমগ্র মহাবিশ্ব এবং প্রাণ সৃষ্টি করেছেন। এটি তাঁর সিদ্ধান্ত, সৃষ্টি তাৎক্ষণিক হবে না কি ধাপে ধাপে হবে। এটি কিভাবে ঘটেছিল তা আমরা বুঝতে পারি কেবল তাঁর প্রদত্ত তথ্যের মাধ্যমে (অন্য কথায়, কুরআনের বাণী থেকে) এবং প্রকৃতিতে প্রকট বৈজ্ঞানিক প্রমান থেকে।

যখন আমরা এই দুই উৎসের দিকে লক্ষ্য করি, তখন আমরা "বিবর্তনের মাধ্যমে সৃষ্টি"-এর কোন নমুনা দেখতে পাই না।

আল্লাহর অবতীর্ণ কুরআনের অনেক আয়াতে মানুষ, প্রাণ এবং মহাবিশ্ব সৃষ্টির কথা বলা হয়েছে। এ-সব আয়াতের কোনটিই বিবর্তনের মাধ্যমে সৃষ্টি সম্পর্কে কিছু বলেনি। অন্য কথায়, একটি আয়াতেও উল্লেখ নেই যে, একটি জীবের বিবর্তনে আরেকটি অস্তিত্ব লাভ করেছে। পক্ষান্তরে, এ-সব আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, প্রাণ ও মহাবিশ্বের অস্তিত্বলাভ হয়েছে আল্লঅহর নির্দেশ "হও" থেকে।

The Qur'an contains not one verse about creation being based on evolution.

www.draminlibrary.com

বৈজ্ঞানিক আবিস্কার থেকেও প্রকাশ পাচ্ছে যে, "বিবর্তনের মাধ্যমে সৃষ্টি" প্রশ্নাতীত। জীবাশ্ম রেকর্ড থেকে দেখা যাচ্ছে, বিভিন্ন প্রজাতির উদ্ভব ঘটেছে একটি থেকে আরেকটি বিবর্তিত হয়ে নয়, বরং স্বাধীনভাবে, আকস্মিকভাবে এবং তাদের সমস্ত স্বতন্ত্র কাঠামো সহকারে। অন্য কথায়, প্রত্যেক প্রজাতির সৃষ্টি হয়েছে পৃথক পৃথকভাবে।

যদি "বিবর্তনের মাধ্যমে সৃষ্টি" জাতীয় কিছু থাকত, তাহলে আমরা আজ তার প্রমান দেখতে পেতাম। আল্লাহ সবকিছু সৃষ্টি করেছেন এক বিশেষ শৃংখলায়, কার্য-কারণ এবং নিয়মের কাঠামোর মধ্যে। উদাহরণ স্বরূপ, সন্দেহাতীতভাবে আল্লাহ জাহাজকে পানিতে ভাসমান করেছেন। তবে আমরা যখন এর কারণ অনুসন্ধান করি, তখন দেখি, এর পিছনে রয়েছে পানির প্লবতা শক্তি। পাখির উড্ডয়ন আল্লাহর দেওয়া শক্তি ছাড়া কিছু নয়। আসলে, যখন আমরা পরীক্ষা করি এটা কিভাবে ঘটে, তখন আমরা উড্ডয়ন-গতিবিদ্যার সূত্র খুঁজে পাই। এই কারণে, যদি প্রাণের সৃষ্টি ধাপে ধাপে হত, তাহলে নিশ্চয় তার কোন পদ্ধতি থাকত; সেটার ব্যাখ্যা বংশগতি বিদ্যার উন্নতিতে পাওয়া যেত। তাছাড়া, পদার্থগত, রাসায়নিক ও জৈবিক সূত্রও জানা যেত। গবেষণাগারের পরীক্ষা-নিরীক্ষা থেকে প্রমান হিসাবে দেখানো যেত যে, জীবের এক প্রজাতি অন্য প্রজাতিতে রূপান্তরিত হতে পারে। আবার কোন প্রজাতির যে এনজাইম, হরমোন বা অনুরূপ অণু নেই, তার সুবিধার্থে তা প্রয়োগ করা সম্ভব হত (এ-সব উপাদান উৎপাদনের গবেষণাকে ধন্যবাদ)। এছাড়া, নতুন অঙ্গ ও কাঠামো তৈরি করা সম্ভব হত যা আলোচ্য জীবদেহে আগে ছিল না।

বিজ্ঞানাগারে গবেষণা এমন প্রাণির নজির পেশ করতে সক্ষম হত, যারা এই প্রক্রিয়া দ্বারা রূপান্তরিত হয়েছে কিংবা সত্যিকার অর্থে উপকৃত হয়েছে। আমরা এটাও দেখতে পেতাম যে, এসব রূপান্তর পরবর্তী প্রজন্মে বাহিত হয়েছে এবং সেই প্রজাতির স্থায়ী বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়েছে। আবার মধ্যবর্তী পর্যায়ের লক্ষ লক্ষ জীবাশ্ম পাওয়া যেত যারা অতীতে জীবিত ছিল, আর আমাদের সময়-কালেও অনেক জীব দেখা যেত যারা এখনো তাদের রূপান্তর প্রক্রিয়া শেষ করেনি। সংক্ষেপে বলতে গেলে, এই প্রক্রিয়ার অসংখ্য নমুনা পাওয়া যেত।

যাহোক, এক প্রজাতি রূপান্তরিত হয়ে অন্য প্রজাতি আবির্ভাবের একটি প্রমানও পাওয়া যায়নি। আমরা আগেই লক্ষ্য করেছি, জীবাশ্ম রেকর্ড থেকে দেখা যাচ্ছে, কোন পূর্ব পুরুষ ছাড়াই প্রজাতির উদ্ভব আকস্মিকভাবে ঘটেছে। এই বাস্তবতা যেভাবে বিবর্তনবাদকে ধ্বংস করে দিচ্ছে (যার দাবী হল, প্রাণের উদ্ভব দুর্ঘটনাবশতঃ হয়েছে), ঠিক তেমনিভাবে বৈজ্ঞানিক পন্থায় এই ধারণাকেও বাতিল করে দিচ্ছে যে, আল্লাহ প্রাণের সৃষ্টি করেন, তারপর এটা ধাপে ধাপে বিবর্তিত হয়।

www.draminlibrary.com

আল্লাহ জীব সৃষ্টি করেছেন অতিপ্রাকৃতিক উপায়ে, একটি মাত্র আদেশ "হও" বলে। আধুনিক বিজ্ঞান এই ব্যাপারটি নিশ্চিত করেছে এবং প্রমান করেছে যে, প্রাণের আবির্ভাব পৃথিবীতে হঠাৎ করে হয়েছে।

যারা এই ধারণা সমর্থন করেন যে, "আল্লাহ জীবের সৃষ্টি করেছেন বিবর্তন প্রক্রিয়ায়", তারা আসলে সৃষ্টিবাদ ও বিবর্তনবাদের মধ্যে সেতুবন্ধন রচনা করতে চান। যাহোক, তারা এক মৌলিক ভুল করে বসেন। তারা ডারউইনবাদের মৌলিক যুক্ত এবং কোন্ ধরণের দর্শনের এটা আনুকূল্য করে, তা বুঝে উঠতে পারেন না। ডারউইনবাদ প্রজাতির রূপান্তরের ধারণা দেয় না। এটা আসলে শুধু বস্তুগত কারণের সাহায্যে প্রজাতির উৎপত্তিকে ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করে। অন্যভাবে বলতে গেলে, এই মতবাদ বিজ্ঞানের প্রলেপ দেবার মাধ্যমে এই দাবীকে গ্রহনযোগ্য করে তুলতে চায় যে, জীব হল প্রকৃতির সৃষ্টি। এই প্রকৃতি-দর্শন এবং আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসের মধ্যে কোন সাধারণ ক্ষেত্র থাকতে পারে না। এ-রকম সাধারণ ক্ষেত্র খুঁজতে যাওয়া এক বিরাট ভুল। এর অর্থ ডারউইনবাদের জন্য জায়গা ছেড়ে দেওয়া এবং এই মিথ্যা দাবীর সাথে একমত পোষণ করা যে, এটা এক বৈজ্ঞানিক মতবাদ। ১৫০ বছরের ইতিহাস যেমনটি দেখাচ্ছে, ডারউইনবাদ হল বস্তুবাদী দর্শন ও নাস্তিকতার মেরুদণ্ড। কোন সাধারণ ক্ষেত্রের সন্ধানই কখনো এই বাস্তবতাকে পরিবর্তন করতে পারবে না।

Lobster fossils from the Ordovician Age: they are no different from living lobsters.

110-million-year-old fish fossils from the Santana fossil bed in Brazil.

www.draminlibrary.com

LIVING FOSSILS

The fossil starfish on the left is 100-150 million years old. It is no different from the modern starfish above.

Today's dragonfly is exactly the same as the 135-million-year-old fossil on the left.

The shark, one of the most dangerous creatures in the sea, and the 400-million-year-old fossil below clearly show that there has been no evolutionary process.

All the fossil discoveries that have been made show that living things have undergone no evolutionary process, that they were created millions of years ago in just the same form as they are now, and that they had no evolutionary ancestors. This fact clearly shows that creation by evolution is quite out of the question.

www.draminlibrary.com

১৬

এটা চিন্তা করা কেন সঠিক নয় যে, ভবিষ্যতে বিবর্তনবাদের নিশ্চিত প্রমান পাওয়া যাবে?

কোণঠাসা হবার পর বিবর্তনবাদের কিছু সমর্থক এই অজুহাত অবলম্বন করেন যে, আজ যদিও বৈজ্ঞানিক আবিস্কার বিবর্তনবাদকে নিশ্চিত করছে না, তবুও ভবিষ্যতে বিজ্ঞানের অগ্রগতি এটা নিশ্চিত করবে।

এখানে শুরুতেই যে মৌলিক বিষয়, সেটা হল, বৈজ্ঞানিক ক্ষেত্রে বিবর্তনবাদীদের পরাজয় স্বীকার করে নেওয়া। অব্যক্ত অর্থ উপলব্ধি করে বিষয়টিকে আমরা এভাবে ভাষা দিতে পারি: "হ্যাঁ, আমরা বিবর্তনবাদের সমর্থকরা স্বীকার করছি যে, আধুনিক বিজ্ঞানের আবিস্কার আমাদেরকে সমর্থন করে না। এই কারণে আমরা বিষয়টিকে ভবিষ্যতের দিকে ঠেলে দেওয়া ছাড়া কোন উপায় দেখছি না।"

তবে বিজ্ঞান এ-রকম যুক্তি মেনে কাজ করে না। একজন বিজ্ঞানী শুরুতেই কোন মতবাদের প্রতি এই আশা নিয়ে আত্মনিবেদন করেন না যে, কোন একদিন এই মতবাদের প্রমান পাওয়া যাবে। বিজ্ঞান প্রাপ্ত প্রমান পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখে এবং এটা থেকে উপসংহার টানে। এই কারণে বিজ্ঞানীদের উচিত পরিকল্পনা বা সৃষ্টিবাদকে মেনে নেওয়া যা বৈজ্ঞানিক আবিস্কার দ্বারা প্রমাণিত।

যাহোক, এটা সত্ত্বেও বিবর্তনবাদী উদ্ধৃতি ও প্রচারণা এখনো মানুষকে প্রভাবিত করে, বিশেষকরে তাদেরকে যারা এই মতবাদের ব্যাপারে পূর্ণ ওয়াকিফহাল নয়। এই কারণে, জবাবটা পুর্ণাঙ্গভাবে দিলে কাজে লাগবে:

আমরা তিনটি মৌলিক প্রশ্নের সাহায্যে বিবর্তনবাদের গ্রহনযোগ্যতা মূল্যায়ন করতে পারি:

১। কিভাবে প্রথম জীবন্ত কোষের উদ্ভব হল?
২। কিভাবে জীবের এক প্রজাতি অন্যটায় রূপান্তরিত হল?
৩। জীবের ক্ষেত্রে এধরণের প্রক্রিয়া ঘটেছিল– এমন প্রমান জীবাশ্ম রেকর্ডে আছে কি?

এই তিনটি প্রশ্নের উপর (যার উত্তর এই মতবাদকে দিতে হবে) বিংশ শতাব্দীতে প্রচুর গবেষণা চালানো হয়েছে। এসব গবেষণায় যা প্রকাশ পেয়েছে তা হল, বিবর্তনবাদ প্রাণের উদ্ভবের কারণ দর্শাতে পারে না। আমরা যখন এই প্রশ্নগুলি একে একে মূল্যায়ন করব, তখন এটা স্পষ্ট হয়ে উঠবে।।

এক. বিবর্তনবাদের সমর্থকদের জন্য আদিকোষ এর প্রশ্ন হল সবচেয়ে মারাত্মক উভয়সংকট। এই বিষয়ের উপর পরিচালিত গবেষণা থেকে জানা যাচ্ছে যে, "আকস্মিকতা"-এর ধারণা দিয়ে আদিকোষের উদ্ভব ব্যাখ্যা করা অসম্ভব। ফ্রেড হোয়েল বিষয়টি এ-ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন:
"এ-ভাবে প্রাণের উদ্ভবকে তুলনা করা যেতে পারে পরিত্যক্ত যানবাহন-ক্ষেত্রের উপর দিয়ে টর্ণেডো বয়ে যাবার ফলে উপকরণগুলোর সমন্বয়ে বোয়িং ৭৪৭ তৈরি হবার মত আকস্মিক ঘটনার সাথে।"[63]

আসুন একটি উদাহরণের সাহায্যে দেখি, বিবর্তনবাদীরা কত পরস্পর বিরোধিতায় জড়িত। উইলিয়াম প্যালের বিখ্যাত উদাহরণটির কথা স্মরণ করুন। একজন ব্যক্তি জীবনে কোনদিন ঘড়ি দেখেনি। এক নির্জন দ্বীপে সে এক দিন একটি ঘড়ি পেয়ে গেল। ১০০ মিটার দূর থেকে দেওয়াল ঘড়িটা দেখে সে বুঝতে পারে না এটা কি। সে এটাকে অন্যান্য প্রাকৃতিক বস্তু থেকে আলাদা করতে পারে না। তবু, যখন সেই ব্যক্তি আরো নিকটে যায়, তখন ওটা দেখেই বুঝতে পারে, এটি এক পরিকল্পনার ফসল। আরো নিকট থেকে দেখে এ-ব্যাপারে তার মোটেই কোন সন্দেহ থাকে না। পরের ধাপ হতে পারে বস্তুটার বৈশিষ্ট্য এবং এতে যে শৈল্পিকতা ফুটে উঠেছে তা পরীক্ষা করে দেখা। যখন সে এটা খুলে ফেলে এবং এর খুঁটিনাটি দেখতে থাকে, তখন সে বুঝতে পারে যে, বাহ্যিক কাঠামোর তুলনায় এর মধ্যে অনেক কিছু জানার আছে এবং এটি বুদ্ধিমত্তার ফসল। পরবর্তী প্রত্যেক পরীক্ষা সেই বিশ্লেষণকে আরো বেশি নিশ্চিত করে দেয়।

বিজ্ঞানের অগ্রগতির সাথে সাথে প্রাণের উদ্ভব সম্পর্কিত সত্য এই রকমই এক অবস্থা। বিজ্ঞানের অগ্রগতি জীবের অঙ্গ-তন্ত্র, কোষ-কলা এমনকি আণবিক পর্যায়ের নিখুঁত কাঠামো উদ্ঘাটন করেছে। আমাদের প্রাপ্ত প্রতিটি নতুন তথ্য এই পরিকল্পনার বিস্ময়কর মাত্রাকে আরো স্পষ্ট করে দিতে সাহায্য করে। ঊনবিংশ শতাব্দীর বিবর্তনবাদীরা , যারা কোষকে

www.draminlibrary.com

মনে করতেন অতি ক্ষুদ্র কার্বনের টুকরা, তারা সেই ব্যক্তির মত ছিলেন, যে ১০০ মিটার দূর থেকে দেওয়াল ঘড়িটা দেখেছে। যাহোক, আজকের দিনে এমন একজন বিজ্ঞানী পাওয়া অসম্ভব যিনি স্বীকার করেন না যে, কোষের প্রতিটি অংশ চমৎকার শিল্পকর্ম এবং স্বতন্ত্র পরিকল্পনা। এমনকি একটি ক্ষুদ্র কোষের পর্দাও, যাকে বাছাইকারী ফিল্টার বলে বর্ণনা করা হয়, তাতেও রয়েছে বিপুল বুদ্ধিমত্তা ও পরিকল্পনা। এটি চারিদিকে অণু-পরমাণু এবং প্রোটিনকে চিনতে পারে যেন এর নিজস্ব সচেতনতা রয়েছে। এরা কেবল সে-সব জিনিসকেই কোষের মধ্যে প্রবেশ করতে দেয় যা প্রয়োজনীয় (আরো বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন হারুন ইয়াহিয়ার Consciousness in the Cell গ্রন্থটি)। ঘড়ির সামান্য বুদ্ধিমান পরিকল্পনার তুলনায় জীবদেহগুলির রয়েছে স্তম্ভিত করার মত বুদ্ধিমত্তা ও পরিকল্পনার দক্ষতা। বিবর্তনবাদকে প্রমান করা দূরে থাক, জীবদেহের গঠন নিয়ে পরিচালিত সূক্ষ্ম গবেষণার ক্রমবর্ধমান ক্ষেত্র, যার অল্প কিছু এযাবৎ আবিস্কৃত হয়েছে, সেগুলি আমাদেরকে পরিকল্পিত সৃষ্টি বুঝতে আরো বেশি সাহায্য করে।

দুই. বিবর্তনবাদীরা বিশ্বাস করেন যে, এক প্রজাতি অন্য প্রজাতিতে রূপান্তরিত হয় মিউটেশন ও প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে। এই বিষয়ের উপর যত গবেষণা পরিচালিত হয়েছে তা থেকে দেখা যায় যে, দুই পদ্ধতির কোনটারই বিবর্তনমূলক প্রভাব নেই। লণ্ডনের নেচারাল হিস্টরি যাদুঘরের প্রবীন জীবাশ্মবিদ কলিন প্যাটারসন এই বিষয়টির উপর জোর দিয়ে বলেছেন:
“কেউ কখনো প্রাকৃতিক নির্বাচন পদ্ধতির সাহায্যে কোন প্রজাতি তৈরি করতে পারেনি। কেউ কখনো এর কাছাকাছিও যেতে পারেনি। নব্য-ডারউইনবাদের অধিকাংশ আধুনিক যুক্তি-তর্ক এই প্রশ্ন নিয়েই।”[64]

মিউটেশনের উপর পরিচালিত গবেষণা থেকে দেখা যাচ্ছে যে, এর কোন বিবর্তনমূলক বৈশিষ্ট্য নেই। আমেরিকান বংশগতি বিজ্ঞানী বি, জি রাঙ্গানাথান বলেন:
“প্রথমত: প্রকৃত মিউটেশন প্রকৃতিতে খুবই দুর্লভ। দ্বিতীয়ত: অধিকাংশ মিউটেশনই হল ক্ষতিকর। কারণ, জিনের গঠন-কাঠামোতে এটা সুশৃংখল পরিবর্তনের পরিবর্তে এলোপাথাড়ি পরিবর্তন ঘটায়। অত্যন্ত সুশৃংখল ব্যবস্থাপনায় এলোপাথাড়ি পরিবর্তন ঘটলে তার ফল ভাল নয়, বরং মন্দ হয়ে থাকে। উদাহরণ স্বরূপ, ভূমিকম্প যদি অত্যন্ত সুন্দর কাঠামোর ভবনে ঝাঁকুনি দেয়, তাহলে ভবনটির কাঠামোতে এলোপাথাড়ি অবস্থা সৃষ্টি হবে। এতে ভবনটির কোন ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটবে না।”[65]

আমরা দেখলাম, প্রজাতির উদ্ভবের জন্য বিবর্তনবাদ যে পদ্ধতির ধারণা দেয়, তা সম্পূর্ণ অকার্যকর। আসলে এটা ক্ষতিকর। এটা বোঝা যাচ্ছে, যে-সব পদ্ধতির উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলোর সম্ভাব্যতা উপলব্ধির জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ততটা অগ্রগতি তখনো

www.draminlibrary.com

হয়নি। এই দাবী অতিকল্পনা ছাড়া কিছু নয়। এর কোন উন্নয়নমূলক বা বিবর্তনমূলক প্রভাব নেই।

তিন. জীবাশ্ম থেকে এটাও দেখা যায় যে, প্রাণের উদ্ভব কোন বিবর্তনমূলক প্রক্রিয়ার ফলে হয়নি। বরং এটা ঘটেছে সহসা নিখুঁত "পরিকল্পনার" ফসল হিসাবে। যে-সব জীবাশ্ম এযাবৎকাল আবিস্কৃত হয়েছে, সে-গুলো এটাই নিশ্চিত করে। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সুপরিচিত জীবাশ্ম বিজ্ঞানী এবং আমেরিকার নেচারাল হিস্টরি জাদুঘরের কিউরেটর নীলস এ্যালড্রেজ ব্যাখ্যা করেন যে, ভবিষ্যতে আবিস্কৃত হবে এমন কোন জীবাশ্ম এই পরিস্থিতি পাল্টে দিতে পারবে– তার কোন সম্ভাবনা নেইঃ

" (জীবাশ্ম) রেকর্ডগুলোর মধ্যে লাফিয়ে চলার প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে, এবং সকল প্রমান থেকে দেখা যাচ্ছে যে, রেকর্ডগুলোতে শূণ্যতা রয়েছে। এটা জীবের ইতিহাসের বাস্তব ঘটনাসমূহ প্রতিফলিত করে– দুর্বল জীবাশ্ম রেকর্ডের কৃত্রিমতা নয়।"[66]

আরেকজন আমেরিকান পণ্ডিত রবার্ট ওয়েসন তাঁর ১৯৯১ সালে প্রকাশিত Beyond Natural Selection গ্রন্থে উল্লেখ করেন যে, "জীবাশ্ম রেকর্ডের মধ্যকার শূণ্যতা বাস্তব এবং বিরাট।" তিনি এই দাবীকে এভাবে ব্যাখ্যা করেন:

"যাহোক, (জীবাশ্ম) রেকর্ডের মধ্যবর্তী শূণ্যতা এক বাস্তব বিষয়। কোন গুরুত্বপূর্ণ শাখায় রেকর্ডের অনুপস্থিতি একেবারেই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। প্রজাতিসমূহ সচরাচর সুদীর্ঘকাল যাবৎ স্থিতিশীল কিংবা তার কাছাকাছি অবস্থায় থেকেছে। প্রজাতিসমূহ কদাচিৎ নতুন প্রজাতিতে বিবর্তিত হয়, আর গণ কখনোই নতুন গণে বিবর্তিত হয় না। কিন্তু একটির দ্বারা আরেকটির প্রতিস্থাপন এবং পরিবর্তন কম বেশি আকস্মিক।"[67]

উপসংহারে বলতে হয়, বিবর্তনবাদ প্রচারের ১৫০ বছর অতিক্রান্ত হল, আর পরবর্তী কালে বিজ্ঞানের সকল অগ্রগতি এই মতবাদের বিপক্ষে গেছে। বিজ্ঞান প্রাণের উপর যত বেশি বিস্তারিত গবেষণা করেছে, তত বেশি সৃষ্টির নির্ভুলতার প্রমান পাওয়া গেছে, আর তত বেশি উপলব্ধিতে এসেছে যে, প্রাণের উদ্ভব ও পরবর্তী বৈচিত্র দুর্ঘটনার ফল স্বরূপ ঘটা সম্পূর্ণ অসম্ভব। প্রত্যেকটি স্বতন্ত্র গবেষণা জীবের মধ্যে পরিকল্পনার নতুন প্রমান প্রকাশ করছে এবং পরিকল্পিত সৃষ্টির বাস্তবতাকে আরো পরিস্কার করে দিচ্ছে। ডারউইনের সময়কাল থেকে যত দশক অতিক্রান্ত হয়েছে, তত বেশি বিবর্তনবাদের অগ্রহযোগ্যতা প্রকাশিত হয়েছে।

www.draminlibrary.com

সারকথা হল, বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি বিবর্তনবাদের অনুকূল নয়। সে-জন্য ভবিষ্যতে আরো অগ্রগতি ঘটলেও এই মতবাদ আনুকূল্য পাবে না, বরং এর অগ্রহনযোগ্যতা আরো বেশি প্রকট হবে।

এখন এটা বলতে বাকি রইল যে, বিবর্তনের দাবীসমূহ এমন নয় যা বিজ্ঞান এখনো সমাধান করেনি বা ব্যাখ্যা করেনি– ভবিষ্যতে ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হবে। বরং আধুনিক বিজ্ঞান বিবর্তনবাদের প্রতিটি দিককে ভুল প্রমাণিত করেছে এবং দেখিয়ে দিয়েছে যে, সব দৃষ্টিকোণ থেকেই এ-রকম এক কাল্পনিক প্রক্রিয়া ঘটে থাকা অসম্ভব।

এ-রকম এক সমর্থনের অযোগ্য বিশ্বাস ভবিষ্যতে প্রমাণিত হবে– এই দাবী করাটা মার্কসবাদী ও বস্তুবাদী মহলের কল্পনাপ্রসূত এবং আজগুবি মনোভঙ্গীর ফসল; তারা বিবর্তনবাদকে তাদের মতাদর্শের সমর্থক হিসাবে দেখে থাকেন। তারা কেবল প্রচণ্ড হতাশাজনক অবস্থার মধ্যে নিজেদেরকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করে যাচ্ছেন।

এই কারণে, "বিজ্ঞান ভবিষ্যতে বিবর্তনবাদকে প্রমান করবে"– এই ধারণা এটা বিশ্বাস করা থেকে ভিন্ন নয় যে, পৃথিবী এক হাতির পিঠের উপর অবস্থিত।

www.draminlibrary.com

১৭

কেন আকারগত পরিবর্তন বিবর্তনবাদের প্রমান নয়?

কিছু জীবের শারীরীক পরিবর্তন ঘটে টিকে থাকার জন্য এবং বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রাকৃতিক অবস্থার সাথে খাপ খাওয়ানোর জন্য। এই প্রক্রিয়া রূপান্তর নামে পরিচিত। জীববিজ্ঞান ও বিবর্তনবাদের জ্ঞান যাদের অপর্যাপ্ত, তারা কখনো কখনো এই প্রক্রিয়াকে বিবর্তনবাদের প্রমান হিসাবে উপস্থাপন করার চেষ্টা করেন। প্রচারণার যে-সব উৎস রূপান্তরকে "বিবর্তনের উদাহরণ" হিসাবে উল্লেখ করে, সেগুলি অগভীর, সংকীর্ণ ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত প্রচারণা। এর উদ্দেশ্য হল সে-সব লোককে ভুল পথে চালনা করা, যারা বিষয়টিতে পর্যাপ্ত জ্ঞান রাখে না, যারা তরুণ বিবর্তনবাদী, কিংবা স্বল্প জ্ঞানের অধিকারী জীববিদ্যার শিক্ষক। যে-সব বিজ্ঞানীকে বিবর্তনবাদের বিশেষজ্ঞ মনে করা হয়, এবং যারা এই মতবাদের মধ্যকার উভয়সংকট ও পরস্পর বিরোধিতা সম্পর্কে ভাল জানেন, তারা এই হাস্যকর দাবীর উল্লেখ করতেও দ্বিধা করেন। এর কারণ হল, তারা জানেন এটা কতটা অর্থহীন।

প্রজাপতি, মাছি এবং মৌমাছি হল সবচেয়ে সুপরিচিত কিছু প্রাণি যাদের রূপান্তর ঘটে। ব্যাঙ হল আরেকটি উদাহরণ; এরা জীবন শুরু করে পানিতে

www.draminlibrary.com

এবং পরে বাস করে মাটিতে। বিবর্তনবাদের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। কারণ, এই মতবাদ আকস্মিক মিউটেশনের সাহায্যে জীবের মধ্যে সৃষ্ট পার্থক্যের কারণ ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করে। অথচ, রূপান্তরের সাথে এই দাবীর কোনই সাদৃশ্য নেই। কারণ, রূপান্তর হল এক পূর্ব-পরিকল্পিত প্রক্রিয়া; এর সাথে মিউটেশন বা আকস্মিকতার কোন সম্পর্ক নেই। কোন আকস্মিকতা রূপান্তর ঘটায় না, বরং এটা ঘটে সেই বংশগতির তথ্যের কারণে যা কোন প্রাণির জন্মের মুহূর্তে তার মধ্যে স্থাপিত হয়। উদাহরণ স্বরূপ, ব্যাঙের মধ্যে বংশগতির এই তথ্য রয়েছে যা তাকে পানিতে বাস করার সময়েও ভূ-পৃষ্ঠে বাস করতে সাহায্য করে। এমনকি মশার লার্ভা অবস্থাতে তার পিউপা ও পূর্ণ বয়স্ক সময়কালের জিনগত তথ্য বিদ্যমান থাকে। এই একই কথা সেই সব প্রাণির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যাদের ক্ষেত্রে রূপান্তর ঘটে।

Some creatures that undergo metamorphosis: the frog, the butterfly, the bee, the mosquito.

রূপান্তর স্রষ্টা কর্তৃক সৃষ্টির প্রমান

রূপান্তর নিয়ে সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা যাচ্ছে, এটি এক জটিল প্রক্রিয়া যা বিভিন্ন জিন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। উদাহরণ স্বরূপ, ব্যাঙের রূপান্তরের ক্ষেত্রে কেবল লেজ-সংশ্লিষ্ট প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রিত হয় এক ডজনের বেশি জিন দ্বারা। এর অর্থ হল, এই প্রক্রিয়া ঘটে কয়েকটি অংশের একত্রে কাজ করার ফলে। এটি এক জৈবিক প্রক্রিয়া যা “অপরিবর্তনীয় জটিলতা” এর বৈশিষ্ট্য বহন করে; এটা থেকে বুঝা যায়, রূপান্তর হল বিশেষ সৃষ্টির প্রমান।

www.draminlibrary.com

"অপরিবর্তনীয় জটিলতা" হল একটি ধারণা যা বিজ্ঞান-বিষয়ক সাহিত্যে স্থান করে নিয়েছে। এর পিছনে রয়েছেন প্রাণরসায়নের অধ্যাপক মাইকেল বেহে। তিনি

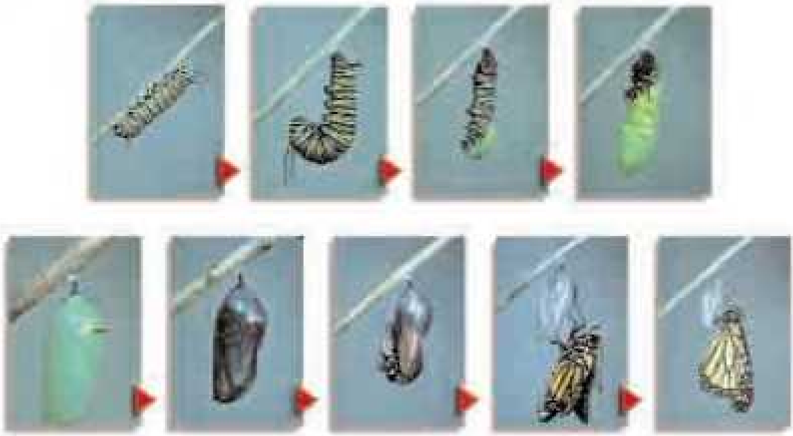

People who try to portray metamorphosis as "evidence of evolution" know nothing about biology and the theory of evolution. Metamorphosis is a "planned change" encoded inside genetic information, and bears no similarity to evolution, which means "coincidental change." Metamorphosis is an example of "irreducible complexity," and is evidence that disproves evolution.

বিবর্তনবাদের অগ্রহনযোগ্যতা প্রমাণের লক্ষ্যে গবেষণা পরিচালনার জন্য বিখ্যাত। এটার অর্থ হল এই যে, জটিল অঙ্গ-তন্ত্রগুলি তাদের বিভিন্ন অংশ সহকারে একত্রে কাজ করে। যদি অতি ক্ষুদ্র কোন অংশও কাজ না করে, তাহলে সমস্ত অঙ্গ বা দেহতন্ত্রও কাজ করবে না। এরকম জটিল কাঠামোর আকস্মিকভাবে উদ্ভূত হওয়া অসম্ভব; সময়ের আবর্তনে এতে অতি নগন্য পরিবর্তন হয়, যেমনটি বিবর্তনবাদের দাবী। রূপান্তরের ক্ষেত্রে এটাই ঘটে। রূপান্তরের প্রক্রিয়া ঘটে হরমোন সমূহের অত্যন্ত সংবেদনশীল ভারসাম্য এবং সময় নিয়ন্ত্রণের দ্বারা; এসব হরমোন বিভিন্ন জিন দ্বারা প্রভাবিত হয়। সামান্য ভুল হলেও প্রাণিটিকে জীবন দিয়ে ক্ষতিপূরণ করতে হবে। এটা বিশ্বাস করা অসম্ভব যে, এরকম জটিল প্রক্রিয়া আকস্মিকভাবে এবং ধাপে ধাপে ঘটতে পারে। যখন অতি নগন্য ভুলও প্রাণিটির প্রাণ নাশের কারণ হতে পারে, তখন "ভুল ও সংশোধন" (trial and error) কিংবা প্রাকৃতিক নির্বাচনের পদ্ধতির কথা চিন্তা করাও অসম্ভব, যেমনটি বিবর্তনবাদীরা দাবী করেন। আকস্মিকভাবে আসবে এমন কোন না-পাওয়া অঙ্গের জন্য কোন প্রাণি লক্ষ লক্ষ বছর অপেক্ষা করতে পারে না।

Prof. Michael Behe

এই বাস্তবতাকে মনে রাখলে এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, বিষয়টি বিবর্তনের সপক্ষে মোটেই কোন প্রমান দাঁড় করায় না। অথচ রূপান্তর সম্পর্কে ভুল ধারণা পোষণকারী কিছু ব্যক্তি এমনটি মনে করেন। পক্ষান্তরে, যখন এই প্রক্রিয়ার জটিলতা এবং এটা নিয়ন্ত্রণকারী অঙ্গসমূহকে বিবেচনায় আনা হয়, তখন রূপান্তরের বৈশিষ্ট্যযুক্ত প্রাণিগুলিকে সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টির সুস্পষ্ট প্রমান হিসাবে প্রতীয়মান হয়।

www.draminlibrary.com

১৮

ডি,এন,এ কে "আকস্মিকতা"-র ফসল বলা অসম্ভব কেন?

আজকের দিনে আমরা বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের যে স্তরে পৌঁছেছি, তা থেকে দেখা যাচ্ছে, জীবদেহের সুস্পষ্ট নক্সা ও জটিল অঙ্গ-তন্ত্র তাদের আকস্মিকভাবে উদ্ভুত হওয়া অসম্ভ করে তুলেছে। উদাহরণ স্বরূপ, সাম্প্রতিক "মানব জিনোম প্রকল্প"-কে ধন্যবাদ; মানব জিনের বিস্ময়কর নক্সা ও সংরক্ষিত বিপুল তথ্য সকলের সামনে প্রকাশিত হয়েছে।

www.draminlibrary.com

এই প্রকল্পের পরিকাঠামোর মধ্যে, যুক্তরাষ্ট্র থেকে চীন পর্যন্ত পৃথিবীর অনেক দেশের বিজ্ঞানীরা ১০ বছর ধরে কাজ করেছেন ডি এন এ-র ৩ বিলিয়ন রাসায়নিক সংকেতকে একে একে পাঠোদ্ধার করার জন্য। ফলে, মানব জিনের প্রায় সকল তথ্য তার সঠিক শৃঙ্খলায় প্রকাশ পেয়েছে।

মানব জিনোম প্রকল্পের নেতৃত্ব দানকারী বিজ্ঞানী ডঃ ফ্রান্সিস কলিন্স বলেন, এটি খুবই উত্তেজনাকর ও গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি । তবে ডি এন এ-র তথ্য পাঠোদ্ধারের ক্ষেত্রে কেবল প্রথম পদক্ষেপ গ্রহন করা হয়েছে।

তথ্যের পাঠোদ্ধারে শত শত বিজ্ঞানীর ১০ বছর সময় কেন লাগল তা বুঝার জন্য আমাদেরকে ডি এন এ-র তথ্যের বিপুলতা উপলব্ধি করতে হবে।

ডি এন এ অসীম জ্ঞানের উৎসকে প্রকাশ করছে

একটি মানব কোষের ডি এন এ-তে এত বিপুল তথ্য থাকে যে, তা দিয়ে দশ লক্ষ পৃষ্ঠার বিশ্বকোষ রচিত হতে পারে। এটার সমস্তটা একজনের জীবন-কালে পাঠ করা অসম্ভব। কেউ যদি প্রতিদিন সম্পূর্ণ বিরামহীনভাবে প্রতি সেকেণ্ডে এটি করে ডি এন এ কোড পড়তে থাকে, তাহলে তার ১০০ বছর সময় লাগবে। কারণ হল, আলোচ্য বিশ্বকোষে অন্তর্ভূক্ত রয়েছে প্রায় ৩ বিলিয়ন ভিন্ন ভিন্ন কোড বা সংকেত। যদি আমরা ডি এন এ-র সমুদয় তথ্য কাগজে লিপিবদ্ধ করতাম, তাহলে এটা বিছিয়ে দিলে উত্তর মেরু থেকে ইকুয়েটর পর্যন্ত পৌঁছে যেত। এটার অর্থ হল প্রায় ১০০০টি বিশালাকার গ্রন্থ– যা এক বড় গ্রন্থাগার পূর্ণ করার চেয়েও বেশি।

আরো গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হল, এই সকল তথ্য প্রতিটি কোষের নিউক্লিয়াসে থাকে। এর অর্থ হল, একজন ব্যক্তির দেহে যেহেতু মোটামুটি ১০০ ট্রিলিয়ন কোষ থাকে, সেহেতু উল্লেখিত গ্রন্থাগারের মত ১০০ ট্রিলিয়ন গ্রন্থাগার থাকে একজন মাত্র ব্যক্তির মধ্যে।

আমরা যদি এই তথ্যভাণ্ডারকে তুলনা করতে চাই এযাবৎ মানুষের অর্জিত জ্ঞানের সাথে, এই রকম বিপুলতার কোন দৃষ্টান্ত পেশ করা অসম্ভব। এটি থেকে এক অবিশ্বাস্য চিত্র

www.draminlibrary.com

আমাদের সামনে চলে আসছে: ১০০ ট্রিলিয়ন × ১০০০ বই! এটি ভূ-পৃষ্ঠের বালিকণার চেয়েও বেশি। তাছাড়া, আমরা যদি ঐ সংখ্যাকে ৬ বিলিয়ন দিয়ে গুণ করি, যা পৃথিবীতে জীবিত মানুষের সংখ্যা, এবং আরো অনেক বিলিয়ন মানুষ যারা আগে পৃথিবীতে ছিল, তাহলে যে সংখ্যাটি পাওয়া যাবে, তা আমাদের উপলব্ধি ক্ষমতার বাইরে এবং তথ্যের পরিমাণ হয়ে পড়বে অসীম। আমরা কত প্রভাবিত করার মত তথ্যের সাথে পাশাপাশি

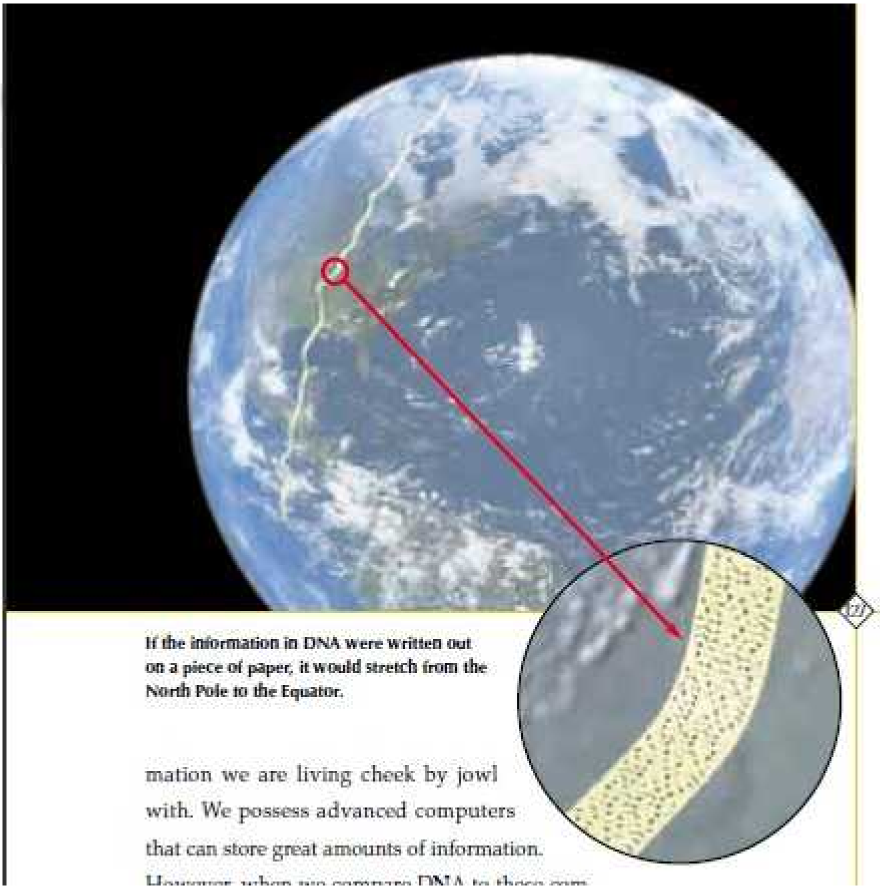

আছি এসব দৃষ্টান্ত হল তার সূচক। আমাদের উচ্চ প্রযুক্তির কম্পিউটার আছে, যা বিপুল পরিমাণ তথ্য সংরক্ষণ করতে পারে। অথচ আমরা যখন ডি এন এ-কে ওসব কম্পিউটারের সাথে তুলনা করি, তখন আমরা সবিস্ময়ে লক্ষ্য করি যে, শত শত বছরের

www.draminlibrary.com

মানবীয় শ্রম ও জ্ঞান একত্র করে যে আধুনিক প্রযুক্তি আমরা পেয়েছি, তার তথ্য ধারণ ক্ষমতা একটি মাত্র কোষের সমানও নয়।

মানব জিনোম প্রকল্পের Celera Genomics এর অন্যতম বিখ্যাত বিশেষজ্ঞ জিন মায়ার্স। এই প্রকল্পের ফলাফল সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য থেকে ডি এন এ-তে রক্ষিত বিপুল জ্ঞান ও নক্সা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়: "আমাকে সত্যিই যেটা বিস্মিত করে তা হল, প্রাণের স্থাপত্যকৌশল . . . ব্যবস্থাপনাটি অত্যন্ত জটিল। এটি যেন পরিকল্পনা অনুযায়ী করা . . . এখানে বিপুল বুদ্ধিমত্তা রয়েছে।"[68]

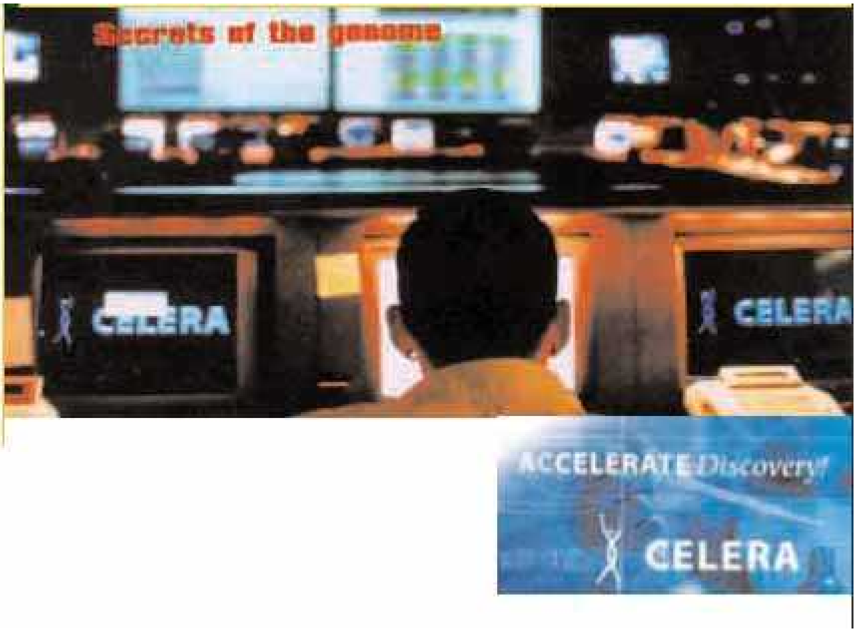

আরেকটি মজার দিক হল, এই গ্রহের সকল প্রাণ উৎপন্ন হয়েছে একই ভাষায় লিখিত সাংকেতিক বর্ণনা অনুসারে। কোন ব্যাকটেরিয়া, উদ্ভিদ বা প্রাণি আপন ডি এন এ ছাড়া গঠিত হয় না। এটা খুবই স্পষ্ট যে, সকল প্রাণের উদ্ভব হয় একই ভাষায় বর্ণনার ফল স্বরূপ এবং একই জ্ঞানের উৎস থেকে। এটি আমাদেরকে এক সুস্পষ্ট উপসংহারের দিকে নিয়ে যায়: জগতের সকল জীব বেঁচে থাকে ও বংশবিস্তার করে যে তথ্য অনুসারে, তা একক বুদ্ধিমত্তার দ্বারা সৃষ্ট।

এটি বিবর্তনবাদকে সম্পূর্ণ অর্থহীন করে দিয়েছে। কারণ, বিবর্তনের ভিত্তি হল "আকস্মিকতা", অথচ আস্মিকতা তথ্য সৃষ্টি করতে পারে না। যদি একদিন ক্যান্সার

www.draminlibrary.com

নিরাময়ের ক্ষমতাসম্পন্ন কোন ঔষধের ফর্মূলা এক টুকরা কাগজের উপর লিখিত পাওয়া যায়, তাহলে মানবজাতির সবাই সেই বিজ্ঞানীকে খুঁজে বের করার কাজে যোগ দেবে যিনি এই কাজের সাথে সম্পৃক্ত, এমনকি তাঁকে সম্মানও প্রদান করবে। কেউ এটা ভাববে না, "আমার মনে হয়, কাগজের উপরে কিছু কালি ছলকে পড়ার ফলে ফর্মূলাটি লিখিত হয়েছে।" যারা যুক্তি ও পরিস্কার চিন্তার অধিকারী, তারা প্রত্যেকেই ভাববে যে, এই ফর্মূলা এমন কারো দ্বারা লিখিত, যিনি রসায়ন, মানবশারীরতত্ত্ব, কান্সার এবং ঔষধ-বিজ্ঞানের উপর গভীরভাবে পড়াশোনা করেছেন।

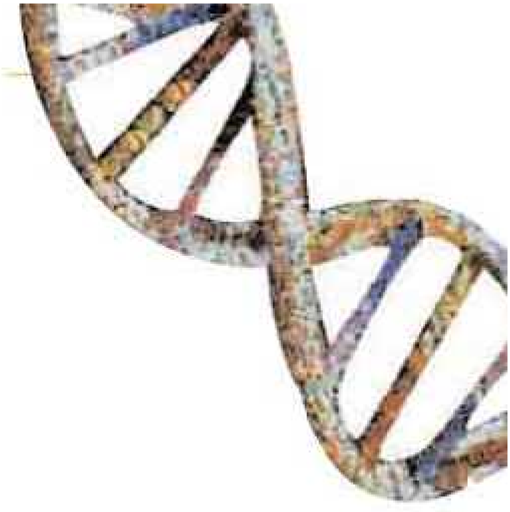

ডি এন এ-র তথ্য আকস্মিকভাবে ঘটেছে– বিবর্তনবাদীদের এই দাবী সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। এটা এই দাবীর সাথে তুলনীয় যে, কাগজের উপরকার ফর্মূলা আকস্মিকভাবে ঘটেছে। ডি এন এ তে রয়েছে ১০০,০০০ প্রকার প্রোটিন ও এনজাইমের বিস্তারিত আণবিক ফর্মূলা; সেই সাথে রয়েছে সূক্ষ্ম শৃঙ্খলা যা নিয়ন্ত্রণ করে কিভাবে এ-গুলি (প্রোটিন ও এনজাইম) উৎপাদনের সময় ব্যবহৃত হবে। এ-গুলির পাশাপাশি, বার্তাবাহক হরমোনের জন্য এতে রয়েছে উৎপাদন পরিকল্পনা এবং আন্তঃকোষীয় যোগাযোগ বিধি এবং অন্য সকল প্রকার জটিল ও বিশেষায়িত তথ্য।

ডি এন এ এবং এর মধ্যস্থিত সমুদয় তথ্য আকস্মিকভাবে ও প্রাকৃতিক কারণে উদ্ভব ঘটেছে– এই দাবীর পিছনে রয়েছে হয় বিষয়টি সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞতা, নয়ত বস্তুবাদী মতাদর্শ। ডি এন এ-র মত অণু, যাতে রয়েছে অতি অনন্য তথ্য ও জটিল কাঠামো, তা আকস্মিকতার ফসল হতে পারে– এই দাবী এমনকি গুরুত্বের সাথে বিবেচনারও যোগ্য

www.draminlibrary.com

নয়। আমরা বিস্মিত হই না, যখন দেখি বিবর্তনবাদীরা অন্যান্য অনেক বিষয়ের মত প্রাণের উৎস বিষয়টি ঢাকা দেবার চেষ্টা করেন এবং এটাকে বর্ণনা করেন "সমাধান না হওয়া রহস্য" বলে।

www.draminlibrary.com

১৯

এন্টিবায়োটিকের প্রতি ব্যাক্টেরিয়ার প্রতিরোধী হয়ে ওঠা বিবর্তনের উদাহরণ নয় কেন?

আপন মতবাদের প্রমান হিসাবে বিবর্তনবাদীরা একটি জীব-বিজ্ঞানের ধারণা পেশ করার চেষ্টা করেন। এটা হল ব্যাকটেরিয়া কর্তৃক এন্টিবায়োটিক প্রতিরোধ করার ক্ষমতা। অনেক বিবর্তনবাদী বই-পুস্তক এন্টিবায়োটিক প্রতিরোধের বিষয়টিকে জীবের বিকাশে মিউটেশনের দৃষ্টান্ত হিসাবে উপস্থাপন করে। একই রকম দাবী করা হয় ডিডিটি-এর মত কীটনাশক প্রতিরোধের ক্ষমতা অর্জনকারী কিছু কীট-পতঙ্গের ব্যাপারে।

যাহোক, এই বিষয়েও বিবর্তনবাদীরা ভুলের মধ্যে রয়েছেন। এন্টিবায়োটিক হল

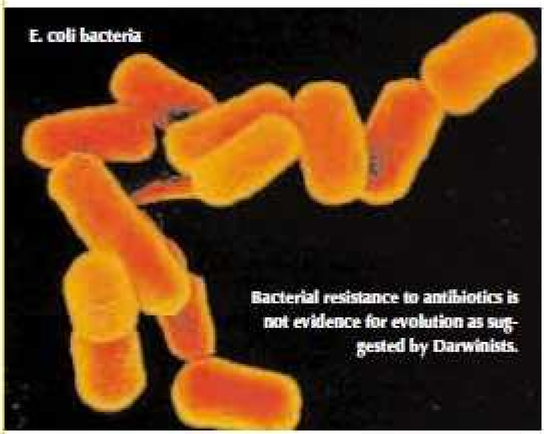

"হত্যাকারী অণু"। এটা আণুবীক্ষণিক জীব দ্বারা তৈরি হয় অন্য আণুবীক্ষণিক জীবের সাথে যুদ্ধ করার জন্য। প্রথম এন্টিবায়োটিক পেনিসিলিন আবিস্কার করেন আলেকজাণ্ডার ফ্লেমিং ১৯২৮ সালে। ফ্লেমিং উপলব্ধি করলেন, ছত্রাক এমন এক অণু তৈরি করে, যেটা

স্টেফাইলোকক্কাস নামক ব্যাকটেরিয়াকে ধ্বংস করতে পারে। এই আবিস্কার ছিল চিকিৎসাবিজ্ঞানের জগতে এক যুগান্তকারী ঘটনা। আণুবীক্ষণিক জীব থেকে প্রাপ্ত এণ্টিবায়োটিক ব্যবহৃত হত ব্যাকটেরিয়ার বিরুদ্ধে এবং এর ফলাফল ছিল সাফল্যজনক।

শীঘ্র নতুন এক বিষয় আবিস্কৃত হল। সময়ের পরিক্রমায় ব্যকটেরিয়া এণ্টিবায়োটিকের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ-শক্তি অর্জন করল। কার্য-কৌশলটি এভাবে কাজ করে: এন্টিবায়োটিকের প্রভাবে বিপুল পরিমাণ ব্যকটেরিয়া মারা যায়। তবে কিছু ব্যকটেরিয়া ঐ এন্টিবায়োটিকের দ্বারা প্রভাবিত হয় না এবং তারা দ্রুত প্রতিরূপ তৈরি করে ও তাদের সংখ্যা বিপুল বৃদ্ধি পায়। এভাবে ব্যাক্টেরিয়ার সমস্ত প্রজন্মটা এণ্টিবায়োটিক প্রতিরোধী হয়ে ওঠে।

বিবর্তনবাদীরা এটাকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেন "পরিস্থিতির সাথে খাপ খাইয়ে ব্যাকটেরিয়া বিবর্তিত হয়" বলে।

অথচ, সত্যটা এই খণ্ডিত ব্যাখ্যা থেকে একেবারেই ভিন্ন। ইসরায়েলি জৈব-পদার্থবিজ্ঞানী লী স্পেটনার এমন এক বিজ্ঞানী যিনি এই বিষয়ের উপর সবচেয়ে বিস্তারিত গবেষণা করেছেন। তিনি তাঁর গ্রন্থ Not by Chance এর জন্য বিখ্যাত; এটি ১৯৯৭ সালে প্রকাশিত হয়েছিল। স্পেটনার মন্তব্য করেন যে, ব্যকটেরিয়ার প্রতিরোধ-শক্তি সৃষ্টি হয় দুইটি ভিন্ন ভিন্ন কর্ম-কৌশলে; এর কোনটিই বিবর্তনবাদের পক্ষে প্রমান বহন করে না। এই দুটি কর্ম-কৌশল হল:

এক. ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে পূর্ব থেকে বিদ্যমান প্রতিরোধ জিনের স্থানান্তর।
দুই. মিউটেশনের ফলে জিনের তথ্য হারানোর কারণে প্রতিরোধ-শক্তি তৈরি।

অধ্যাপক স্পেটনার ২০০১ সালে প্রকাশিত এক নিবন্ধে প্রথম কর্ম-কৌশলকে এভাবে ব্যাখ্যা করেন:
"কিছু আণুবীক্ষণিক জীব এমন জিন দ্বারা ভূষিত, যা এ-সব এণ্টিবায়োটিকের প্রতিরোধ গড়তে পারে। এই প্রতিরোধ ঘটতে পারে এণ্টিবায়োটিক অণুর গুণগত মান ক্ষতিগ্রস্ত করে, কিংবা এটাকে কোষ থেকে বের করে দিয়ে. . . যেসব জীবের এ-রকম জিন আছে, তারা এগুলিকে অন্য ব্যকটেরিয়ায় স্থানান্তর করতে পারে; এ-ভাবে তাদেরকেও প্রতিরোধ-শক্তি গড়ে দিতে পারে। যদিও প্রতিরোধ ব্যবস্থাপনা কোন বিশেষ এণ্টিবায়োটিকের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রযোজ্য, তবু অধিকাংশ রোগ সৃষ্টিকারী ব্যাকটেরিয়া . . . কয়েক সেট জিন একত্র করতে পারে। এটা তাদেরকে বিভিন্ন রকম এণ্টিবায়োটিকের প্রতিরোধী করে তোলে।"[69]

www.draminlibrary.com

এরপর স্পেটনার বলে চলেন এটি "বিবর্তনবাদের প্রমান" নয়:

"এই পদ্ধতিতে এন্টিবায়োটিকের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ক্ষমতা অর্জন . . . সেই ধরণের নয়, যা মিউটেশনের জন্য মূল নমুনা হিসাবে ভূমিকা পালন করতে পারে এবং বিবর্তনের কারণ হিসাবে যা প্রয়োজন . . . এই মতবাদ ব্যাখ্যা করার জন্য যে জিনগত পরিবর্তন, তা অবশ্যই ব্যাকটেরিয়ার জিনোমে তথ্য সংযোগ করবে। শুধু তাই নয়, তাদেরকে অবশ্যই জীবজগতে নতুন তথ্য যোগ করতে হবে। জিনের সমান্তরাল স্থানান্তর কেবল সে-সব জিনের চারিদিকে ছড়ায়, যা আগে থেকেই কোন প্রজাতির মধ্যে বিদ্যমান।"[70]

কাজেই আমরা এখানে কোন বিবর্তনের কথা বলতে পারছি না। কারণ, কোন নতুন তথ্য তৈরি হচ্ছে না। পূর্ব থেকে বিদ্যমান জিনগত তথ্য কেবল ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে স্থানান্তর হচ্ছে।

দ্বিতীয় প্রকার প্রতিরোধ ক্ষমতা, যা মিউটেশনের ফল স্বরূপ ঘটে, তা-ও বিবর্তনের দৃষ্টান্ত নয়। স্পেটনার বলেন:

". . . [A] আণুবীক্ষণিক জীব কখনো-বা কোন এণ্টিবায়োটিকের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ শক্তি অর্জন করে একক নিউক্লিওটাইডের অনিয়ন্ত্রিত প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে. . . সেলম্যান ওয়াকসম্যান এবং এ্যালবার্ট স্কাটজ যৌথভাবে ১৯৪৪ সালে স্ট্রেপটোমাইসিন আবিস্কার করেন। এটি এমন এক এণ্টিবায়োটিক, যার বিরুদ্ধে ব্যাকটেরিয়া এই পদ্ধতিতে প্রতিরোধ শক্তি অর্জন করে। কিন্তু এই পদ্ধতিতে তাদের যে মিউটেশন ঘটে, তা যদিও স্ট্রেপটোমাইসিনের উপস্থিতিতে অণুজীবের জন্য উপকারী, তবুও এটা সেই ধরণের মিউটেশনের জন্য আদিরূপ হিসাবে কাজ করতে পারে না যা নব্য ডারউইনবাদের জন্য প্রয়োজন। যে ধরণের মিউটেশন স্ট্রেপটোমাইসিনকে প্রতিরোধ করতে সাহায্য করে, তা রাইবোজমে ম্যানিফেস্ট হয় এবং এণ্টিবায়োটিক অণুর সাথে এটার আণবিক সক্ষমতা ক্ষতিগ্রস্ত করে।[71]

Not by Chance গ্রন্থে স্পেটনার এই অবস্থার তুলনা করেছেন তালা-চাবির মধ্যকার সম্পর্ক গড়বড় হয়ে যাবার সাথে। স্ট্রেপটোমাইসিন ঠিক সেই চাবির মত যা তালার মধ্যে নিখুঁতভাবে ফিট করে, একটি ব্যাকটেরিয়ার রাইবোজমে আটকে যায় এবং এটাকে নিষ্ক্রীয় করে দেয়। পক্ষান্তরে, মিউটেশন রাইবোজমকে ভেঙ্গে দেয় এবং এ-ভাবে স্ট্রেপটোমাইসিনকে রাইবোজমের সাথে যুক্ত হতে বাধা দেয়। যদিও এটাকে "স্ট্রেপটোমাইসিনের বিরুদ্ধে ব্যাকটেরিয়ার প্রতিরোধ শক্তি অর্জন" হিসাবে ব্যাখ্যা করা হয়, তবুও এটি ব্যাকটেরিয়ার জন্য উপকারী নয়, বরং এটি তার জন্য এক ক্ষতি। স্পেটনার লিখেছেন:

www.draminlibrary.com

"আণুবীক্ষণিক জীবের রাইবোজমের উপরিভাগে এই পরিবর্তন স্ট্রেপটোমাইসিন অণুকে সংযুক্ত হতে এবং ব্যাকটেরিয়া বিরোধী ভূমিকা পালন করতে বাধা দেয়। ফলতঃ এটা প্রমাণিত হয় যে, মানের এই অবনতি হল প্রজাতিগত স্বাতন্ত্রের ক্ষতি, অতএব, তথ্যের ক্ষতি। মূল বিষয় হল, বিবর্তন . . . এ-ধরণের মিউটেশন থেকে বিবর্তন অর্জন হয় না, সংখ্যায় যতই থাকুক না কেন। যে মিউটেশন কেবল স্বাতন্ত্রের মান নষ্ট করে, এ-রকম অনেক মিউটেশন একত্র হয়ে বিবর্তন ঘটে না।"[72]

মোটের উপর, ব্যাকটেরিয়ার রাইবোজমকে আহতকারী মিউটেশন সেই ব্যাকটেরিয়াকে স্ট্রেপটোমাইসিনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধী করে তোলে। এর কারণ হল, মিউটেশনের ফলে রাইবোজমটির "বিভাজন ঘটে"। অর্থাৎ কোন নতুন জিনগত তথ্য ব্যাকটেরিয়ায় যুক্ত হয় না। পক্ষান্তরে, রাইবোজমের কাঠামো বিভাজিত হয়। বলতে কি, ব্যাকটেরিয়াটি "প্রতিবন্ধী" হয়ে যায়। (এটাও আবিস্কৃত হয়েছে যে, সাধারণ ব্যাকটেরিয়ার তুলনায় মিউটেশনের শিকার ব্যকটেরিয়ার রাইবোজম কম কার্যকর হয়ে থাকে)। যেহেতু এই "প্রতিবন্ধিতা" এণ্টিবায়োটিককে রাইবোজমের সাথে যুক্ত হতে বাধা দেয়, সেহেতু "এণ্টিবায়োটিক প্রতিরোধ" তৈরি হয়।

পরিশেষে বলতে হয়, এমন কোন নজির নেই যে, মিউটেশন "জিনগত তথ্যের উন্নয়ন ঘটায়"। যেসব বিবর্তনবাদী এণ্টিবায়োটিক প্রতিরোধকে বিবর্তনবাদের প্রমান হিসাবে উপস্থাপন করতে চান, তারা বিষয়টি খুব হালকাভাবে নেন আর ভুল করে বসেন।

একই কথা সত্য সে-সব কীট-পতঙ্গের ক্ষেত্রে, যারা DDT এবং এ-ধরণের কীটনাশকের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। এদের অধিকাংশের ক্ষেত্রে আগে থেকে বিদ্যমান প্রতিরোধ-জিন ব্যবহৃত হয়। বিবর্তনবাদী জীব-বিজ্ঞানী ফ্রান্সিসকো আয়ালা এই বাস্তবতা স্বীকার করে নিয়ে বলেন:
"বহু বিচিত্র রকমের কীটনাশকের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য যে জিনগত রূপভেদ প্রয়োজন, তা স্পষ্টতঃ সে-সব কীটের মধ্যে বিদ্যমান থাকে, যারা মানুষের তৈরি এ-সব যৌগের সংস্পর্শে আসে।"[73] অন্য কিছু উদাহরণ ব্যাখা করা হয় মিউটেশন দ্বারা। সে-গুলি ঠিক উপরে উল্লেখিত রাইবোজম মিউটেশনের মত; এটা এমন এক অবস্থা, যা কীট-পতঙ্গের মধ্যে "জিনগত তথ্য ঘাটতি" সৃষ্টি করে।

এই ক্ষেত্রে এটা দাবী করা যায় না যে, ব্যাকটেরিয়া ও কীট-পতঙ্গের প্রতিরোধ ব্যবস্থা বিবর্তনবাদের প্রমান। কারণ, বিবর্তনবাদ এই নিশ্চয়তার উপরে ভিত্তিশীল যে, জীবের উন্নয়ন ও বিকাশ ঘটে মিউটেশনের মাধ্যমে। অথচ, স্পেটনার ব্যাখ্যা করেছেন, না

এণ্টিবায়োটিক প্রতিরোধ, না অন্য কোন জীব-বিজ্ঞান সম্পৃক্ত ব্যাপার এই ধরণের মিউটেশনের উদাহরণ পেশ করতে পারেঃ

"বড় মানের বিবর্তনের জন্য প্রয়োজনীয় মিউটেশন কখনো লক্ষ্য করা যায়নি। কোন এলোপাথাড়ি মিউটেশন যা নব্য ডারউইবাদের জন্য প্রয়োজন, আণবিক পর্যায়ে পরীক্ষা করেও কোন তথ্য যোগ করা সম্ভব হয়নি। যে প্রশ্ন আমি করতে চাই, তা হলঃ বিবর্তনবাদকে সমর্থন করার জন্য যে রকম মিউটেশন প্রয়োজন, আমাদের প্রত্যক্ষ করা মিউটেশন কি সেই ধরণের? এর উত্তর হল "না"![74]

www.draminlibrary.com

২০

সৃষ্টিতত্ত্ব ও বিবর্তনের মধ্যে কি ধরণের সম্পর্ক বিদ্যমান?

আমরা এ-যাবৎ যেসব প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করলাম, তা থেকে দেখতে পেলাম, বিবর্তনবাদ সম্পূর্ণভাবে বৈজ্ঞানিক আবিস্কারের সাথে বিরোধপূর্ণ অবস্থানে আছে। ঊনবিংশ শতকের আদিম বিজ্ঞান থেকে জন্ম নেওয়া এই মতবাদ পরবর্তী কালে বৈজ্ঞানিক আবিস্কারের দ্বারা সম্পূর্ণ বাতিল হয়ে গেছে। যে-সব বিবর্তনবাদী অন্ধের মত এই মতবাদের প্রতি নিষ্ঠাবান রয়েছেন, তারা বক্তৃতাবাজীতে সমাধান তালাশ করছেন। কারণ, তাদের কাছে কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি অবশিষ্ট নেই। তাদের সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত অবলম্বন হল এই বস্তাপঁচা স্লোগান, "সৃষ্টিতত্ত্ব হল এক বিশ্বাস; কাজেই এটাকে বিজ্ঞানের অংশ বিবেচনা করা যেতে পারে না। আরো দাবী করা হয় যে, বিবর্তনবাদ এক বৈজ্ঞানিক মতবাদ, অথচ সৃষ্টিত্ত্ব হল কেবলই বিশ্বাস। যাহোক, এই কথার পুনরাবৃত্তি .. . হয়েছে একেবারেই ভুল পরিপ্রেক্ষিত থেকে। যারা এ-কথার পুনরাবৃত্তি করে চলেন, তারা বিজ্ঞান ও বস্তুবাদী দর্শনকে গুলিয়ে ফেলেন। তারা বিশ্বাস করেন যে, বিজ্ঞানকে অবশ্যই বস্তুবাদের সীমারেখার মধ্যে থাকতে হবে, এবং যারা

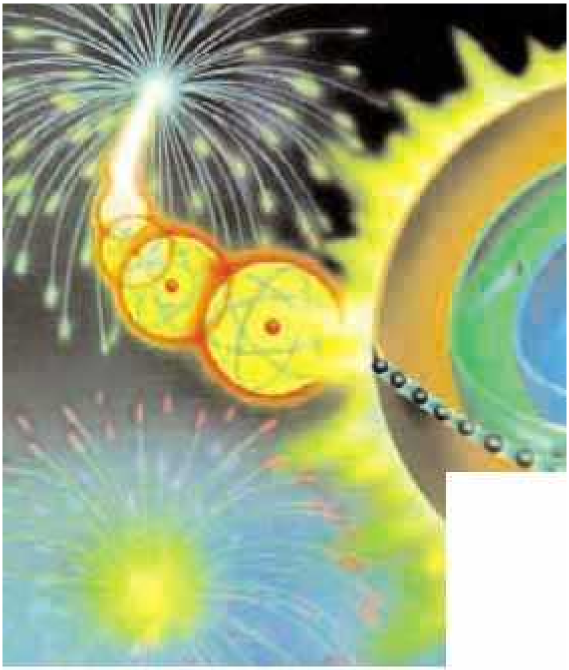

বস্তুবাদী নয়, তাদের কোন বক্তব্য দেবার অধিকার নেই। অথচ, স্বয়ং বিজ্ঞান বস্তুবাদকে প্রত্যাখ্যান করে।

বস্তু নিয়ে গবেষণা আর বস্তুবাদী হওয়া এক নয়

আসুন প্রথমে আমরা বস্তুবাদকে আরো বিস্তারিতভাবে পরীক্ষা করার জন্য সংক্ষেপে এটাকে সংজ্ঞায়িত করি। বস্তুবাদ হল এক দর্শন যা প্রাচীন গ্রীস থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত রয়েছে। বস্তুবাদ এই ধারণার উপর ভিত্তিশীল যে, যা কিছু অস্তিত্বমান, তা-ই বস্তু। বস্তুবাদী দর্শনের মতে, বস্তু সব সময় বিদ্যমান থেকেছে এবং থাকবে। বস্তু থেকে ভিন্ন কিছুর অস্তিত্ব নেই। অথচ এটা কোন বৈজ্ঞানিক দাবী নয়। কারণ, এটা পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের অধীন হতে পারে না। এটা স্রেফ এক বিশ্বাস, একটা যুক্তিহীন বিশ্বাস।

যাহোক, এই অন্ধবিশ্বাস ঊনবিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞানের সাথে মিশে গেছে; এমনকি এটা বিজ্ঞানের মৌলিক ভিত্তিতে পরিণত হয়েছে। অথচ, বিজ্ঞান বস্তুবাদকে মেনে নিতে বাধ্য নয়। বিজ্ঞান প্রকৃতি ও মহাবিশ্ব নিয়ে গবেষণা করে এবং কোন প্রকার দার্শনিক শ্রেণিবিন্যাসের সীমায় না থেকে ফলাফল প্রদান করে।

কিছু বস্তুবাদী এটার মুকাবিলায় সচরাচর এক সরল শব্দ-খেলার আশ্রয় গ্রহন করেন। তারা বলেন, “বস্তু হল বিজ্ঞানের একমাত্র গবেষণার বিষয়; কাজেই বিজ্ঞানকে বস্তুবাদী হতে

www.draminlibrary.com

হবে।" হ্যাঁ, বিজ্ঞান কেবল বস্তু নিয়ে গবেষণা করে, কিন্তু "বস্তু নিয়ে গবেষণা" "বস্তুবাদী হওয়া" থেকে একেবারেই ভিন্ন। এর কারণ হল, যখন আমরা বস্তু নিয়ে গবেষণা করি, তখন উপলব্ধি করি, বস্তুতে এত বিপুল জ্ঞান ও পরিকল্পনা রয়েছে যে, তারা কখনোই বস্তু দ্বারা সৃষ্ট হতে পারে না। আমরা উপলব্ধি করতে পারি যে, এই জ্ঞান ও পরিকল্পনা এক বুদ্ধিমত্তার ফল, যদিও আমরা তা সরাসরি দেখতে পারি না।

উদাহরণ স্বরূপ, আসুন এক গুহার কথা কল্পনা করি। আমরা জানি না আমাদের আগে কেউ এখানে এসেছে কি-না। এই গুহায় প্রবেশ করার সময় যদি আমরা ধূলা, মাটি, পাথর ছাড়া আর কিছু না দেখি, তাহলে আমরা সিদ্ধান্তে আসি, এখানে বিশৃংখলভাবে কিছু বস্তু ছড়িয়ে আছে মাত্র। অথচ, যদি গুহার দেয়ালে দক্ষ হাতে আঁকা চোখ ধাঁধাঁনো রঙের ছবি থাকে, তাহলে আমরা অনুমান করতে পারি, আমাদের আগে সেখানে কোন বুদ্ধিমান সত্ত্বা ছিল। আমরা সেই সত্ত্বাকে সরাসরি দেখতে পাচ্ছি না; কিন্তু সে যা তৈরি করেছে তা থেকে তার অস্তিত্ব অনুমান করতে পারি।

বিজ্ঞান বস্তুবাদকে খণ্ডন করেছে

বিজ্ঞান প্রকৃতি নিয়ে ঠিক সে-ভাবেই গবেষণা করে, যেমনটি উপরের উদাহরণে দেখানো হল। যদি প্রকৃতির সমুদয় নক্সা কেবল বস্তুগত দিক দিয়ে ব্যাখ্যা করা যেত, তাহলে বিজ্ঞান বস্তুবাদকে নিশ্চিত করত। অথচ, আধুনিক বিজ্ঞান প্রকাশ করেছে, প্রকৃতিতে যে নক্সা বা পরিকল্পনা রয়েছে, বস্তুগত দিক দিয়ে তা ব্যাখ্যা করা যায় না। সকল বস্তুর মধ্যে এ নক্সা রয়েছে যা একজন সৃষ্টিকর্তা দ্বারা অস্তিত্বলাভ করেছে।

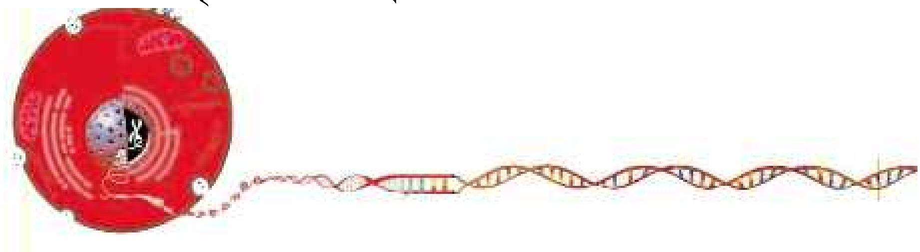

উদাহরণ স্বরূপ, সকল পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং পর্যবেক্ষণ প্রমান করে যে, বস্তু আপনা থেকে প্রাণের উৎপত্তি ঘটাতে পারে না। সেই কারণে প্রাণের উদ্ভব ঘটেছে অবশ্যই বস্তুর অতীত সৃষ্টি হিসাবে। এই লক্ষ্যে পরিচালিত সকল বিবর্তনবাদী পরীক্ষা-নিরীক্ষা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। প্রাণের সৃষ্টি কখনোই জড়বস্তু থেকে হয়নি। বিবর্তনবাদী জীববিজ্ঞানী এ্যানড্রু স্কট

www.draminlibrary.com

বিখ্যাত বিজ্ঞান সাময়িকী "নিউ সায়েণ্টিস্ট"-এ এই বিষয়ের উপর নিম্নলিখিত স্বীকারোক্তি দিয়েছেন:

"কিছু বস্তু নিন, সেগুলি উত্তাপ দিতে থাকুন, নাড়াচাড়া করুন এবং অপেক্ষা করুন। এটা হল পয়দায়েশ (জেনেসিস) এর আধুনিক সংস্করণ। মাধ্যাকর্ষণের "মৌলিক" বল, বিদ্যুৎ-চুম্বকীয় শক্তি এবং সবল ও দুর্বল আণবিক শক্তি বাকি কাজটি করেছে বলে অনুমিত হয়। কিন্তু এই পরিচ্ছন্ন কাহিনির কতটা দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত, আর কতটা আশাবাদী অনুমান? সত্যটা হল এই যে, প্রায় প্রতিটি প্রধান ধাপের কার্য-প্রণালী, রাসায়নিক পূর্বসূচক থেকে প্রথম সনাক্ত করার উপযোগী কোষ পর্যন্ত, হয় বিতর্ক, নয়ত সম্পূর্ণ হতবুদ্ধি হবার মত বিষয়।"[75]

Prof. Fred Hoyle

প্রাণের মূল হল অনুমান ও বিতর্কের উপর ভিত্তিশীল। কারণ, বস্তুবাদী অন্ধবিশ্বাস জোর দিয়ে বলে, প্রাণ বস্তু থেকে উৎপন্ন। অথচ বৈজ্ঞানিক বাস্তবতা দেখিয়ে দিচ্ছে, বস্তুর এমন কোন ক্ষমতা নেই। জ্যোতির্বিদ ও গণিতবিদ ফ্রেড হোয়েল (যিনি বিজ্ঞানে অবদানের জন্য নাইট উপাধিপ্রপপ্ত) এই বিষয়ের উপর নিম্নলিখিত মন্তব্য করেন:

"যদি বস্তুর কোন মৌলিক নীতি থাকত যা কোন না কোনভাবে জৈব প্রক্রিয়াকে প্রাণের দিকে চালিত করেছিল, তাহলে সেই নীতির অস্তিত্ব সহজেই গবেষণাগারে প্রদর্শন করা যেত। উদাহরণ স্বরূপ, কেউ আদি স্যুপ তৈরির জন্য বেছে নিতে পারত এক সুইমিং পুল, নিজের পছন্দমত যে কোন অজৈব রাসায়নিক পদার্থ নিতে পারত, এর মধ্য দিয়ে বা উপর দিয়ে নিজের ইচ্ছামাফিক যে কোন গ্যাস চালনা করতে পারত, ইচ্ছামত যে কোন বিকীরণ এর উপর দিয়ে চালনা করতে পারত। এক বছর ধরে এরকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা পরিচালনা করে দেখা যেত সেই ২০০০ এনজাইমের (জীবন্ত কোষের দ্বারা উৎপন্ন প্রোটিন) কতগুলি সেই সুইমিং পুলে পাওয়া যায়। আমিই এর উত্তর দিচ্ছি এবং সত্যি সত্যি এই পরীক্ষা চালানোর সময়, ঝামেলা ও খরচ বাঁচিয়ে দিচ্ছি। আপনি মোটেই কিছু পাবেন না, সম্ভবতঃ কিছু আলকাতরার মত তৈলাক্ত কাদা ছাড়া; এগুলো এ্যামিনো এসিড এবং অন্য কিছু সরল রাসায়নিক উপাদান।"[76]

আসলে বস্তুবাদের উভয়সংকট আরো করুণ। বস্তু প্রাণের সৃষ্টি করতে পারে না; এমনকি যখন এর সাথে মানুষের জ্ঞান ও সময় যুক্ত হয়, তখনো না। নিজে নিজে গঠিত হবার তো প্রশ্নই ওঠে না।

www.draminlibrary.com

যে সত্যের উপরে আমরা সামান্য নজর বুলালাম, সেটা হল এই যে, বস্তু নিজে থেকে পরিকল্পনা ও জ্ঞান তৈরি করতে পারে না। অথচ এই মহাবিশ্ব এবং এর মধ্যকার জীবকূলের মধ্যে রয়েছে অসাধারণ জটিল পরিকল্পনা ও জ্ঞান। এটি আমাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছে যে, মহাবিশ্ব এবং জীবকূলের মধ্যে এই যে পরিকল্পনা এবং জ্ঞান– এগুলি অসীম ক্ষমতা ও জ্ঞানের অধিকারী একজন স্রষ্টার কাজ। তিনি বস্তুরও আগে বিদ্যমান ছিলেন এবং বস্তুকে নিয়মের অধীন করেছেন।

আমরা যদি সতর্কতার সাথে দেখি, তাহলে মানতে হবে, এটি সম্পূর্ণ বিজ্ঞানসম্মত উপসংহার। এটি কোন "বিশ্বাস" নয়, বরং এটি এমন এক সত্য, যা বিশ্বজগত এবং এর মধ্যস্থিত জীবকূলকে পর্যবেক্ষণের মধ্য দিয়ে অর্জিত হয়েছে। এ-জন্যই "বিবর্তনবাদ বিজ্ঞানসম্মত, কিন্তু সৃষ্টিতত্ত্ব হল এমন বিশ্বাস যা বিজ্ঞানের রাজ্যে প্রবেশ করতে পারে না"– এই দাবী অন্তঃসারশূণ্য প্রতারণা। এটা সত্য যে, উনবিংশ শতাব্দীতে বস্তুবাদ বিজ্ঞানের সাথে তালগোল পাকিয়ে ফেলেছিল এবং বিজ্ঞানকে পরিচালনা করেছিল বস্তুবাদী অন্ধবিশ্বাস। তবে বিংশ এবং একবিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞানের উন্নতি সেই বার্ধক্য পীড়িত পুরাতন বিশ্বাসকে সম্পূর্ণ ছুঁড়ে ফেলেছে, এবং বস্তুবাদের দ্বারা ঢাকা পড়া সৃষ্টিতত্ত্বের সত্য অবশেষে প্রকাশিত হয়েছে। বিখ্যাত সাময়িকী "নিউজ উইক"-এর ১৯৯৮ সালের ২৭ জুলাই ঐতিহাসিক সংখ্যায় ব্যানার শিরোনাম ছিল "বিজ্ঞান স্রষ্টাকে খুঁজে পেয়েছে"। এখানে পিরস্কার করে দেওয়া হয়েছে, সকল বস্তুবাদী প্রতারণার আড়াল থেকে বিজ্ঞান স্রষ্টাকে খুঁজে পেয়েছে; তিনি মহাবিশ্ব এবং এর মধ্যস্থিত সবকিছুর স্রষ্টা।

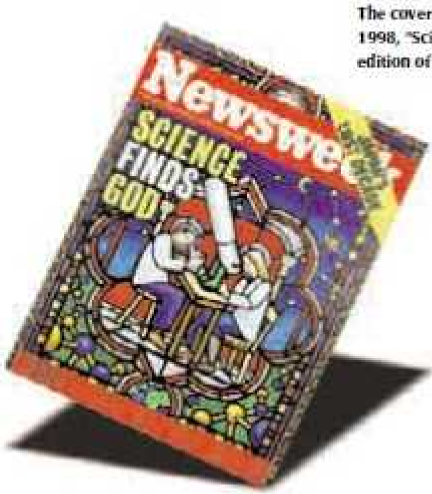

The cover of the July 27, 1998, "Science Finds God" edition of Newsweek.

www.draminlibrary.com

তথ্যসূত্র

[1] Francis Crick, *Life Itself: Its Origin and Nature*, New York, Simon & Schuster, 1981, p. 88

[2] Ali Demirsoy, *Kalitim ve Evrim* (Inheritance and Evolution), Meteksan Publishing Co., Ankara, 1984, p. 39

[3] Homer Jacobson, "Information, Reproduction and the Origin of Life," *American Scientist*, January 1955, p. 121.

[4] Douglas J. Futuyma, Science on Trial, Pantheon Books, New York, 1983, p. 197.

[5] Robert L. Carroll, *Patterns and Processes of Vertebrate Evolution*, Cambridge University Press, 1997, p. 25. (emphasis added)

[6] Stephen C. Meyer, P. A. Nelson, and Paul Chien, *The Cambrian Explosion: Biology's Big Bang*, 2001, p. 2.

[7] Richard Monastersky, "Mysteries of the Orient," *Discover*, April 1993, p. 40. (emphasis added)

[8] Phillip E. Johnson, "Darwinism's Rules of Reasoning," in *Darwinism: Science or Philosophy* by Buell Hearn, Foundation for Thought and Ethics, 1994, p. 12. (emphasis added)

[9] Ian Anderson, "Who made the Laetoli footprints?" *New Scientist*, vol. 98, 12 May 1983, p. 373.

[10] D. Johanson & M. A. Edey, *Lucy: The Beginnings of Humankind*, New York: Simon & Schuster, 1981, p. 250

[11] R. H. Tuttle, *Natural History*, March 1990, pp. 61-64

[12]D. Johanson, Blake Edgar, *From Lucy to Language*, p.169

[13]D. Johanson, Blake Edgar, *From Lucy to Language*, p.173

[14]Boyce Rensberger, *Washington Post*, 19 October 1984, p. A11.
[15] "Is This The Face of Our Past," *Discover*, December 1997, pp. 97-100

[16] Villee, Solomon and Davis, *Biology*, Saunders College Publishing,1985, p. 1053

[17] *Hominoid Evolution and Climatic Change in Europe*, Volume 2, Edited by Louis de Bonis, George D. Koufos, Peter Andrews, Cambridge University Press 2001, chapter 6, (emphasis added)
[18]Daniel E. Lieberman, "Another face in our family tree," *Nature*, March 22, 2001, (emphasis added)

[19] John Whitfield, "Oldest member of human family found," *Nature*, 11 July 2002

[20] D.L. Parsell, "Skull Fossil From Chad Forces Rethinking of Human Origins," *National Geographic News*, July 10, 2002

[21]John Whitfield, "Oldest member of human family found," *Nature*, 11 July 2002

[22] *The Guardian*, 11 July 2002

[23]Arda Denkel, *Cumhuriyet Bilim Teknik Eki* (Science and Technology Supplement of the Turkish daily Cumhuriyet), February 27, 1999

[24] G. W. Harper, "Alternatives to Evolution," *School Science Review*, vol. 61, September 1979, p. 26

[25]http://www.cnn.com/2002/TECH/science/09/24/humans.chimps.ap/index.html

[26] http://www.newscientist.com/news/news.jsp?id=ns99992833

[27] Karen Hopkin, "The Greatest Apes," *New Scientist*, vol. 62, issue 2186, 15 May 1999, p. 27, (emphasis added)

[28]*Hurriyet*, February 24, 2000, (emphasis added)

[29]Harun Yahya, *Darwinism Refuted*, pp.207-222

[30] *Nature*, vol. 382, August, 1, 1996, p. 401.

[31] Carl O. Dunbar, *Historical Geology*, John Wiley and Sons, New York, 1961, p. 310.

[32]Robert L. Carroll, Patterns and Processes of Vertebrate Evolution, Cambridge University Press, 1997, p. 280-81.

[33]L. D. Martin, J. D. Stewart, K. N. Whetstone, *The Auk*, vol. 97, 1980, p. 86.

www.draminlibrary.com

[34] L. D. Martin, J. D. Stewart, K. N. Whetstone, *The Auk*, vol. 97, 1980, p. 86; L. D. Martin, "Origins of the Higher Groups of Tetrapods," Ithaca, Comstock Publishing Association, New York, 1991, pp. 485-540.

[35] S. Tarsitano, M. K. Hecht, *Zoological Journal of the Linnaean Society*, vol. 69, 1980, p. 149; A. D. Walker, Geological Magazine, vol. 117, 1980, p. 595.

[36] A.D. Walker, as described in Peter Dodson, "International Archaeopteryx Conference," *Journal of Vertebrate Paleontology* 5(2):177, June 1985.

[37] Jonathan Wells, *Icons of Evolution*, Regnery Publishing, 2000, p. 117

[38] Richard L. Deem, "Demise of the 'Birds are Dinosaurs' Theory," http://www.yfiles.com/dinobird2.html.

[39]"Scientist say ostrich study confirms bird 'hands' unlike these of dinosaurs," http://www.eurekalert.org/pub_releases/2002-08/uonc-sso081402.php

[40] "Scientist say ostrich study confirms bird 'hands' unlike these of dinosaurs," http://www.eurekalert.org/pub_releases/2002-08/uonc-sso081402.php

[41] Ann Gibbons, "Plucking the Feathered Dinosaur," *Science*, vol. 278, no. 5341, 14 November 1997, pp. 1229 – 1230

[42] "Forensic Palaeontology: The Archaeoraptor Forgery," *Nature*, March29, 2001

[43] Storrs L. Olson "OPEN LETTER TO: Dr. Peter Raven, Secretary, Committee for Research and Exploration, *National Geographic Society* Washington, DC 20036," Smithsonian Institution, November 1, 1999

[44] Tim Friend, "Dinosaur-bird link smashed in fossil flap," *USA Today*, 25 January 2000, (emphasis added)

[45] G. G. Simpson, W. Beck, *An Introduction to Biology*, Harcourt Brace and World, New York, 1965, p. 241

[46] Ken McNamara, "Embryos and Evolution," *New Scientist*, vol. 12416, 16 October 1999, (emphasis added)

[47]Keith S. Thompson, "Ontogeny and Phylogeny Recapitulated," *American Scientist*, vol. 76, May/June 1988, p. 273

[48]Francis Hitching, *The Neck of the Giraffe: Where Darwin Went Wrong*, Ticknor and Fields, New York, 1982, p. 204

[49] Elizabeth Pennisi, "Haeckel's Embryos: Fraud Rediscovered," *Science*, 5 September,1997.

[50] Elizabeth Pennisi, "Haeckel's Embryos: Fraud Rediscovered," *Science*, 5 September, (emphasis added)

[51]Massimo Pigliucci, Rationalists of East Tennessee Book Club Discussion, October 1997

[52] Evrim Kuramı Konferansı (Conference on the Theory of Evolution), Istanbul Universitesi Fen Fakultesi (University of Istanbul, Faculty of Economics), June 3, 1998

[53]Leonard M.S., 1992. Removing third molars: a review for the general practitioner. *Journal of the American Dental Association*, 123(2):77-82

[54] M. Leff, 1993. Hold on to your wisdom teeth. Consumer reports on Health, 5(8):4-85.

[55] *Daily.T* 1996. Third molar prophylactic extraction: a review and analysis of the literature. General Dentistry, 44(4):310-320

[56] Evrim Kuramı Konferansı (Conference on the Theory of Evolution), Istanbul Universitesi Fen Fakultesi (University of Istanbul, Facul†y of Science), June 3, 1998

[57]http://www.icr.org/creationproducts/creationscienceproducts/Variation_and_Fixity_in_Nature.html (emphasis added)

[58] David Raup, "Conflicts Between Darwin and Paleontology," Bulletin, Field Museum of Natural History, vol. 50, January 1979, p. 24

[59] Charles Darwin, *The Origin of Species*, 1859, p. 313-314, (emphasis added)

---

[60] Derek A. Ager, "The Nature of the Fossil Record," *Proceedings of the British Geological Association*, vol 87, 1976, p. 133, (emphasis added)

[61]*Science*, Philosophy and Religion, A Symposium, published by the Conference on Science, Philosophy and Religion in Their Relation to the Democratic Way of Life, Inc., New York, 1941, (emphasis added)

[62] Max Planck, *Where Is Science Going*?, Allen & Unwin, 1933, p.214, (emphasis added)

[63] "Hoyle on Evolution," *Nature*, vol. 294, November 12, 1981, p. 105.

[64] Colin Patterson, "Cladistics," Interview by Brian Leek, interviewer Peter Franz, March 4, 1982, *BBC*, (emphasis added)

[65] B. G. Ranganathan, *Origins?*, Pennsylvania: The Banner Of Truth Trust, 1988

[66] N. Eldredge and I. Tattersall, *The Myths of Human Evolution*, Columbia University Press, 1982, p. 59

[67] R. Wesson, *Beyond Natural Selection*, MIT Press, Cambridge, MA, 1991, p. 45

[68] "Human Genome Map Has Scientists Talking About the Divine" by Tom Abate, *San Francisco Chronicle*, February 19, 2001, (emphasis added)

[69] Dr. Lee Spetner, "Lee Spetner/Edward Max Dialogue: Continuing an exchange with Dr. Edward E. Max," 2001, http://www.trueorigin.org/spetner2.asp

[70] Dr. Lee Spetner, "Lee Spetner/Edward Max Dialogue: Continuing an exchange with Dr. Edward E. Max," 2001, http://www.trueorigin.org/spetner2.asp

[71] Dr. Lee Spetner, "Lee Spetner/Edward Max Dialogue: Continuing an exchange with Dr. Edward E. Max," 2001, http://www.trueorigin.org/spetner2.asp

[72] Dr. Lee Spetner, "Lee Spetner/Edward Max Dialogue: Continuing an exchange with Dr. Edward E. Max," 2001, http://www.trueorigin.org/spetner2.asp

[73]Francisco J. Ayala, "The Mechanisms of Evolution," *Scientific American*, Vol. 239, September 1978, p. 64, (emphasis added)

[74]Dr. Lee Spetner, "Lee Spetner/Edward Max Dialogue: Continuing an exchange with Dr. Edward E. Max," 2001, http://www.trueorigin.org/spetner2.asp

[75] Andrew Scott, "Update on Genesis," *New Scientist*, vol. 106, May 2nd, 1985, p. 30.

[76] Fred Hoyle, *The Intelligent Universe*, Michael Joseph, London, 1983, p. 20-21.